Unmesh

উন্মেষ 2023

SURYA SEN MAHAVIDYALAYA

ANNUAL MAGAZINE

Patron in Chief
Sri Jayanta Moulik
President, G.B.

Patron :
Dr. P. K. Mishra
Principal

Editor in Chief :
Dr. Suphal Biswas
Prof. in Bengali

Editorial Board Members :
1. **Dr. Pompi Sarkar**
   Asst. Prof. in Geography
2. **Ms. Puja Mahajan**
   SACT, English
3. **Ms. Priyanka Chhetri**
   SACT, Political Science
4. **Ms. Sanchita Ghosh**
   SACT, Bengali

Published by :
Surya Sen Mahavidyalaya
Block 'B', Surya Sen Colony
Siliguri - 734004

Design and Printed at :
Mam Computer
24 Sarat Bose Road
Hakimpara, Siliguri
Mobile : 98320-96361

সম্পাদকীয়

গ্রীষ্মের দাবদাহ শেষ কথা নয়–
তবে তার প্রবলতার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ ঘোষনা করে জীবনের
শরৎ মেঘের আনাগোনা বলে
দেয় আমি আছি কাশফুলের
নরম কোমল আঁচলে।
আমাদের 'উন্মেষ' সেই প্রাক
শরতের শেফালিকার গন্ধে
জেগে উঠতে চায় প্রতিবার।
'উন্মেষ' কে অঙ্গী করে এবারেও
আমাদের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের
সঙ্গে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতেছি
আমরা সবাই। যাদের জন্য
আমাদের অস্তিত্ব তাদের মনের
মুকুরে যে ছবি ফুঁটে উঠেছে তার
প্রকাশে অধীর হয়ে 'উন্মেষ'
তার নিজের পরিচয় তুলে ধরবে
সেই আশা প্রতিবারের মতো
এবারেও আমরা
সম্পাদকমন্ডলী করছি।

MESSAGES

1. **Sri Goutam Deb,** Mayor, Siliguri Municipal Corporation
2. **Sri Ranjan Sarkar (Rana),** Deputy Mayor, Siliguri Municipal Corporation
3. **Prof. (Dr.) Rathin Bandopadhyay,** VC, University of North Bengal
4. **Sri Jayanta Moulik,** President, Governing Body

ANNUAL REPORT : 2022-2023 by Dr. P.K. Mishra, Principal

ফিরে দেখা ২৫ বছর	পার্থসারথি দাস	১
Revolutionary *Mahanayak* Masterda Surya Sen and the Chittagong Youth Uprising: A Re-look	Dr Bikash Ranjan Deb	3
Effect of social media on Mental Health of Students	Biswajit Bhaumik	13
এক দুঃখী নদীর কথা	ভাস্বতী ভট্টাচার্য	১৬
অপূর্ব নিবাস	রম্যাণী গোস্বামী	১৮
স্বাধীনতা এসো ঘরে উল্কা হয়ে	ড. সুফল বিশ্বাস	২১
বাপরে ! বাপ !	রঞ্জিত কুমার বর্মন	২৬
রাজনীতি	অমিত সরকার	২৭
ছুটির দিনগুলি	জয়শ্রী রায়	৩০
মূল্য	বিবেক কুমার পাল	৩১
সেই তো পুরুষ	ঋত্বিকা সাহা	৩৩
আংটি	প্রিয়ব্রত দেবনাথ	৩৪
আমি অসহায়	দেবিকা উরাও	৩৬
জীবনের একমাস	ইন্দ্রজিৎ বর্মণ	৩৭

মাঝরাত	স্মৃতি সরকার	৩৮
বন্ধু তুমি অনেক দামি	প্রিয়া রানী সরকার	৩৯
পুরুষ তোমার জন্য	জ্যোতি বেসরা	৪০
আমার আমিটাকে বাঁচিয়ে রেখো	রিপন সরকার	৪০
বিদায় কলেজ জীবন	মহ. খাজা	৪১
আগুন	টনি রায়	৪১
বর্ষা	বিবেক প্রধান	৪১
অভিজ্ঞতা	স্নেহা দাস	৪২
নারী	সালমা খন্দকার	৪২
সুখের সন্ধান	দেবিকা উরাও	৪৩
নিশ্চল সমাজ	ভাগ্যশ্রী মাহাতো	৪৩
ছাপ্পাবাজির গপ্প	প্রীতম প্রতীক অধিকারি	৪৪
বহু প্রশ্ন	-তথাগত সরকার	৪৪
A LETTER TO SHERLOCK HOLMES	**Tarique Khursheed**	**45**
SOLITARY LANE	**Paushali Sarkar**	**46**
Route To Khalubar	**Deepraj Ghataney**	**46**
The Philosophy of Managing People	**Sushan Paul**	**49**
Consistency	**Bimal Ghosh**	**49**
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ....	**Asha Kumari Mahato**	**50**
अधर्मी	**Ritik Thakur**	**50**

গৌতম দেব
Goutam Deb

মহানাগরিক
শিলিগুড়ি পৌর নিগম
Mayor
Siliguri Municipal Corporation

No. 217/om/smc

Date: 26.08.23

MESSAGE

It gives me immense pleasure to learn that **Surya Sen Mahavidyalaya, Siliguri** is bringing out its 25th edition of Annual Magazine **"UNMESH"** in the academic year 2022-23. This is a wonderful occasion and platform for the students to showcase their creativity and talents by sharing their articles, poetry and painting in the magazine. At the same time, it also mirrors the achievement and various other activities of the College. The college has already carved out a niche for themselves as one of the reputed educational institutions in Siliguri with dedicated and highly-qualified teachers and well-experienced staff.

I would like to convey my warm greetings and best wishes to all the students, teachers and staff on this special occasion and wish the publication of the magazine a grand success.

(Goutam Deb)

Dr. P K Mishra
Principal
Surya Sen Mahavidyalaya
Surya Sen Colony, Block-B
Siliguri-734004

বাঘাযতীন রোড, পো: শিলিগুড়ি, জেলা: দার্জিলিং-৭৩৪০০১, ফোন : ০৩৫৩-২৪৩২৮০৪, ৩৫৫৯৪৮১, ই-মেল : mayorsmc2022@gmail.com
Baghajatin Road, P.O. Siliguri, Dist. Darjeeling-734001, Tel.: 0353-2432804, 3559481, Email: mayorsmc2022@gmail.com

রঞ্জন সরকার (রাণা)
Ranjan Sarkar (Rana)

উপ-মহানাগরিক
শিলিগুড়ি পৌর নিগম
Deputy Mayor
Siliguri Municipal Corporation

No. .....

Date: 24/08/2023

MESSAGE

I am immensely happy to learn that Surya Sen Mahavidyalaya, Siliguri is going to publish the 25th edition of the Annual College Magazine "Unmesh" for the academic year 2023-24.

The College magazine is going to promote the creativity of the students & participants highlighting the achievements of the College during the last year. It is a productive component which exhibits the creative ideas and literary skills of the students, faculties, staff and other stake holders.

I convey my gratitude and heartiest congratulations to all the students, faculties, staff and the editorial team for bringing together this edition of the magazine.

I wish the magazine and the College a grand success.

Ranjan Sarkar(Rana)

Dr. P. K. Mishra
Principal
Surya Sen Mahavidyalaya
Surya Sen Colony, Block – B
Dist. Jalpaiguri
Siliguri - 734004

বাঘাযতীন রোড, পো : শিলিগুড়ি, জেলা : দার্জিলিং ৭৩৪০০১, ফোন : ০৩৫৩ ২৬৯২২১৭, মো : ৯৮৩২৩ ৫৬৫৬০, ৮৩৯১৩ ০৩১৯৩, ই-মেল : rnjnsrkr353@gmail.com
Baghajatin Road, P.O. Siliguri, Dist. Darjeeling-734001, Tel.: 0353-7969217, Mob. : 98323 56560, 83919 03193, Email: rnjnsrkr353@gmail.com

Prof. (Dr.) Rathin Bandyopadhyay
Ph.D.
Vice-Chancellor
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
Accredited by NAAC with Grade B++
Website : http://www.nbu.ac.in
E.mail : nbuvc@nbu.ac.in
rathinbanerjee@nbu.ac.in

Date: 17th August, 2023

MESSAGE

It is a matter of great pleasure on my part to learn that the College is celebrating its Silver Jubilee Year and it is also praiseworthy that the 25th edition of the College magazine **'Unmesh'** is going to be published very soon.

I am confident that the publication of this magazine will bring opportunities among the students, faculties and staff members to present their views in the various fields of education and other related areas and it will go a long way to strengthen the spirit of unity, harmony and leadership qualities amongst all.

I applaud the editorial team for the hard work and dedication they have invested to publish the 25th edition of the Annual Magazine and I wish the College all success.

Prof. Rathin Bandyopadhyay
Vice-Chancellor

Dr. P.K. Mishra
Principal
Surya Sen Mahavidyalaya
Surya Sen Colony, Block-B
Siliguri, Dt- Jalpaiguri
Pin-734004

পরিচালন সভাপতির কলমে

শরতের শেফালিকার গন্ধ পেয়েছে মধুপ, কাশফুলের মৃদুমন্দ আনন্দ উল্লাস প্রকাশের আনন্দে যে অধীর তা প্রকৃতির প্রতিটি অঙ্গের সাড়াতেই বোঝা যাচ্ছে। হালকা কুয়াশার ছোঁয়ায় আবার আমাদের 'উন্মেষ' পত্রিকা আবার সেই একই প্রকাশের আবেগে অস্থির। আরো বিশেষ কারণে তার অস্থিরতা যে আমাদের মহাবিদ্যালয় এ বছর রজত জয়ন্তীতে ঝকমক করছে চাঁদের আলোর মতো। তাই নব কলেবরে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পেতে চলেছে আমাদের মুখপত্র 'উন্মেষ' পত্রিকা- সে গেয়ে উঠতে চলেছে আমাদের কলেজের নবীন ভোরের ভৈরবী - যার ভাষায় প্রান পায় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মনের মুকুরে ছবিতে ফুঁটে ওঠা মৌলিক নানা চিন্তা চেতনা । এই বিশেষ পত্রিকায় কিছু ভাবনাচিন্তা ছড়িয়ে দেবার জন্য সভাপতি হিসাবে আমি নিজেও মুখিয়ে থাকি প্রতি বছর - তাদের ভাবনার শরিক হতে দীর্ঘদিন আমি এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে কলেজটিকে নিজের পরিবারের সঙ্গে কবে যে একাত্ম করে ভাবতে শুরু করেছি নিজেই জানি না। তাই বারবার কিভাবে কলেজকে নতুন করে নতুন ঢঙে সাজাতে পারবো সে চেষ্টা বার বার করেছি কলেজের বিভিন্ন শিক্ষক ও শিক্ষকর্মী, ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায় কতটা সফল হয়েছি কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে সেটা হয়তো সময় বিচার করবে কিন্তু আমি সবসময় চেষ্টা করেছি কলেজকে এক ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে,নিজেকে ছাড়িয়ে আরো কোনো নতুন উচ্চতায় ।আমরা ইতিমধ্যে ভেবেছি অডিটোরিয়াম গড়ার কথা, ছাত্রীদের হোস্টেল বানানোর কথা। দ্বিতীয় ক্যাম্পাস কিভাবে বানানো যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে।কলেজের সার্বিক পঠন-পাঠনের জন্য যে আধুনিক চিন্তাভাবনা এবং তার জন্য যে পরিকাঠামো আমরা তৈরী করেছি তা বোধহয় রাজ্যের মধ্যে প্রথম সারিতে আমাদের বসাবে। তৈরি হয়েছে একাধিক স্মার্ট ক্লাসরুম প্রথম শ্রেনীর গ্রন্থাগার ইতিমধ্যে প্রত্যেক বিভাগের জন্য আলাদা শ্রেনীকক্ষ ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার সহ আলাদা কক্ষের জন্য নতুন একটা বিল্ডিং আমরা উদ্বোধন করতে পেরেছি। পরিচালক সমিতির সভাপতি হিসেবে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ, বিশেষ করে টেকনোলজির ব্যবহারে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা আজ যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে আদর্শ হতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর বেশি নিজেদের কথা নয় এখন রইলো হার্দিক শুভেচ্ছা 'উন্মেষের' জন্য - সেখানকার নব্য লেখক লেখিকাদের জন্য । অন্যান্য বছরের মতো এবারেও তার শব্দ শরীরে জাগুক সাহিত্যের ভরা শ্রাবনী প্লাবন , লাগুক সেখানে পলাশরঙ। কামনা করি সে নতুন নতুন সৃষ্টির আবেগে অস্থির হয়ে উঠুক- ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক শিক্ষকর্মী সবাই মনে। ছড়িয়ে পড়ুক তার রূপ লাবন্য সারস্বতীর শ্বেতবসনের জ্যোতি হয়ে।

(শ্রী জয়ন্ত মৌলিক)

Message from Principal's Desk

Surya Sen Mahavidyalaya (SSM) is a co-educational college located in Siliguri. Established on September 15, 1998, the college offers undergraduate courses in all three streams: Arts, Science, and Commerce. It is one of the first five prime co-education colleges of Siliguri. The college has been affiliated with North Bengal University since 1998, and it is recognized by UGC under 2(f) and 12(b). Additionally, it is an ISO 9001:2015 certified and ISO 21001: 2018 and NAAC Accredited institution. The college is celebrating its Silver Jubilee Year this year.

In this Silver Jubilee Year, the SSM fraternity remembers the philanthropists of Siliguri whose effort during 1998 gave birth to this Mahavidyalaya. Among them, the first name that comes to our mind is the Late Bikash Ghosh, the then Mayor of Siliguri Municipal Corporation and the first President of our Governing Body (15/09/1998 to 27/12/2001). His endeavour continued with the Second President of the G.B., Late Swapan Kumar Sarkar, whose vision was realized after establishing the institution in its own campus at Surya Sen Colony. On September 15, 1998, Siliguri College began its morning shift with the Late (Dr) Janhabi Bhusan Bose as the in-charge Principal. The Organising Committee held its first meeting on September 25, 1998, which was graced by Sri Ashoke Bhattacharya, the then Hon'ble MiC, Municipal Affairs and Urban Development, Govt. of West Bengal.

The SSM fraternity expresses its heartfelt gratitude to T.C. Mittal Memorial Trust for their unconditional support, providing financial assistance for constructing its present Academic and Administrative Block, named T.C. Mittal Memorial Block, the first Academic building of the institution. During this 25 years of journey, we are indebted to Sri Gautam Deb, the then Hon'ble MiC, NBDD and Tourism; Sri Ajit Agarwala, Trustee, Amit Agrawala Trust; Late Krishna Chandra Paul, Ex-President G.B. (02/07/2016 to 18/09/2019); Sri Satya Narayan Garg & Smt. Bimla Devi Garg is one among others. The SSM fraternity is obliged to P.C. Chandra Group for extending their financial support since 2019 to the institution for books, infrastructural development and provision of drinking water for the students under their CSR fund. We are also grateful to Union Bank of India, Deshbandhupara Branch, Bandhan Bank, S.F Road Branch and Axis Bank, Siliguri Branch, for their CSR Support for providing drinking water facilities for the staff and students.

We are indebted to Sri Jayant Moulik, President, G.B. Sri Ujjawal Ch Sarkar, former G.B Member; Sri Pranab Chand; Ms. Babita Prasad; Smt. Atashi Ghosh Kundu with others for their continuous financial support to provide merit-cum-means scholarships to a few students every year.

Further, in co-curricular activities, our NSS Volunteers and NCC Cadets have actively participated in different social outreach programmes organized by the state government. This year, two of our NSS Volunteers, Ms. Priyanka Roy & Ms. Subharthi Das, NSS Unit-II, were awarded Best Volunteers by the WB Higher Education Department; 1 NCC Cadet, Sri Abhimanyu Singh has represented at the RDC Parade 2023 at New Delhi and

7 cadets are selected for the TSC. Similarly, four students have received awards/scholarships from the Sports Board, University of North Bengal.

We feel proud to provide quality education by equipping our students with skills, confidence and a positive approach for all-round development. The college is relentlessly striving to perceive and maintain academic excellence while encouraging the students to participate in various co-curricular and extra-curricular activities. There prevails an amicable environment at the college that nurtures students' creativity, passion, resilience and leadership qualities to develop versatile personalities. We have also completed the library automation process and the initiation of the Institutional Repository. A high-tech Language Laboratory to develop the communication skills of the students under the aegis of the Department of English is made operational. All the departments have digital classrooms for the online teaching-learning process.

Faculties are engaged in various academic developmental activities like publications in Journals attending and presenting papers in different Regional, National and International webinars and seminars. The Research and Development Cell has taken a keen interest in developing the Academic Skills of the faculties by organizing different skill development programmes through Faculty Development Programmes. The Cell has published Two edited Books this year. We are indebted to our G.B. for sanctioning Rs.40,000/-.

For me, as a Principal, the progress of an institute depends mainly on the performance of the students in academic, sports and cultural activities, along with maintaining high values and ethics. The management highly supports the overall development of students, staff and faculty. We are equally committed to producing quality graduates at a competitive level in line with international educational philosophy who can bring meaningful changes to the mundane system. This aligns with our nation's aspiration to build a generation of professionals capable of addressing the challenges of a new world order.

I congratulate all the stakeholders on this day and hope for more institutional development in the coming years.

Dr. P.K.Mishra
Principal

ফিরে দেখা ২৫ বছর

পার্থসারথি দাস, প্রাক্তন অধ্যক্ষ,
ও
প্রাক্তন সভাপতি, পরিচালন সমিতি, সুর্যসেন মহাবিদ্যালয়

সময়ের সমুদ্রে ২৫ বছর একটা বিন্দু মাত্র। কিন্তু একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জীবনে ২৫ বছর নিঃসন্দেহে একটা মাইল ফলক। তার জন্ম, তার শৈশব, তার কৈশোরের পর্ব পেড়িয়ে যৌবনে পা রাখলে তার কর্মচাঞ্চল্য ও পরিচিতির দিকে গোটা সমাজ তাকিয়ে থাকে প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বেলে। এই বিশেষ মাইল ফলকে দাঁড়িয়ে আজ দৃপ্ত তার অঙ্গীকার, সমাজ জীবনে মাথা উঁচু করে চলবার ও ছাত্র সমাজকে সমাজ পরিবর্তনের মন্ত্রে উদ্দীপিত করা।

১৯৯৮ সালে আমাদের প্রিয় শহর পেয়েছিল এক নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 'সূর্যসেন মহাবিদ্যালয়'। সেই সময়ে আমাদের শহর ও তার চারপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটাতে শহরের তিনটি মাত্র মহাবিদ্যালয় যথেষ্ঠ ছিল না। তাই এই নতুন মহাবিদ্যালয় সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত, শিলিগুড়ি ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের এবং সামগ্রিক ভাবে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার প্রান্তিক অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটানো ও বিশেষ করে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

আমাদের শহরের' দক্ষিণ প্রান্তে জলপাইগুড়ি জেলার অংশে এবং শিলিগুড়ি পৌরনিগমের অন্তর্গত ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে সূর্যসেন কলোনীতে মহাবিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচিত হয়। ১৯৯৮ সালে রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। শতাধিক ছাত্রছাত্রী নিয়ে প্রারম্ভিক অবস্থায় শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ে শুরু হয় প্রাতঃকালীন পঠন পাঠন।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। মহাবিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে শহরের সমস্ত স্তরের মানুষদের ও বিশেষ করে শহরের শিক্ষানুরাগী মানুষেরা এগিয়ে এসে গঠন করেন এক অর্গানাইজিং কমিটি। এই অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হয়েছিল শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নেতৃত্বে। এই কর্মকান্ডে রাজ্যের তদানিন্তন পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচায্য মহাশয়, মাননীয় মহানাগরিক স্বর্গীয় বিকাশ ঘোষ মহাশয়, শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক কে. সি. মিত্র, অধ্যাপক তাপস বসু, অধ্যাপক প্রণবেশ রায়, অধ্যাপক হরিপদ দত্ত, শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী কমল মিত্তল, শ্রী নন্দভূষণ দাঁ, সুজিত বোস ও অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষের ভূমিকা স্মরণযোগ্য।

একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার সকল সাফল্যর জন্য শুধুমাত্র তার শিক্ষক, অধ্যক্ষ, কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী ও পরিচালন সংস্থাই প্রধান ভূমিকা পালন করে না, তার সাফল্যের পেছনে থাকে তার চারিপাশের সমাজ। মানুষের মত প্রতিষ্ঠানও কখনই সমাজবিচ্ছিন্ন নয়, তাই সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা স্মরণ করবার দিনও আজ ২৫ বছর পূর্তির এই শুভ লগ্নে।

মহাবিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেল যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। এই ভবন নির্মাণে শ্রী কমল কুমার মিত্তল ও তাঁর পরিবারের সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। যদিও এই নির্মাণে সিংহভাগ অর্থ এসেছিল ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি ও সাধারণ মানুষের আর্থিক সাহায্যের মধ্য দিয়ে। তৎকালীন সাংসদ মৃণাল সেন মহাশয় তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে দশ লক্ষ টাকা বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষাগার নির্মাণে প্রদান করে মহাবিদ্যালয়ের অগ্রগতির ধাপ অনেকটাই উন্মুক্ত করেছিলেন।

প্রারম্ভে আমাদের মহাবিদ্যালয়ে কেবল পাশকোর্সে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে পঠনপাঠন শুরু হয়। সেই সময়ে শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় জাহ্নবী ভূষণ বসু ছিলেন নবজাতকের দায়িত্ব প্রাপ্ত অভিভাবক। তারপর ১৯৯৯ সালের ১ ডিসেম্বর আমি পূর্ণ সময়ের অধ্যক্ষ হিসাবে মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করি। সেই গুরুদায়িত্ব পালনে সকল পূর্ণ সময়ের ও আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী সাথীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও সাহায্য আমি পেয়েছিলাম মনের মত করে এই নতুন মহাবিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে। এই চলার পথে ছিল অনেক অভাব, অনটন, অপূর্ণতা, বাধা বিপত্তিও কম ছিল না। সেই সব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আমরা সকলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছি একটা স্বপ্নপুরনের লক্ষ্যে।

২০০০ সালের জুলাই মাসে অর্ধসমাপ্ত নতুন ভবনে আমরা চলে আসি। তখন ছিল না পানীয় জলের ব্যবস্থা, ছিল না মেয়েদের শৌচালয়। এলাকার সহৃদয় মানুষের সাহায্যে ও সহযোগিতায় সাময়িক ভাবে দূর হয়েছিল দৈনন্দিন সমস্যাগুলো। তারপর অল্পকিছু সময়ের মধ্যেই একে একে প্রাথমিক সমস্যাগুলো সকলের প্রচেষ্টায় দূর হয়।

মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সান্মানিক বিভাগ খোলার সরকারী অনুমোদনও এসে পড়ে। বাংলা, ইংরাজী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ও হিসাবশাস্ত্রে সান্মানিক পঠন পাঠন শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্নয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন নতুন শিক্ষক শিক্ষিকারাও মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করেন। আমাদের ছোট পরিবার দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল। উত্তরবঙ্গে আজ সূর্যসেন মহাবিদ্যালয় একটি পরিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বহু ছাত্রছাত্রীদের পছন্দের মহাবিদ্যালয় হয়ে ওঠায়, শহরের উপকণ্ঠে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে সরকারী সাহায্যে। আজ মহাবিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঈর্ষণীয়। মহাবিদ্যালয়ের ভার আজ একজন যোগ্য অধ্যক্ষ ও দায়িত্ববান শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের হাতে। সাথে আছে সংবেদনশীল পরিচালন সমিতি ও প্রাণবন্ত এবং কর্মশীল সভাপতি। তাঁদের সমবেত ঐকতানে এগিয়ে চলেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এবার একটু ফিরে দেখা যাক অতীতকে। ২০০২ সালে আমাদের মহাবিদ্যালয়ে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে পরিচালন সমিতি গঠন করা হয়। প্রথম সভাপতি হন স্বর্গীয় স্বপন সরকার মহাশয়। তিনি দীর্ঘ আট বছর আমাদের পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে মহাবিদ্যালয়ের অগ্রগতিকে তরান্বিত করেছিলেন। ২০০৪ সালে আমাদের মহাবিদ্যালয় ইউ.জি.সি. এর অনুমোদন লাভ করে এবং সরকারী আর্থিক সাহায্য পাবার যোগ্যতা অর্জন করে। তারপর থেকে আমাদের ইতিহাস কেবলই এগিয়ে যাবার ইতিহাস।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর, বর্তমান সরকারের শিক্ষা বিভাগ, শিলিগুড়ি পৌরনিগম ও বেসরকারী আর্থিক অনুদানে নতুন ভবন ও গ্রন্থাগার নির্মাণ হয়েছে। হয়েছে সৌন্দর্যায়ন। পুরানো চেহারায় আজ আর নেই সেই মহাবিদ্যালয়। এই ২৫ বছরে মহাবিদ্যালয়ের লক্ষ্য এখন আগামীদিন। আবার এই অগ্রগতির সময়ে, পেছন ফিরে তাকাবারও দিন। ঠিক যেমন আমরা আমাদের পারিবারিক ফটো অ্যালবামে চোখ বুলিয়ে স্মৃতির সরণি দিয়ে ফেলে আসা দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাই। এই সময়ে আমরা স্মরণ করব আমাদের দীর্ঘ ২৫ বছরের পথচলার সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা এবং একই সাথে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়নের নীল নকসা তৈরী করা এবং তাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা ও সমস্যা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা।

একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার সকল সাফল্যের জন্য শুধুমাত্র তার শিক্ষক, অধ্যক্ষ, কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী ও পরিচালন সংস্থাই প্রধান ভূমিকা পালন করে না, তার সাফল্যের পেছনে থাকে তার চারিপাশের সমাজ। মানুষের মত প্রতিষ্ঠানও কখনই সমাজবিচ্ছিন্ন নয়, তাই সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা স্মরণ করবার দিনও আজ ২৫ বছর পূর্তির এই শুভ লগ্নে।

এই শুভসময় যেন বারবার আমাদের স্মরণ করায় আমাদের পেছনে ফেলে আসা সহজ সরল দিনগুলো যেখানে ছিল না আমাদের আজকের এই চেহারা। যে অভাব ও অপূর্ণতা শুরুর দিনগুলিতে ছিল, আমরা সেই অপূর্ণতা পূরণ করবার চেষ্টা করছি প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভালবাসা দিয়ে।

এখন লক্ষ্য আগামীদিনে সুস্থ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে পরিপূর্ণতার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলা ও আমাদের প্রিয় বিদ্যানিকেতনকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে প্রতিষ্ঠিত করা।

আজ এই উপলক্ষ্যে আমাদের সকল প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

—০—

Revolutionary *Mahanayak* Masterda Surya Sen and the Chittagong Youth Uprising: A Re-look

Dr Bikash Ranjan Deb
Associate Professor and Head
Department of Political Science
Surya Sen Mahavidyalaya

(The first version of this article was previously published in a web journal *Ground-Xero* on April 20, 2023)

April 18 to 22, 1930 were exceptional few days in the last phase of India's anti-colonial nationalist movement. An unforgettable chapter was written in course of the revolutionary movement of India between the Chittagong Youth Uprising of April 18 and the Jalalabad hill battle of April 22 under the leadership of '*Sarvadhinayak*' Masterda Surya Sen. Scores of revolutionary heroes, men and women alike, who took part in this youth rebellion, died under the rifle of a foreign ruler or on the gallows; Countless fighters spent days in prison; hundreds of women, young and old, were tortured by the police and military. I'm taking this opportunity to pay my tribute to this revolutionary *extra-ordinary* and his compatriots on the eve of Silver Jubilee Foundation Year of our beloved College, SURYA SEN MAHAVIDYALAYA!

If we look back a little to the beginning of the revolutionary movement in India, we will notice that in the period 1904-1934, a series of anti-British armed struggles developed in

various parts of the undivided country. A number of revolutionary parties played a very important role in the course of this armed resistance - *Anushilan Samiti*, *Jugantar*, *Hindustan Republican Association-HRA (later Hindustan Socialist Republican Association-HSRA*) and similar revolutionary parties and organizations. Modelled themselves on the methods and examples of the revolutionary movements and secret societies of the West, the national revolutionaries, during the period 1904-1934, were involved 'in organisation of secret societies, anti-imperialist indoctrination of their members, physical and moral training, collection of fire-arms, collection of funds by dacoities, assassination by bombs and fire-arms of enemies and traitors'.

The national revolutionary movement in India mainly spanned for almost thirty years (1904-1934). The national revolutionary movement can be classified into four phases as follows: *(A) The First Stage from 1897 to 1914; (B) The Second Stage from 1914 to 17; (C) The Third Stage from 1921 to 1927; (D) The Fourth Stage from 1928 to 34*. After 1934, almost all the revolutionary leaders and activists were either imprisoned or interned. Most of them were released in 1937-38, although the Andaman prisoners were released in 1946. While imprisoned, through collective readings and discussions, the revolutionaries came to the realisation that their achievements had been disproportionately small compared to their sacrifices. They felt that national revolutionism failed to reach its logical culmination. As a result, by the thirties of the 20th century, a large number of national revolutionaries started feeling that their 'exclusively petty-bourgeois movement ... had reached its climax'. It could not develop farther. After coming out of prison, these revolutionaries turned away from the path of individual terrorism, from the path of armed struggle; But they did not leave the path of struggle. In 1938, the Jugantar and Hindustan Socialist Republican Association officially announced the dissolution of the party. The Anushilan Samiti, though, did not announce the abolition of the party but also did not stick to the old methods. The national revolutionaries started engaging themselves in search of a new ideology and programme. A distinct swing towards Marxism was noticed clearly in many of the Indian national revolutionaries. No one went back to the old methods of armed struggle.

June 22, 1897 saw the advent of the idea of political assassination and the cult of bomb as a form of revolutionary nationalism or the '*Age of Fire*' (*Agniyug*). On that day, in Poona, Maharashtra, Chapekar brothers assassinated Mr. Rand, the then Plague Commissioner of Poona. The Chapekars were sentenced to death, but the spirit was far from being crushed. Revolutionary secret societies continued their silent activities in that region of India through 'akhras' or clubs of physical exercise which arranged for the study of the literature of European secret societies and anarchism. Even in the face of brutal British repression, the revolutionaries of Maharashtra continued to pursue their goal of building up a network of activists to target notorious British officials — to terrorise the colonial administration.

Violent acts of militant nationalism were spreading across other parts of India, particularly in Bengal, during the period. The tactics of political assassination as a weapon of militant nationalism in Bengal at the beginning of the twentieth century seemed to have been imported from Maharashtra. Aurobindo Ghosh and Jatindranath Bandyopadhyay were the harbingers. Secret societies had indeed already appeared in Bengal though they were not yet prepared for terrorist activities or direct action against the alien rulers. Anushilan Samiti (1902), Atmonnati (1897) and Suhrid Samiti (1901), Dawn Society (1902), Bandhab Sammilani (1902), Friends United Club (1902), were perhaps the earliest Samitis formed with a vague idea of freedom of the country, but primarily- if not solely - engaged in physical

culture. A section of Anushilan was later reorganized under the banner of Jugantar. The message of revolutionary politics in East Bengal was spread by the Dhaka Anushilan Samiti led by Pulin Das. *The festival of self-sacrifice started in Bengal*. First Kshudiram and Praful Chaki; Then one after another revolutionary acts and a frenzy of self-sacrifice. *Kanailal Datta, Satyendranath Bose, Charuchandra Bose, Birendranath Dattagupta, Basanta Biswas, Baghajatin, Chittapriya Raychaudhuri, Gopinath Saha, Jatin Das* and so many young people became martyrs. It is against this backdrop that an attempt can be made to analyse the significance of the revolutionary activities of Masterda Surya Sen and the Indian Republican Party led by him.

Masterda Surya Sen was one of the most illumining leaders in the history of the revolutionary struggle of colonial India. Masterda was martyred at the age of 39. Great revolutionary Kalpana Dutta writes, this young teacher took himself to such a height that he built a disciplined revolutionary organization with more than five hundred fearless youth in Chittagong district alone. And that too with such secrecy that most of them could keep themselves unknown as revolutionary activists even to the police. For almost three years after the youth uprising, Masterda could evade arrests despite frantic efforts of the British police and army; Had it not been for the betrayal of a fellow countryman, he might have been able to avoid arrest for a longer time and carry forward the revolutionary movement. So strong was the organizational structure of the party; So much was the love and passion of the common villagers of Chittagong for him. So Masterda was not only the kind of leader whom we call a leader in the general sense, he was the *'leader of leaders'*.

Revolutionary leader Masterda Surya Sen first came in contact with revolutionary politics in 1916. He studied intermediate courses at Chittagong College for two years and performed very well in the exam. Then he took admission in BA course in Baharampur Krishnanath College. Surya Sen first came in contact with revolutionary politics while in Baharampur. Young Surya met revolutionary Satishchandra Chakraborty, a Jugantar party activist and an associate of revolutionary Baghajatin. Satishchandra told him about the Easter Rebellion in Ireland. Satishchandra also discussed a lot about Baghajatin's indomitable fighting spirit. Baghajatin used to say: *'None but the brave/None but the brave/None but the brave/Deserves the fair'*. These stories inspired Surya Sen to join the revolutionary struggle.

Surya Sen returned to Chittagong in 1918 after completing his college studies. He started working as a mathematics teacher at the local Umatara High School. But the thought of building a revolutionary organization in Chittagong began to wander in his mind. Attempts were made to build a revolutionary organization in Chittagong quite some time ago. But they were not very effective. So, this time, Surya Sen, who was by then came to be fondly known as Masterda, jumped to build a strong organization that would shake the foundations of the British Empire. In 1918, a new revolutionary organization was formed under the leadership of Masterda - a new campaign began. He was joined by Anurupchandra Sen, Nagendranath Sen (Zulu), Ambika Chakraborty, Charubikash Dutta. Masterda Surya Sen and these four revolutionaries formed the first Central Committee of the Chittagong Revolution Party. Seven other brave revolutionaries - Nirmal Sen, Nandalal Singh, Pramod Chowdhury, Asrafuddin, Abani Bhattacharya, Anant Singh and Ganesh Ghosh also joined them within a short time. Later came Loknath Baul and a number of young volunteers. Gradually the organization spread to various villages and towns of Chittagong district.

Responding to Gandhiji's call, Masterda and his colleagues in 1921 joined the Non-Cooperation Movement, suspending all other programmes. But suddenly Gandhiji lifted the movement. After the withdrawal of the Non-Cooperation Movement, there was widespread frustration and anger across the country. The revolutionaries of Chittagong were not left out. But Masterda did not sit idle. He has only one thought, only one dream. 'The object of the association is to establish a Federated Republic of the states of India by an organized and armed revolution'. The decision was taken to initiate an armed struggle; for this the revolutionaries required money and weapons. So, the plan of dacoity (robbery) was first taken to collect the money. The first plan could not raise the necessary funds. The second plan was more adventurous. On December 26, 1923, seventeen thousand rupees was looted from the Assam Bengal Railways Co. But, very soon, the police could locate them in 'Sulukbahar' where the revolutionaries were hiding. The revolutionaries tried to escape; but in Nagarkhana Hill, the police force surrounded them. A gunfight ensued; this unequal struggle did not last long. Masterda and Ambika Chakraborty were injured and captured. The rest managed to escape. Within a few days, Anant was also arrested. The trial began. In 1924, Deshpriya Jatindramohan Sengupta, a son of Chittagong, stood up for the revolutionaries and brought them out of jail, defeating all the efforts of the government.

But the police-administration did not stop chasing the revolutionaries. One by one the organisers and leaders - Ambika Chakraborty, Nirmal Sen, Anant Singh, Ganesh Ghosh, Anurup Sen etc. were arrested from the hideouts. Masterda first came to Calcutta to avoid arrest. But even there, the police were behind him. Constantly shifting his hide-outs, Masterda first went to Assam and later to United Provinces to assist in the work of revolutionary organizations there. He was again arrested by the police on October 8, 1926, when he returned to Calcutta after becoming acquainted with the revolutionary activities of North India. Masterda was first kept in the Medinipur jail; then in Ratnagiri and Belgaon jails. Masterda was released from Belgaon jail on parole in 1928 because of his wife's serious illness.

Like Masterda, another leading revolutionary of the Chittagong party, Anurupchandra Sen, was arrested in the Dakshineshwar bomb case. On December 19, 1926, he was arrested in Burul village of 24 Parganas. He died untimely under very tragic circumstances while in police custody. Anurupchandra Sen 'could speak well, could write well, could express his opinion in few words'. He passed in MA examination and in the interests of the revolutionary movement he joined the Burul High School as an assistant teacher in 1922. Masterda and Ambika Chakraborty respected him and accepted his arguments on many issues. After his arrest, he was first detained in Alipore Jail for a few months and after a month he was interned in a very un-habitable condition in Mainaguri of Jalpaiguri district. There he contracted malaria and dysentery. In this condition, he was again exiled to Banaras. He died there on April 3, 1928 at the age of 30 without any treatment. His untimely death was a great blow to the revolutionary organisation of Chittagong.

The jailed revolutionaries came back to Chittagong after being released and were united again. The revolutionary movement started with new enthusiasm. The successful implementation of the revolutionary planning had to be done very secretly; avoiding the attention of the police administration and leaving no room for treachery. Various gymnasiums were established in Sadarghat, Chandanpura and other villages to recruit students and youths for the revolutionary organisation. In early 1929, Masterda was elected General Secretary of Chittagong District Congress committee. Revolutionary workers also came to be known as Congress workers in the public eye. And the preparations for the final struggle continued under the guise of Congress workers. At that time, Subhash Chandra was present in Chittagong District Congress Conference held on 11-13 May 1929. Subhash had a

secret meeting with the revolutionaries. He was briefed by a delegation led by Anant Singh about their preparations for the upcoming youth revolt; 'Needless to say, he got a sense of our attitude and gave his moral support to our plan of youth rebellion'. In 1929, the Indian Republican Army (IRA)- Chittagong branch was established. The commander-in-chief was Masterda Surya Sen; Ambika Chakraborty, Nirmal Sen, Anant Singh and Ganesh Ghosh were selected as members of the central committee. After a long discussion, the members of the IRA came to the conclusion that, rather than killing a few tyrannical colonial rulers, an armed revolt against the imperialist administration in at least one district, Chittagong, would be of great significance. If one district could be freed from imperial rule even for a few days, it would be an unprecedented event for the people of the whole country. This would encourage and motivate the people in fighting the colonial rulers more vigorously. The District Congress under the leadership of Masterda took up the programme of defiance of the Salt Act from 21 April 1930. As a result of adopting this program, there was a relaxation in the police and intelligence department about the secret planning of the revolutionaries. With the announcement of this public program, the revolutionaries fixed the day of the youth uprising - 18 April 1930. The *program of death* has been accepted:

There is not to make reply,
There is not to reason why,
There is but to do and die.

In order to make the youth rebellion successful, the revolutionary leaders adopted these programs- 1. occupying the police armoury; 2. taking possession of the armoury of the Auxiliary Force; 3. demolition of telephone and telegraph facilities; 4. European Club Attack; 5. Cutting off railway communication between Chittagong and other parts of the country and, finally, 6. Disseminating news of rebellion. It was also planned that after the implementation of the above programmes, the followings would have to be implemented- 1. All gun shops and government Imperial bank in the city would be seized and the weapons and money be used in the revolutionary struggle. 2. The flag of the Indian Republican Army-Chittagong branch would be hoisted on Kachari Hill after occupying the city, establishing a democratic government and announcing the name of Masterda Surya Sen as the head of that government. At the same time, the English District Magistrate and other important public servants would be arrested and publicly tried. It was decided that before the uprising, three manifestos signed by Masterda as the President of the Republic of India- Chittagong Branch would be distributed among the people. One was for the countrymen; another was for the people of Chittagong and the third was for the students and youth of Chittagong. In the manifesto, the revolutionaries emphatically said:

> The Indian Republican Army, Chittagong Branch, hereby solemnly declare (that)…... the right of ownership and the control of her destinies belong to the people of India only and the long usurpation of that right by a foreign people and their Government has not extinguished that right nor it ever CAN. The Indian Republican Army proclaims today its intention of asserting this right in arms in the face of the world and thus put into actual practice the idea of Indian Independence declared by the Indian National Congress; and hereby pledges the life of every one of its members to the cause of freedom, to the welfare and exaltation of the motherland amongst all other nations.

The members of the Indian Republican Army-Chittagong branch dressed in full military uniforms according to their status proceeded to fight against the British forces. As the Chief of the Republic of India Army, Anant Sing reminiscences, 'Masterda was attired in pure white dress with a stiffly ironed Gandhian Cap on his head-adorned with a shinning metallic button embossed with Mother India's symbol…... Metallic insignia of the President

of Indian Republic Army, Chittagong Branch, was affixed on the left breast of his long coat'. On April 18, the revolt started at 10 pm - 60-70 revolutionaries were actively involved in it. Some of the assigned activities of rebellion were successfully completed. The armoury was looted. Masterda ordered to set fire to the 'Union Jack', 'Gun-salute' was given. The revolutionaries chanted the slogans- 'Death to Imperialism', 'Long live the Revolution', 'Bande Mataram'. The national flag of India was hoisted. Then Masterda announced in front of the assembled revolutionaries –

> The enemy is defeated. The oppressive foreign rule has ended and the national flag is flying. Our duty is to protect the dignity of this flag even at the cost of our lives. As the Chief of the Indian Republican Army-Chittagong Branch, I hereby proclaim it to be the Free National Revolutionary Government…... This Provisional Government expects that each young man and woman will swear allegiance and extend full support to it.

Partial success has been achieved; But after the initial euphoria, it turned out that the European club attack was not successful, as the club was closed that day for Good Friday. A bigger problem appeared in another case. Anant Singh wrote: Although they 'could get hold of a large number of army vehicles and Luis Guns, they could not find a single bullet. This was a disastrous set-back in our plan and was the signal cause for the defeat of the military strategy of the revolutionaries. Had we got the ammunition for the four hundred rifles and seven Luis Guns the history of the Chittagong Uprising would have been a different one'. The revolutionaries were, therefore, forced to abandon their original plan! Two armouries were captured, telegraph and telephone lines were cut off, train communication was cut off in two places, leaflets were distributed urging the youth of Chittagong to join the rebellion! But how could they fight? All the guns were immobilized! Fighting with a few revolvers and musketries against the well-armed British forces means certain death! Masterda was, in the words of Anant Singh, became 'deeply troubled and distraught' on hearing this news. Masterda told the leadership present: '… *leaflets have been distributed to all districts and towns calling for joining the rebellion. Tomorrow morning the youth of Chittagong will come in droves to join the revolutionaries. About four to five hundred magazine rifles were left useless. Lewis guns won't do either. How much can you fight against an enemy counter-attack with just musketry'*?

Another big disaster happened in the action plan of the revolutionaries. When the weapons in the armoury became unusable due to lack of cartridges, it was decided to set them on fire. Himanshu Sen sustained severe burn injury while setting the fire; One of the two main commanders of the revolutionary forces - Anant Singh and Ganesh Ghosh - left for the city with a car to save him. Jiban Ghoshal and Anand Gupta also went along with them. Without taking the permission of the Commander-in-Chief, they went towards the city. But even after waiting for long, Anant and Ganesh could not come and join the rest of the revolutionaries. All plans had to be changed. Attacking the city, seizing the Imperial Bank, seizing the prison and freeing the prisoners - all had to be cancelled. The revolutionaries thought of taking refuge in the nearby hilly areas. As everything did not go according to plan, they also lacked food and water. They were forced to consume green mangoes and tamarind leaves for quenching their thirst and appetite. In this situation, the revolutionaries wanted to remain in hiding no longer and return to the city, where they would face the British forces, albeit unequally. That time they took shelter in Jalalabad hill. That day was April 22. Three days have passed since the youth uprising. Waited for the darkness of the night - to start the journey towards the city.

But in the meantime, the British forces found out that the revolutionaries had taken

refuge in the Jalalabad hills. British troops arrived by train. The revolutionaries understood that now they would have to give the test of their revolutionary determination. The fight began. The fight lasted for over two hours. The objective of the British police and para-military was to force the surrender or exterminate the revolutionaries. But the attempt of the British forces failed miserably. The revolutionaries won the battle of Jalalabad. The British forces retreated back to the barracks. Kalpana Dutta wrote: 'It was not possible to know the exact number of dead and wounded on the government side in this war. Rumours abound in the city - some say 150, some say government soldiers who went did not return. …… Two months later when Ganesh Ghosh and others were caught in Chandannagar, Charles Tegart told while beating them – you have finished 64 of us.'

Among the revolutionaries, eleven died as martyrs in Jalalabad. They were: Harigopal Baul (16), Nirmal Lala (14), Tripura Sen (16), Bidhubhushan Bhattacharya (20), Prabhas Baul (18), Shashank Dutta (18), Madhusudan Dutta (26), Naresh Roy (20), Pulin Ghosh (19), Moti Kanungo (19), Jitendra Dasgupta (20). Four people were injured: Ambika Chakraborty (34), Ardhendu Dastidar (19), Binod Dutta (18), Binod Chowdhury (19). Among them, Ardhendu, who was seriously injured, died as a martyr in Chittagong Hospital the next day. *These revolutionaries who gave up their lives prematurely as martyrs so much mesmerised the people with their heroic fights that the people of Bengal lovingly called them 'Flowers of Bengal'.* Masterda and his revolutionary compatriots left the hill after paying last respect to the martyred revolutionary comrades. Those among the Jalalabad warriors who were unknown to the police were asked to return home; told to wait for next time. And the rest of the revolutionaries led by Masterda went out in search of some other safe hide-outs.

The Chittagong Youth Rebellion of April 18 and the Jalalabad Hill Battle on April 22 are unique in the history of the revolutionary nationalist movement in India. The newspaper, *Swadhinata*, in an article saluting the struggle of the Chittagong revolutionaries writes: 'The beginning of the ideal of the revolution- attack, attack, plunder and possess multiple centres of foreign rulers at the same time by blocking the enemy's travel and communication in one city, one or five districts- debuted in Chittagong'. The revolutionary nationalist movement found its ultimate manifestation in the heroics of Chittagong Youth Rebellion. The Chittagong revolutionaries led by Masterda played this unique role in which areas?

First, for the first time in a district town, the revolutionaries were able to paralyse the entire British administration for three days. Fearing the revolutionaries, British bureaucrats and employees left their official residence for three days and spent the night with their families on steamers adjacent to the Chittagong port.

Second, this was the first time that the brave revolutionaries had won a face-to-face gunfight against the British army. The armed British forces, despite having advanced weapons, were defeated in the Jalalabad hill battle and forced to retreat.

Thirdly, the fighters of the Indian Republican Army-Chittagong branch did not just cling to one of the tactics of revolutionary nationalism, 'Hit & Run'. Knowing that they may have died, they fought in groups directly facing the foreign forces. They had the plan to enter Chittagong city with weapons as well. Never before in the history of revolutionary movements in India, one could see, a group so crazy in self-sacrifice! All that had gone before had been largely the plans of individual assassination, but as a collective struggle, the revolutionaries of Chittagong were the first and the last. After April 18 and 22, the Writers' attack of Binay-Badal-Dinesh in Calcutta on December 8, 1930 and the subsequent gunfight seemed to be a miniature version of the Chittagong Youth Rebellion.

Fourthly, in all the revolutionary groups' everyone had to follow certain Hindu religious rules while taking the oath as a revolutionary. That is why in the history of the revolutionary movement, Muslim activists have not been seen much. The only exception was

the Masterda's IRA. The Chittagong revolutionaries no longer felt the need to take formal oaths on religious lines. How much this non-communal face of Masterda and his organisation spread to the Muslim-dominated villages of Chittagong is evidenced by the fact that even two years and nine months and twenty-eight days after the armoury raid, Masterda continued his struggle keeping himself in underground in a pre-dominantly Muslim area. After the 1932 attack on the European Club, the British authorities became more desperate to capture Masterda. At that time Masterda took refuge in Mir Ahmad's house on the edge of a deep forest- a small mud house. Mir Ahmad's mother dug a hole in her house so that Masterda could stay there in hiding. The loving Muslim mother used to sleep on a wooden plank over the hole all night so that no outsider could find out the great leader. Even after his son was captured by the police, she sheltered the revolutionaries in her house, provided food day after day despite scarcity. The way this Muslim woman gave shelter to Masterda and other revolutionaries without being a direct participant in the freedom movement is incomparable.

Kalpana Dutta wrote: 'During the anti-Japan campaign in Gairla village where Masterda was caught, one of the Muslim villagers said - Shall we go for the Japanese like the *Dendas* (Muslims call Hindus *derisively Denda* in Chittagong)? It was *Dendas* who helped the British in arresting Surya Sen.' The Muslim villagers were angry with the Hindus as one of them betrayed Masterda! Where else can we find such examples? The non-communal revolutionaries of Chittagong earned the love and respect of people irrespective of religion. Not only that; there were several Muslim revolutionaries who were active members of Chittagong Revolutionary Party who spent long periods of imprisonment under police brutality. Notable among them are Mir Ahmad Maulvi, Abdur Sattar, Kamaluddin, Nawab Miya and others.

Fifthly, the revolutionaries of Chittagong took another unprecedented step under the leadership of Masterda. The initial policy of the group was not to recruit girls in their team. But in the post-armoury-looting period, Masterda recruited Kalpana Dutta and Pritilata Waddadar. He did not stop by only recruiting them in the party but also ordered them to go into fugitive life for the sake of the revolutionary movement. Seeing the courage and dedication of Kalpana and Priti, Masterda gave them revolutionary responsibilities. Priti, a BA pass-out, was the headmistress of Nandankanan Aparnacharan High School for Girls in Chittagong. But she wanted to take direct part in revolutionary action. So, with Masterda's permission, on September 24, 1932, seven youths led by Pritilata attacked the European Club in *Pahartali* in the dark of night. The campaign was successful. At the end of the campaign, everyone left; But Priti stayed back. It was necessary to prove to the countrymen that women can directly participate in the revolutionary activities and give their lives. So, Priti committed suicide by consuming potassium cyanide. *The first and only female martyr of colonial India*. This self-sacrifice of Pritilata, the uncompromising fight of Kalpana gave the girls of the country the motivation to join the revolutionary movement. Here too Masterda and his organization remained as pioneer in the revolutionary movement.

Sixthly, the only presence of Muslim women revolutionaries was found in Masterda Surya Sen's revolutionary organisation, the Indian Republican Army. Along with Pritilata or Kalpana, a Muslim woman named Ayesha Banu was also very much active in the revolutionary organisation who was lovingly called as the 'Blessed revolutionary daughter of Surya Sen'.

Masterda was arrested by the police on 16 February 1933. Tarakeshwar Dastidar and Kalpana were arrested on May 19. All active revolutionary workers were apprehended one by one. Earlier on August 4, 1931, another Chittagong martyr Ramakrishna Biswas (stood first in Chittagong district in 1928 matric examination) gave up his life in the gallows in Alipore Central Jail. Along with Kalipada Chakraborty, Ramakrishna was arrested while

trying to kill IG Craig of the Bengal Police. Ramakrishna was very close to Pritilata. His sacrifice greatly inspired Pritilata; in tune with the great revolutionary tradition, Pritilata also laid down her life in the following year. Masterda's trial began in June 1933. The farce of trial continued in the Special Tribunal. Masterda and Tarakeshwar were ordered to be hanged till death; A lifetime sentence was ordered for Kalpana. The day of execution of Masterda and Tarakeshwar was fixed on January 12, 1934. Before that, however, Masterda came to know that the traitor Netra Sen, who betrayed him, was beheaded by his revolutionary compatriots (January 2, 1934). The executions of Masterda and Tarakeshwar exposed the hollowness of British culture and civilisation. They were tortured and hanged from the gallows in an unconscious state. After the so-called hanging, their bodies were not handed over to their relatives. Defying all norms of civilized society, the bodies of Masterda and Tarakeshwar were loaded into a large iron trunk and thrown into the Bay of Bengal. The aim was that no one could pay respect to their mortal remains. Colonial rulers were so afraid of Masterda alive or dead! The struggle of the brave revolutionaries of Chittagong ended here, but left behind the exemplary education of revolution and revolutionary life - discipline, self-sacrifice, fearless struggle, brotherhood and how to overcome fear. All the revolutionaries who were imprisoned in the mainland or in the Andamans were released in 1937-38 or 1946. They did not go back to the old ways of armed struggle. Some embraced Marxism, some joined the Indian National Congress or the Forward Bloc. The great revolutionary activities of the Indian Republican Army- Chittagong branch came to an end.

During the preparatory phase of Chittagong youth rebellion, during rebellion and post-rebellion, the number of brave revolutionaries and revolutionary supporters who died on the gallows, in direct struggle, in prisons and detention camps, under police torture and in various accidents, is incomparable. No other revolutionary organisation in colonial India could show such continuous self-sacrifice. Six revolutionaries died on the gallows - Mahanayak Surya Sen (12 January 1934), Tarakeshwar Dastidar (12 January 1934), Ramakrishna Biswas (4 August 1931), Krishna Chowdhury (5 June 1934), Harendranath Chakraborty (5 June 1934) and Rohini Barua (18 December 1935). 56 other brave revolutionaries, including Anurupchandra Sen, Nirmal Sen, gave their lives in direct struggle, in prisons and detention camps, in police torture and in various accidents. This sacrifice is truly incomparable! so much blood sacrifice is really unforgettable!

At seven in the evening on the day before he was hanged, Masterda wrote his FINAL farewell message:

> Ideal and Unity is my farewell message. Rope is hanging over my head. Death is knocking at my door. Mind is soaring towards eternity. This is the time for 'Sadhana', this is the time for preparation to embrace death as a friend and this is the time to recall lights of other days as well.
>
> Sweet remembrance of you all, my dear brothers and sisters, break the monotony of my life and cheer me up. At such a pleasant, at such a grave, at such a solemn moment, what shall I leave behind for you? Only one thing, that is my dream, a golden dream - a dream of free India. How auspicious a moment it was, when I first saw it. Throughout my life most passionately and untiringly I have pursued it like a lunatic. I know not how far I proceeded towards the fulfilment of my dream. I know not where I am compelled to stop my pursuit today. If icy hands of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your further pursuit to your followers as I do today. Onward my comrades, onward - never fall back. The day of bondage is disappearing and dawn of freedom is ushered in. Be up and doing. Never be disappointed. Success sure. God bless you.

Never forget the 18th April, 1930, the day of Eastern Rebellion in Chittagong. Keep ever fresh in your memory the fights of Jallalabad, Julda, Chandernagar and Dhalghat. Write in red letters in the core of your hearts the names of all patriots who have sacrificed their lives at the altar of India's freedom.

My earnest appeal to you - there would be no division in our organization. My blessings to you all inside and outside the jail.

Fare you well
Long live Revolution!
Banda Mataram!

Now is the time to enrich ourselves again with the teachings of those brave revolutionaries. The country is far away from the ideas of non-communal secular republican democratic India that they dreamt of. All shades of democratic rights, freedom of expression is being taken away today. At this time, it is the responsibility of the present generation to carry forward the revolutionary legacy of Masterda and his fellow comrades. In the struggle to fulfil the unfulfilled dreams, let the lessons be learnt from the supreme sacrifices of the leaders like Masterda and the thousands of revolutionaries!

References-

Banerjee Deb, Swati & Deb, Bikash Ranjan (December, 2022). National Revolutionism in Colonial Bengal: A Re-look at a Neglected History in Das, Asit, (ed). *International Journal of Research (IISRR)*-8; Issue-II, Online Version ISSN 2394-885X, IISRR-IJR, Kolkata.

Dasgupta, Tushar Kanti and Sen, Dilip Kumar (1974). *Biplabi Mahanayak Surya Sen* (*Revolutionary Hero Surya Sen)*. Barasat: Shri Swapan Kumar Sen.

Deb Premranjan, *n.d. 'Chattagramer Yuba Bidroha O Surya Sen Samparke Apapracharer Jawab' (Rejoinder to Mis-information on Chittagong Youth Rebellion and Masterda)* Stable URL: https://mmgold.azureedge.net/Articles/syed_aslam/ChittogingYouth_SuryaSen.pdf.

Dutta, Kalpana (1946). Chattagram *Astragar Lunthankarider Smritikatha* (*Memoirs of Chittagong Armoury Raiders)*. Third Radical Edition, 2020. Calcutta: Radical Impressions.

Ghosh Shankar (2012). *Masterda Surya Sen*. Calcutta: Prometheus.

Halder, Gopal (2002). 'Revolutionary Terrorism' in Gupta, AC (ed), *Studies in Bengal Renaissance*-Third Revised Edition. Kolkata: National Council of Education.

Laushey, David M (1975*). Bengal Terrorism and Marxist Left-Aspects of Regional Nationalism in India, 1905-1942*. Calcutta: Firma KLM.

Majumder, Subhendu (2022). *Agniyuger Abhidhan* (*Dictionary of the Age of Fire)*. Calcutta: Radical Impressions.

Pakrashi, Satish (2015). *Agniyuger Katha* (*About the Age of Fire)*. Calcutta: Radical Impressions.

Pramanik, Nimai (1984). *Gandhi and the Indian National Revolutionaries*. Calcutta: Sribhumi.

Ray, Nisith Ranjan et al (eds) (1984). *Challenge- a Saga of India's Struggle for Freedom*. New Delhi: PPH/ Chittagong Uprising Golden Jubilee Committee.

Sen, Ajoy (ed) (nd). *Souvenir on 125th Birth Anniversary of Sahid Surya Sen and Golden Jubilee Celebration of Biplab Tirtha Chattagram Smriti Sanstha*. Kolkata: Sahid Surya Sen Bhaban.

-x-

Effect of social media on Mental Health of Students

Biswajit Bhaumik
Associate professor & HoD
Department of Chemistry
Surya Sen Mahavidyalaya

In an era marked by the dominance of digital communication, this article embarks on a discerning journey into the complex interplay between social media usage and the mental health of students. Unearthed through rigorous research, a troubling pattern emerges: an escalated use of various social media platforms is found to be a catalyst for increased anxiety and depression among users (Primack et al., 2017). Furthermore, this digital immersion appears to take a toll on sleep quality, self-esteem, and overall mental equilibrium (Woods & Scott, 2016).

However, the story of social media is not entirely grim. These platforms, despite their pitfalls, also serve as a beacon of community and support for students. They offer digital camaraderie, albeit with the potential for heightened susceptibility to depression disclosures (Moreno et al., 2011).

Recent scholarly investigations underscore the correlation between extended screen time and depressive symptoms, shining a light on the crucial necessity of balance and mindfulness in the digital age (Twenge et al., 2018; Blease & Rowe, 2018). Amidst this intricate web of pros and cons, our guiding star remains the empowerment of students. The aim is to equip them with the tools to create equilibrium between their digital and offline lives, harnessing the potential of social media while keeping its potential hazards at bay.

Connection and Community: The Power of Support

In today's fast-paced and interconnected world, social media platforms have emerged as powerful tools for students to connect with others and form supportive communities. These platforms serve as an essential lifeline for many young people, allowing them to build relationships, share their thoughts and experiences, and overcome feelings of isolation.

For example, a high school student grappling with anxiety and depression can greatly benefit from social media. By reaching out to like-minded individuals who are also facing similar challenges, they can create connections that provide a safe space to express their feelings, discuss their struggles, and receive guidance and support from others who understand their experiences. As a result, the student gains a sense of belonging and emotional relief, which is vital for their mental well-being.

In addition to providing emotional support, social media communities can help students develop valuable skills and interests. For instance, through online groups, young people can explore new hobbies, collaborate on projects, and engage in intellectual discussions. These activities foster personal growth, self-confidence, and resilience, all of which are crucial for a healthy state of mind.

In conclusion, social media platforms offer students the opportunity to connect with others, form supportive communities, and foster personal growth. By approaching these connections with mindfulness and maintaining a healthy balance between online and offline interactions, students can harness the power of support to enhance their mental well-being and overall life satisfaction.

The Facade and the FOMO: The Struggle for Authenticity

However, in today's social media landscape, students are exposed to curated images and posts that project idealized versions of reality. This can result in immense pressure to maintain a flawless online persona, leading to feelings of inadequacy, self-doubt, and the dreaded "Fear of Missing Out" (FOMO).

For example, a college student might spend hours scrolling through friends' profiles, witnessing accomplishments and seemingly perfect relationships, eventually feeling as if they're missing out on happiness. This FOMO can negatively impact mental health, causing anxiety and discontent.

To overcome this challenge, students should recognize the curated nature of online content, understanding that social media posts often represent life highlights rather than the full picture. Acknowledging this reality can help alleviate the pressure to maintain a perfect persona, allowing students to focus on cultivating authentic connections and experiences.

Developing a healthy skepticism of social media content is one way to counter FOMO. By questioning the authenticity of posts and realizing that peers also face challenges, students can shift their perspectives, alleviating feelings of inadequacy and promoting a more balanced outlook on life.

Moreover, students should cultivate genuine connections through meaningful conversations and shared experiences. Prioritizing real-world interactions can foster a sense of belonging and establish a support system to combat FOMO and inadequacy.

Finally, it's crucial for students to practice self-compassion and recognize their unique qualities and accomplishments. Celebrating personal achievements and focusing on self-improvement can nurture self-worth that isn't reliant on external validation from social media. This approach can help students navigate the complexities of the digital world and maintain a healthy balance in their lives.

Access to Information and the Echo Chamber: The Battle for Diverse Perspectives

Social media platforms offer an immense array of information, sparking curiosity and facilitating learning among students. However, this vast reservoir of content can sometimes lead to information overload, contributing to stress and anxiety as students struggle to discern the essential from the trivial. Moreover, social media algorithms tend to create echo chambers by promoting content that aligns with our existing preferences and beliefs. This can limit exposure to diverse perspectives, inadvertently hindering the development of critical thinking skills and fostering a sense of isolation, polarization, and intolerance, all of which can negatively impact a student's mental health.

To mitigate these effects and support mental well-being, it is crucial for students to actively seek out and engage with different viewpoints. This can be achieved by following accounts that offer contrasting opinions, participating in online forums that encourage healthy debates, or joining discussion groups with individuals from various backgrounds and experiences. By purposefully surrounding themselves with diverse perspectives, students can foster an inclusive and empathetic online environment that promotes open-mindedness, intellectual growth, and a greater sense of belonging within the broader community.

In the end, it is up to the students to break free from the echo chambers and embrace the opportunity to broaden their horizons, enrich their understanding of the world around them, and support their mental health by nurturing a more diverse and inclusive online experience. This approach not only challenges their assumptions but also equips them with the skills necessary to navigate an increasingly complex and interconnected world with resilience and empathy.

Addiction and the Art of Disconnecting: The Pursuit of Balance

The addictive nature of social media poses a significant challenge for students navigating the digital landscape. The barrage of constant notifications and the instant gratification derived from likes and comments can foster compulsive behaviors, making it difficult for students to disconnect from the virtual world. To tackle this issue, it is vital to instill and practice healthy habits surrounding technology usage.

Encouraging a balanced approach between online and offline activities is essential for students to maintain their mental well-being in an increasingly digitally saturated environment. This could involve setting specific time limits for social media usage, implementing "tech-free" zones or periods throughout the day, and engaging in activities that promote mindfulness, such as meditation or journaling.

Moreover, students should be encouraged to partake in offline hobbies and interests, such as sports, art, music, or spending quality time with friends and family. These activities can help them cultivate a sense of fulfillment and purpose beyond the digital realm, ultimately contributing to their overall mental health and well-being.

By fostering a balanced lifestyle that prioritizes both online and offline experiences, students can successfully navigate the challenges posed by social media addiction and develop a healthier relationship with technology. This pursuit of balance is crucial for their long-term mental health and personal growth.

Conclusion: Embracing Mindfulness in the Digital Age

The effect of social media on students' mental health is multifaceted and complex and the key to navigating the digital realm and maintaining mental health lies in embracing mindfulness and intentionality. By fostering authentic connections, seeking diverse perspectives, and prioritizing balance, students can confidently traverse the digital landscape and safeguard their mental well-being. I encourage you to embark on this journey with an open mind and a willingness to adapt and grow in the face of an ever-evolving digital world.

References

Blease, C., & Rowe, M. (2018). The dangers of social media on mental health. *Evidence-Based Mental Health, 21*(4), 165-166.

Moreno, M. A., Jelenchick, L. A., Egan, K. G., Cox, E., Young, H., Gannon, K. E., & Becker, T. (2011). Feeling bad on Facebook: depression disclosures by college students on a social networking site. *Depression and Anxiety, 28*(6), 447-455.

Primack, B. A., Shensa, A., Escobar-Viera, C. G., Barrett, E. L., Sidani, J. E., Colditz, J. B., ... & Fine, M. J. (2017). Use of multiple social media platforms and symptoms of depression and anxiety: A nationally representative study among US young adults. *Computers in Human Behavior, 69*, 1-9.

Twenge, J. M., Joiner, T. E., Rogers, M. L., & Martin, G. N. (2018). Increases in depressive symptoms, suicide-related outcomes, and suicide rates among US adolescents after 2010 and links to increased new media screen time. *Clinical Psychological Science, 6*(1),

Woods, H. C., & Scott, H. (2016). # Sleepyteens: Social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression, and low self-esteem. *Journal of Adolescence, 51*, 41-49.

এক দুঃখী নদীর কথা

ভাস্বতী ভট্টাচার্য
অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়

ক্ষ্মফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী ফুলের মতো নামক্ষ্ম। সত্যি কি সুন্দর নাম।আচ্ছা ফুল বলতেই আমাদের চোখে কি ভেসে ওঠে? শুধু তার রং? না তার গন্ধ ও।তাই না?

সেদিন হটাৎ ফুলেশ্বরী ব্রীজে যানযটে আটকা পরে গিয়েছিলাম।প্রায় মিনিট দশেক।দেখছিলাম কিসুন্দর কু- ঝিক-ঝিক ট্রেন চলেছে নদীর ওপর দিয়ে।মনে প্রশ্ন আসলো -- নদী? এটা নদী? ঐ যে প্রথমেই লিখেছি ফুল বলতেই যেন এক সুগন্ধ ভেসে আসে,হ্যা এখানেও আসলো বইকি,তবে তা দুর্গন্ধ। ভাবলাম এত সুন্দর নামধারী নদীটির এই করুন অবস্থা কি করে হোলো? নদী থেকে ড্রেনে রূপান্তর কত যুগ ধরে হোলো? কারা কিভাবে এই পরিবর্তন ঘটালো।না কোন উত্তর নেই।আমরা সবাই দায়ী।

ক্ষ্ম যে নদী হারায়ে স্রোত,চলিতে না পারে

সহস্র শৈবাল দাম বাধে আসি তারেক্ষ্ম মার কাছে বসে এইসব ভাব সম্প্রসারণ গুলো করতাম। মা বুঝিয়ে দিতেন।আজ উপলব্ধি করলাম।উপলব্ধি আর বুঝতে পারা এক নয়। ফিরে এসেছি ছোটবেলায়। না আমার ছোটবেলা এই নদীর পাশে কাটে নি।কিন্তু ঐ যে গান আছে না-- ক্ষ্মতারে আমি চোখে দেখিনি,তার অনেক গল্প শুনেছিক্ষ্ম হ্যা গল্প শুনেছি।অবশ্য গঙ্গা, পদ্মা,মেঘনার মতো রাজকীয় গল্প নয়,রোজকার জীবনযাত্রার গল্প,গরীবমানুষের সহজ সরল জীবনের গল্পে সে এসেছে আমার কাছে।

তখন আমি ভালোই ছোট,বোধহয় ৮০ র দশকের প্রথম দিকে বা ৭০ এর শেষে। আমাদের বাড়িতে মার কাজে যে সাহায্য কারিনী আসতেন,তিনি বোধহয় সুভাষ পল্লী র ওদিকে থাকতেন। বর্ষায় প্রায়ই তার কামাই হোতো এবং অনিবার্য ভাবে এই নদীর কথা উঠে আসতো।আজ জল উঠেছে,আজ বন্যা হয়েছে।তারা পোঁটলাপুটলি নিয়ে অন্যজায়গায় উঠেছে বাড়িঘর ছেড়ে। এইসব। আরও মনে পরে কখনও কখনও সেই মাসী বলছেনক্ষ্ম রামের বাবাক্ষ্ম (মানে সেই মাসীর বড় ছেলের নাম রাম ছিলো) না কি কাজকর্ম না থাকলে নদীর থেকে মাছ ধরতেন,খানিক নিজেরা খেতেন কখনও বা অল্প সল্প বিক্রী করতেন।আবছা গল্পগুলো মনে পরছিলো।তাহলে তখনও ফুলেশ্বরী নদী, নদী নামের উপযুক্ত ছিলো।লোকজন তার কারনে দুর্ভোগে পরলেও সে তার আপন বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছিলো।

কিছুদিন ধরেই তাড়া করছিলো একটা রুদ্ধ আবেগ।চোখের সামনেই চুরি হোলো, না ডাকাতি হোলো না কি ধর্ষিত হয়ে গেলো এক নদী। কেউ বুঝতেই পারলাম না,না কি বুঝতে পেরেও প্রতিবাদ করলাম না।যেমন আর অন্যসব ক্ষেত্রে করি।আমরা আবার বরাই করে বলি নদী মাতৃক আমার দেশ।আমরা নদীকে পূজো করি,মা বলি।।একেই বোধহয় বাগাড়ম্বর বলে।জানি না ঠিক কি না?

যে নদী শিলিগুড়ির অন্যতম আকর্ষন হয়ে উঠতে পারতো তা হয়ে উঠলো সবার চোখে অনাদরের পাত্রী,ঘৃনার পাত্রী।আমারা তাকে সুলভ শৌচাগার বানিয়ে দিলাম। আজ যখন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের প্রচারে শিলিগুড়ি অন্যতম গন্তব্য বলে স্বীকৃতি লাভ করছে,যখন এন জে পি ষ্টেশন কে বিশ্বমানের করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে

তখন তারি পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীটির কি দুর্গতি।

কয়েকজন শিলিগুড়ির প্রবীণ বাসিন্দা কে প্রশ্ন করেছিলাম।তাদের চোখ দিয়ে পুরোনো ফুলেশ্বরীকে দেখার চেষ্টা করছিলাম।প্রথমে একেবারে বাড়িতেই প্রশ্ন নিয়ে হাজির হলাম মার কাছে,মানে আমার শাশুড়ী মার কাছে।কারন আমার বাড়ি দেশবন্ধু পাড়ার গোপাল মোড়ের কাছে। আমাদের বাড়ির গলির শেষে যে বাড়িটি রয়েছে তার থেকে কিছুটা দুরেই নদীর পার বলে জায়গা যেখানে প্রচুর লোকের বাস।এতটাই লোক সেখানে যে জমি চাইলেও কেউ পাবে না বা পেলেও প্রচুর ট্যাকের জোর লাগবে। যাইহোক মা বললেন শেষ বাড়িটি না কি ৬৮ র বন্যায় পুরো ভেঙে নদীতে তলিয়ে গিয়েছিলো।৬৮ র বন্যা তিস্তায় হয়েছিলো,কিন্তু সেইসময় এদিককার সব নদীতেই প্রচুর জলবৃদ্ধি পেয়েছিলো।অবশ্য এই অঞ্চলে তখন বৃষ্টি হয়েছিলও অনেক পরিমানে।তাই কি জলবৃদ্ধি? না কি ফুলেশ্বরীর সাথে অন্য কোন ছোট নালার যোগ ছিলো যার ফলে অন্য নদী থেকে এখানে জল এসেছিলো।তা অবশ্য জানা যায় না।যাইহোক তখন সেই বাড়িটি শুধু ভেঙে তলিয়ে যায় নি,জায়গাটি ভেঙে আরও অনেকদুর চলে এসেছিলো।শোনা কথা।আরও কিছুক্ষন প্রশ্ন করে মনে হোলো নদী হয়তো তার মুখ কিছুটা ঘুরিয়ে নিয়েছিলো।এবং পরবর্তী তে যখন নদীর পাড় বাধিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হোলো তখন হয়তো এই নদীর পাড়টি মাটি ফেলেই হোক বা অন্য যে ভাবেই হোক লোক বসবাসের উপযুক্ত হয়ে উঠলো।এ বিষয়ে অবশ্য ওখানকার বাসিন্দারা ই ভালো ভাবে বলতে পারবে।

আরেকজন কে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে সেইসময় নদীতে ভালোই জল ছিলো।এবং তিনি আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করলেন

বললেন তার বাড়িতে এক বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা (তিনি অবশ্য বুড়ি বলেছিলেন) ডিম বেচতে আসতেন।এরপর কয়দিন না আসাতে পরে জিজ্ঞেস করে জানলেন তার ১২/১৩ বছরের নাতি নাকি নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে ভেসে অনেকদুর চলে গেছিলো এবং অবশ্যই সে নাতি মারা গেছিলো।পরে তার দেহ উদ্ধার হয়। চিন্তা করুন তো নদীতে কতটা পরিমান জল এবং তার সাথে স্রোত থাকলে একটা ১২/১৩ বছরের ছেলেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

বেশ কবছর আগে বাড়িতে কুয়ো পরিস্কার করতে লোক এসেছিলো তারা বলেছিলেন তারা এই আঞ্চলে একটা বাড়িতে কুয়ো খুরড়তে গিয়ে মাটির নীচে আড়াআড়ী ভাবে একটি বড় শাল কাঠের গুঁড়ি দেখতে পায়।পরে দুরে কুয়ো খুড়েছে।নিশ্চয় নদীর জলই তাকে মানে (শাল কাঠের গুড়িকে)ওখানে নিয়ে ফেলেছিলো। টুকরো এসব সব ঘটনা।

গুগলে তো প্রায় সবই পাওয়া যায়।ফুলেশ্বরীর উৎস খুঁজলে দেখাচ্ছে ডাবগ্রাম থেকে ফুলবাড়ী অবধি একটা ছোট নালা।একটা ছোট নদী নিয়ে কিই বা বলার আছে

গুগলের। একটা নদীর কি হটাৎ মাঝখান থেকে উৎপত্তি হতে পারে? না কি আমাদের কৃতকর্ম তার উৎস অঞ্চল টিকেই নষ্ট করে দিয়েছে।জানা নেই।একটা মরা খাতও তো পাওয়া উচিৎ ছিলো।কিন্তু কোন গবেষণাই একে নিয়ে হয় নি।

শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে অনুরোধ নদীটিকে কি কোন রকমেই প্রান দেওয়া যায় না। আমরা কি তার ড্রেন জীবন থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারি না? তার দুপাড় বাধানোর জন্য ওখানকার জলজ পরিবেশ ও তো নষ্ট হয়ে গেলো।এর উত্তরই বা কে দেবে।কতগুলো উত্তরহীন প্রশ্নই এই নদীর ভবিষ্যৎ।

অপূর্ব নিবাস

রম্যাণী গোস্বামী
সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
সূর্যসেন মহাবিদ্যালয়

নামের বাহার থাকলে কী হবে, এখন আর সে মোটেই রূপবান নয়। বরং ভাঙাচোরা, মলিন এবং হতশ্রী চেহারা হয়েছে তার দিনে দিনে। হাইওয়ের পাশের ছোট্ট একতলা বাড়িটিকে একসময় আদর করে ঘিরে রেখেছিল তিনটি মাঝারি আয়তনের পুকুর। তাদের আয়নার মত স্বচ্ছ জলে ছায়া পড়ত পুকুরগুলি ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা মোট বারোটি সুপুরি গাছের। দূর আকাশের ওই সাদা মেঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটোপুটি খেত পুকুরের বুকে। সব মিলিয়ে মিশিয়ে এই বাড়ি, পুকুর আর ওই আকাশ যেন একাকার হয়ে যেত। বাড়ির সদস্যদের নিজেদের বাড়িটাকে তখন মনে হত কত বড়!

বিশাল দালান ছাড়িয়ে ঘর দুয়ারে উপচে পড়ত রোদ, উঠোনে বিছানো পাকা ধান খেতে আসত টিয়েপাখির ঝাঁক। সেই উঠোনেই শীতে ডাই করা হত লেপ, তোশক, বালিশ। সার বেঁধে সাজানো হত টক ঝাল মিষ্টি আচারের মুখ খোলা সব কাচের বয়াম। মেঝেতে কাপড় বিছিয়ে তার উপরে রোদে দেওয়া হত ঘরে ফেটানো ডালের বড়ি, রঙ বেরঙের পাঁপড়। সেই উঠোনেই কাঠের নড়বড়ে টুল পেতে বাড়ির কর্তার তেল মালিশ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়া। ছোট বাচ্চার চেঁচিয়ে আওড়ানো নামতার সঙ্গতে চলত রেডিওতে বিবিধ ভারতী।

সুপুরি গাছ এখন আর একটিও নেই। পুকুরগুলোও কোন কালে বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। বাড়িটির চারিপাশে বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে যাওয়ার হারিয়ে গিয়েছে সূর্যের আলোর ভিতরে ঢোকার পাসপোর্ট। তাই স্যাঁতস্যাঁতে গর্তের মত খুপচি ঘরগুলোতে দিনের বেলাতেও লো-পাওয়ারের বাল্ব জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ওতে ঘরের বাসিন্দাদের মুখগুলি দেখায় নিভে যাওয়া, ফ্যাকাসে ও নিরানন্দ।

সদানন্দবাবুর ঠাকুরদার খুব শখ ছিল যে আধুনিক কেতায় ছেলের নাম রাখবেন অপূর্ব। কিন্তু তার বাবার প্রবল অনিচ্ছায় সেটা সম্ভব হয়নি। পুরুষমানুষের নাম হবে ব্যক্তিত্বময়। নামেই তো চিনে নেবে গোটা দুনিয়া তার মালিককে। যেমন হল গিয়ে রনদাকিশোর, অথবা প্রতাপাদিত্য, নিদেনপক্ষে তরুণকুমার। তা নয়, অপূর্ব! এ আবার কেমনধারা নাম? এসব সখী-পানা নাম কেউ রাখে? দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাপের সামনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরদা যৌবনে নিজের যে সাধ পূরণ করতে পারেননি তা তিনি করেছিলেন বৃদ্ধ বয়সে এসে এই বাড়ি তৈরির সময়। আরও একটি সাধ মিটিয়েছিলেন তিনি একমাত্র নাতির নামকরণের সময়। সদানন্দ! যদিও এবারের নামটি একটু সেকেলে, তবু আহা! কী চমৎকার হাসিখুশি নাম।

দুঃখের বিষয় হল এই যে ইদানিং সদানন্দবাবুর মুখে সেই হাসির দেখা পাওয়া যায় কালেভদ্রে। সমস্যা নামে নেই। সমস্যা এই বাড়িতে। ঠাকুরদার আমলের পুরনো বাড়িটাকে উনি না পারছেন ছাড়তে, না পারছেন রাখতে। কী আর করবেন, মৃত্যুর আগে বাবার হাত ধরে কথা দিয়েছিলেন, যতই পুরনো হয়ে যাক না কেন, লোভের বশবর্তী হয়ে কোনওদিনও কোনও প্রোমোটারের হাতে তুলে দেবেন না এই বাড়িকে। যদিও গিন্নীর যথেষ্ট আপত্তি ছিল সেই কথা দেওয়া নিয়ে, কিন্তু তখন তাদের নবীন বয়স, হৃদয় কিঞ্চিৎ উদার, প্রাণে অকারণ পুলক। সারাদিন খিটিমিটি বাঁধলেও রাতে শয্যায় এলে মিটমাট হয়ে যেতে সময় লাগে না। তাই অতশত ভাবেননি। কিন্তু বছর দশ গড়াতেই পরিস্থিতি আমূল বদলালো।

বিশ্বায়নের যুগ। চারদিকে পুরনো বাড়ি ভেঙে পটাপট উঠে যাচ্ছে ফ্ল্যাট। কাহাতক এই ভাঙাচোরা বাড়িকে আগলে রাখতে ভাল লাগে কারুর? তার মধ্যে গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন, বছরে একটা কী দুটো লেগেই আছে। প্রতিবেশী হোক বা আত্মীয়, প্যাঁচার মত মুখে জোর করে কৃত্রিম হাসি ঝুলিয়ে গিফট বগলে যেতে হয়েছে আর তাক লেগে যাওয়া চোখে চকচকে টাইলস বসানো মেঝে, দেওয়ালে মোম পালিশ রঙ, আগাগোড়া মার্বেল পাথরের ঠাকুর ঘর, দেড় লক্ষ টাকার মড্যুলার কিচেন দেখতে দেখতে গলায় অতি কষ্টে ঢোকাতে হয়েছে কবিরাজি অথবা ফিস ফ্রাই। রাতে যথারীতি গিন্নির মুখ হাঁড়ি।

ঝুরঝুর করে খসে না পড়ে একদিন ছাদ ধসে পড়লেই বাঁচি। চাপা পড়ে মরি তিনজনে। শ্বশুরের ভিটায় তো মরেও পুণ্য। তাই না? তাছাড়া এই হানাবাড়িতে ভূতের মত বাঁচার চাইতে মরাও ভাল। দেখলে? সেদিনের ওই বিজয়, শ্যামলী, পুরনোটা প্রোমোটারকে গছিয়ে ওরাও কী সুন্দর উঠে গেল রাজারহাটের নতুন অ্যাপার্টমেন্টে। আর তুমি? উফ্‌ফ্‌.. সারারাত গজগজ এবং বিলাপ করছিলেন গিন্নি।

হানাবাড়ি। পাপুনের বন্ধুরা আড়ালে এই নামেই ডাকে না এ বাড়িকে? চুপ করে থেকে মাথা ধরার ট্যাবলেটের সঙ্গে অপমানটা কুলকুচি করে গিলেছিলেন সদানন্দবাবু।

আর আজ? সেই গিন্নির মুখই এখন তেলতেলে ঘিয়ে মাখা লুচির মত। কী ছাই ফোর-লেন না কী যেন একটা রাস্তা হবে। হাই রোডের পাশে সব বাড়ি ভাঙা পড়বে। শিবের বাবার সাধ্যি নেই আটকায়। তা এই ভিটে তো দুদিন পর আপনা থেকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছিল। বরং ভালই হল, খরচা করে ভাঙতে হবে না। উপরি পাওনা মোটা টাকার সরকারি অনুদান। ভিতরের দিকে জমিও পাওয়া গেছে। সামনে একটুখানি শখের বাগান। আলো বাতাস খেলে এমনি বড় বড় ঘর। খাসা দোতলা বাড়ি উঠে যাবে। মেইন রোড থেকে একটু দূরে হলেও সর্বক্ষণ গাড়ির প্যাঁ-পোঁ নেই। তাছাড়া ধুলো? দিনরাত যতই ঝাড়ো, সমস্ত ফার্নিচারের উপর এক পলতা ধুলো পড়েই থাকত। এখন মুক্তি। ঠাকুর, কে বলে যে তুমি নেই?

মায়ের চাইতেও বেশি খুশি হয়েছে কলেজ পড়ুয়া পাপুন ওরফে প্রিয়তোষ। এতটা বয়স হয়েছে, নিজের একটা ঘর তো দূরের কথা, লুকিয়ে সিগারেটটা ধরানোর মত একটা কোণা পাওয়া মুশকিল এই বাড়িতে। তুলি তো একবার বাথরুমে ঢুকে ওই চারকোণা চৌবাচ্চার ভিতর থেকে একটা কুচকুচে কালো ভেজা হাতকে নড়েচড়ে বেরিয়ে আসতে দেখে ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। এমনিতেই লাইটের যা ছিরি! ঝুলকালি মাখা দেওয়াল যেন আরও বেশি করে শুষে নেয় আলো। অন্ধকারে কী দেখতে কী দেখেছে। পাপুন যাও বা বন্ধুদের প্রথম প্রথম বাড়িতে ডাকত, এই ঘটনার পর লজ্জায় ডাকেনি। তুলিও সেদিনের পর থেকে ভাল করে কথা বলেনা ওর সঙ্গে। শালা! আজই এসে ভেঙে দিক না বুলডোজার চালিয়ে। তারপর আর বাড়ি ফারি নয়, ঝাক্কাস একটা ফ্ল্যাটে চলে যাবে ওরা এই টাকায়। আজকাল বাড়ির কনসেপ্ট তো উঠেই যাচ্ছে। ফ্ল্যাটের দক্ষিণ দিকের বড় খোলামেলা ঘরটা নেবে ও। দেওয়ালে প্লাস্টিক পেইন্ট করাবে মভ রঙের, মডার্ন স্লিক ফারনিচারে সাজাবে নিজের ডেন, তারপর একটা পার্টি থ্রো করবে বন্ধুদের মধ্যে। তুলি হবে যার গেস্ট অফ অনার। এরপরও কি তুলির সঙ্গে ওর ব্যাপারটা জমবে না?

ঘটনা আরও আছে। আজ সকালে বাজারের থলি নিয়ে বেরনোর পথেই তিনটে বাড়ি পরের অর্ঘবাবুকে নিজের চোখে হাউহাউ করে কাঁদতে দেখেছেন সদানন্দবাবু। একতলাটা ভাড়া দিয়ে নতুন দোতলা করেছিলেন ভদ্রলোক মাত্র মাস আটেক হবে। নামী ইন্টেরিওর ডিজাইনার ডাকিয়ে সে এক এলাহি ব্যাপার। ফলস সিলিং, কাচের বারান্দা, দেওয়ালে আর মেঝেতে মহার্ঘ টালি। এখন বোঝো। সরকার যা নির্ধারিত দাম দেবে সেই টাকার অঙ্কটা নেহাতই ফিকে লাগছে নতুন ঝাঁ চকচকে দোতলাটার পাশে। কতগুলো টাকা শুধু শুধু গচ্ছা গেল। এত কাণ্ড করে সঞ্চয়ের সবটুকু ঢেলে দিলেন যার জন্য সেটা ভোগই করা হল না। কয়েকটা মাস আগেও যদি জানতে পারতেন ঘুণাক্ষরে, সঙ্গে সঙ্গে দোতলার কাজ বন্ধ করে দিতেন। একেই বলে কপাল। এখন উকিল ধরে কোর্টে ছোটাছুটি করছেন অর্ঘবাবু আর নিজের কপালকে দুষছেন। সদানন্দবাবুকে দেখেই করুণ মুখে বললেন, আহা দাদা, যদি আপনার মত আমিও একটুখানি ধৈর্য ধরে থাকতাম।

সত্যিই এতদিনের ধৈর্যের ফল মিলেছে। খুব ভাল দাঁও মেরেছেন সদানন্দবাবু। ঠাকুরদার আমলের পুরনো ভাঙাচোরা বাড়িটার হাত থেকে অবশেষে মুক্তি পাওয়া গেল। যা অবস্থা হয়েছিল তাতে এমনিতেই গাঁটের পয়সা খরচ করে লোক লাগিয়ে ভাঙতে হত কদিন পর। কেমন নিজে থেকেই সুযোগটা এসে গেল। একেই বলে কপাল! আত্মীয়-স্বজন, অফিস কলিগ, ছেলের বন্ধুরা, যারা এতদিন দরকারে অদরকারে এই বাড়িতে এসে ঐ ভেঙে যাওয়া কার্নিশ, মেঝের কোনায় কোনায় দেওয়াল থেকে খসে পড়া পলেস্তরার স্তূপ দেখে আঁতকে উঠত ভয়ে এবং বাইরে সমবেদনা মাখানো উৎকণ্ঠা দেখিয়ে মনে মনে ব্যঙ্গের হাসি হাসত, তারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করছে যে জিত সদানন্দবাবুরই হয়েছে। অনেকদিন পর আজ শান্তিতে ঘুমবেন সদানন্দ সরকার।

রাত নিঝুম। শুধু সদানন্দ নয়, বাড়ির সকলেই আজ পরম তৃপ্তিতে ঘুমোচ্ছে। কেবল ঘুমোচ্ছে না একজন। জরাজীর্ণ বাড়িটা। সে ওর ঘোলাটে পিচুটিমাখা চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে এর বাসিন্দাদের। বাহ! কী স্বার্থপর। কী নিদারুণ অকৃতজ্ঞ হতে পারে লোকগুলো। একটুও শোকতাপ নেই? এতদিনের স্মৃতি, বেদনা, আনন্দ, খণ্ড খণ্ড

মুহূর্তের কিচ্ছু আর বেঁচে নেই? কোনও অনুভূতিই নেই এদের মনে?

ভাবছে আর ফুঁসছে 'অপূর্ব নিবাস'। অভিমান ধীরে ধীরে পর্যবসিত হচ্ছে রাগে। উন্মত্ত রাগ সঞ্চারিত হচ্ছে অপূর্ব নিবাসের প্রতিটি ক্ষয়ে যাওয়া ইটে, সঞ্চারিত হচ্ছে ওর জং ধরা লোহার বিমে, নড়বড়ে বুনিয়াদে। বাড়িটির মজ্জায়, শিরায় বয়ে যাচ্ছে চরম প্রতিশোধস্পৃহা। খটখট শব্দে নড়ে উঠছে পাল্লাভাঙা কাঠের জানলা, উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে রান্নাঘরের জোড়াতালি দেওয়া সিমেন্টের তাক। ঝনঝন করে উঠছে তাকে সাজানো থালাবাসন। বাড়ির মানুষগুলো তবুও নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। ভাবলেশ। নিরুত্তাপ। ঠিক যেন জড়বস্তু। প্রতিশোধের ইচ্ছেয় একসময় প্রবলভাবে দুলে উঠল অপূর্ব নিবাসের নড়বড়ে দেওয়ালগুলো।

জরাগ্রস্ত বুড়োটা এবার হাসছে খলখল করে।

স্থানীয় সংবাদবার্তার খবর - গতকাল তিরিশে নভেম্বর রাত দুটো নাগাদ শহরের ভয়াল ভূমিকম্পের রিখটার স্কেলের মাত্রা ছিল ছয় দশমিক দুই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে শহরের বেশ কিছু পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়ায় অপমৃত্যু ঘটেছে বহু মানুষের।

—o—

স্বাধীনতা এসো ঘরে উল্কা হয়ে

- ড. সুফল বিশ্বাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সামনে এগোনো মানে একটি আদর্শের মৃত্যু
কিছুটা পেছানো মানে একগাদা বিশ্বাসের মৃত্যু
সময় যখন সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
অতীত ও বর্তমান সম্পর্কসাঁকো নিয়ে প্রশ্ন তোলে
তখন শিশু মেয়েটির এক পয়সার তালপাতার বাঁশি
আর বুর্জ খালিফার অহংকার আলো
দুটোই সময় তাপাঙ্কে তিরতির কাঁপে
মেঠো পৃথিবীটির কৌম অলংকারিক খোঁপায়।
এটাই নির্ভেজাল সত্য, আদর্শের জ্বলজ্বলে অক্ষরগুলো সবচেয়ে মন দিয়ে পড়ে শিশু
আর তাকে ফলিত বিজ্ঞানে পরিণত করে
সেইসব উপকথারা যারা দেশের পেন্ডুলাম নেড়ে,
বোকা দেশপ্রেমিক বলে-
"দ্যাখ বেটা ক্ষুদিরাম হয়েছে!"
মধ্যরাতে জন্মনেওয়া শিশুর চোখ দৈববর্ণ ছিল,
সে বর্ণনা সবাই বিশ্বাসও করবে কারণ-
বেশিরভাগ স্বপ্নচোখ তখন হয় ঘুমিয়েছিল নয়তো
ভরসন্ধ্যেয় মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পরে
ছুঁড়ে দেওয়া আনন্দভাঙ খেয়ে ঢুলুঢুলু ছিল।
যে সস্তা আনন্দ আজকাল গণতন্ত্রের শিককাবাব
ফ্রীতে দেবার টি. আর. পি তে বেশ চেনা চেনা লাগে।
আর মধ্যরাতের আনন্দভাঙ নেশার ওই বেস্ট
সেলারের নাম ছিল-
"অপরাধী চিহ্ন রেখে যায়নি..."
কেউ সেই অধিক উত্তেজনায় খেয়াল করেনি,
শিশুগল্পটির একটু একটু করে উপন্যাস হয়ে ওঠবার
ক্রমশঃ প্রকাশ্য অংশের নিচে লেখা ছিল-
যেকোনো আদর্শের মৃত্যুই হয় একগাদা বিশ্বাসের অপমৃত্যু হবে বলে।
অথচ সুভাষ দেখো তোমার কাছে কত কথা জানার ইচ্ছে ছিলো
জাত,জাতির নামে বজ্জাতি, আর দামাল খোকারা
যারা আসবো বলে আর ফিরে এলো না বুড়ি মা'রকাছে,
সেলুলার জেল, ব্রেস্ট রিপার, লাল দিল্লী, শুনশান গ্রামশ্মশান, ধর্মচিনির কড়াপাকে জ্বাল দেওয়া লাড্ডু, তোমাকে বুলেটের মালা যে পড়াবে বলেছিলো সেই লোকটা,দেশ ছেঁড়ার ফাটকা খেলা,ছোট্ট কায়দা করে পিস করে কাটা দেশ,
অপরিণত স্বাধীনতা,অযাচিত গণতন্ত্র,
আল্লাহ দেবতার সাপলুডো খেলা-
আরো আরো কতকি জানার ছিলো তোমার কাছে!

জানো সুভাষ আমি প্রতিদিন মরি আর মৃত্যুর মধ্যে
স্বপ্ন দেখি আদ্ শ আর বিশ্বাসের মৃত্যুর,
যে সব আত্মারা মৃত্যুর পিঠে চেপে কারা যেন বলেছিলো
সম্পত্তির ভাগ চাই কারণ খিদের চেয়ে ধর্ম বড়ো মৃত্যুর চেয়ে আগামী মৃত্যুর জন্ম দেওয়া বড়ো।
জানো সুভাষ আমি মৃত্যুর সব মহল ঘুরে দেখেছি
সেখানকার গল্পগুলো আজকে বড্ড একপেশে
বড্ড বৈচিত্রহীন বড়ো বেশি এলোমেলো মেঘকারণ
মৃত্যুর মূল্যের খুব বেশি মূল্য দিতে চাইনা সময়।
তবু তার জন্যেই তোমাকে বাদ দিয়েই শিশুটির জন্মের হুলুধ্বনি দিলো তিন থেকে তিরিশ,তিরিশ থেকে তিরাশি!
সুভাষ তুমি দুরদর্শী নও হয়তো একটু বোকাও বলা যেতে পারে
পাক্কা একটা রায়সাহেবী জীবনের প্রলোভন ছেড়ে দেশীয় বিপ্লবী লিস্টে নাম লেখানোর সময় তুমি জানতে? সেই ছেলেটির মা যে ছেলেটির লাশ খুঁজতে যাবে মধ্য রাতের শিশুর জন্মদিনে
যার নাম থাকবে না থাকবে শুধু নম্বর
"হাজার চুরাশি।"
সুভাষ তুমি সেই মেয়েটিকে চেনো? যে তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মর্মর মূর্তির ভাঙা চশমা ঠিক করে দিয়েছিলো ট্যাকের পয়সা খরচ করে যাতে তুমি ঘোলা জলেও দেখতে পাও পাঁকাল মাছের সারি!
যে মাছেরা মধ্যরাতের মিষ্টি শিশুটিকে ভালোবেসে তিন রঙের মিষ্টি টেবিল ক্লথে তার জন্মদিনের কেক কাটে আর গান বাজে বাড়ি থেকে গলির হুল্লোড় সুরে তারস্বরে 'মা তুঝে সেলাম'।
ওহ কথায় কথায় ভুলেই গেছি আমিও ওই গানেরই টানে " মেয়েটির নাম ছিলো নির্ভয়া "। কি অদ্ভুত নাম না বলো নাম নির্ভয়া অথচ দেখো ভয় পেয়েই তাকে মরতে হলো তোমার সাধের দেশে -ভয় পেয়েই এদের মরতে হয় সাধের দেশে। কারণ জানো খুব সস্তা দরে তোমার স্বপ্নের মাটিতে আজকাল ভয় বিক্রি হয়। তোমার স্বরের যে জাদু আজকে তো তা তারস্বরের দেশপ্রেমের আর্ট সুভাষ। যেখানে যতো বেশি চিৎকার সেখানে যে ততো বেশি গণতন্ত্রের মৃত্যু আর্তনাদ সুভাষ।
যে কোনো তারস্বরের জন্মই হয় বোধয়হয় সত্যি
টাকে চাপা দিতে নইলে দেখো কত বিশ্বাসের জন্ম হলো আবার মৃত্যুও হলো তাই বলে গোটা দেশ প্রজাপতি নিয়ে কবিতা কম লিখলো? কি অদ্ভুত দেখো কত নদী শুকিয়ে গেলো তবু কত কবিতা
শুধুমাত্র নদীতে স্নান করবে বলে প্রতিদিন নতুন নতুন পুরস্কারের লাইনে ভোর থেকে রাত অবধি দাঁড়িয়ে প্রেমিকার রঙিন রুমালে ঘাম মোছে।
বুঝলে সুভাষ কবিতাকে দায় নিতে আজকাল আর হয় না কারণ দায় নিলে দায়িত্ব বাড়ে প্রেমিকার উপহার দেওয়া কলমের কালির জুঁইফুলি গন্ধে আর সব জীবন গন্ধ বোধহয় ঢেকে যায়।
তাই মিষ্টি আলো বাসা বাঁধে শব্দের হালকা মর্নিং শরীর চর্চায়।
অথচ সুভাষ বিশ্বাস করো সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস আমাদের ছিলো
কবিতার উপর যে কবিতায় আমরা শুনতে চেয়েছিলাম
মাটির কথা মাটি মাখার কথা।
এই মাটিকেই তো আমরা চিরকাল জেনেছি মায়ের আদর
মনে আছে সুভাষ এ মাটিকে শরীরে মেখেই সে মাটির অধিকার দিতে সেই ছেলেটি বুক উঁচিয়ে ফাঁসির দড়ি গলার মালা করে গান শুনিয়েছিল "আবার আসবো ফিরে মাটির আঁচল ঘেরা মাটি
মায়ের আদর খেতে।"
কতো স্বপ্নের রক্তের উপর বাঁধা হলো ঘর
কিন্তু সেই ছেলেটির কি হবে সুভাষ?
যার মাটি চুরি হয় নগরের কোলাহলে।

সঙ্গে সেই ছেলেটির ফাঁসিকাঠে লেগে থাকা অন্তিম কষ্টের নিঃশ্বাস?
যতই মাটির জন্য তার নিঃশ্বাস ফেলা হোক
মৃত্যুর যন্ত্রনাতো তাকে এই সান্ত্বনা দিয়েছিলো ক্ষ্মআবার আসবো মা'রে তোর শৃঙ্খলাহীন দু হাতের কোলে ক্ষ্ম।
বিশ্বাস করো সুভাষ এখন অসহ্য শৃঙ্খলা আর
সাদা চোখে ধরা দেয় না আর তাতেই বড়ো কষ্ট
আগের যে শৃঙ্খল তুমি মুক্ত করতে গোটা পৃথিবীর
শাসকের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছিলে তাকে চেনা যেতো,
তাদের দেওয়া যন্ত্রণার পাহাড় আমরা তাই
বুক দিয়ে সয়েছি কিন্তু এখনকার শৃঙ্খল অদৃশ্য তাই সে এতো মর্মভেদি -
সেটা অন্যের হাতে যা ছিলো আমার অসম লড়াই
তা এখন নিজের সাথে নিজের লড়াই সুভাষ-
তাই প্রতিদিন নিজের হাতেই যে আজ নিজে রক্তাক্ত হই প্রতি পলে
যখন শুনি পাথর খাদানে আমার শিশু,
রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া আমার মেয়ে,
জাত -পাতের বোরে হিসাবে আমার আমি,
সঙ্গে নিয়ত শুনি আমার বেকার যুবক-যুবতী সন্তানের
নষ্ট কবিতা তখন তোমার মুখটা বাঁশ বাগানের
ঘোলাটে চাঁদের সঙ্গে মিশে যায়।
তন্ন তন্ন করে প্রতিটি জনারণ্যে তোমাকে খুঁজি- তোমার মুখের মাপের কবিতাকে খুঁজি।
যাকে বলে বুক হালকা করি নষ্ট মাটির নষ্ট কবিতা
যে মাটি আজ অম্বুবাচির নিষিদ্ধ সময়েও ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার নব্য দখলদারের বিচিত্র নখের আঁচড়ে আঁচড়ে কর্ষণের বিচিত্র ভঙ্গিমায়।

মনে পড়ে সুভাষ তোমার সেই ঘরের গল্প যে ঘরকে তুমি উপন্যাস করতে চেয়ে ছেড়ে গেলে ঘর সেই ঘরের কত হাসি কান্না দুঃখের কথা সবাই মিলে এক হয়ে পণ করেছিলাম -এ ঘর আমাদের এ ঘর আমাদের দিতে হবে। তোমার স্বরেই প্রথম বাজতে শুনেছিলাম অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার সুর। ঘর একটা পেলাম কিন্তু সে ঘর হলো না তোমার আমার ও নয়, ঘরের মধ্যে ঢুকে রইলো সিঁধেল চোর-সাধের ঘরের চার দেওয়ালের সম্পর্কে তৈরী হলো ভাগাভাগির শীতল সামিয়ানা। অনেক শীতের দূরত্ব পার করে বসন্তের নদী পেলাম একটা যে নদীর বুকে ভেসে গেলো কতো অজানা আমার লাশ। অথচ সুভাষ আগেই তো কতো লাশ শকুন চিলেরা ছোঁ দিয়ে খেয়ে গেছে আবার লাশের পাহাড় আমার চোখাচোখি রণে। সেই চোখাচোখি রক্ত রণ আজো আমার রক্তের ভিতর আদিম অভ্যেসে জেগে থেকে আমাকে জাগায়- নিজেও জাগে মাঝে মাঝে আমার ভেতরের ক্রম অস্থিরতায়।

অথচ সুভাষ মনে পড়ে তোমার সেই প্রতিজ্ঞার দিন যেদিন আমরা সবাই একসাথে মরণ সাগর পার করবার শপথ নিয়ে বলেছিলাম মাটির চোখের জল মুছিয়ে একসাথে আমাদের মাটিতে গড়বো আমাদের মাটির ভারত। আজান আকাশে দেবতার প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়বো গ্রন্থসাহেব মোমবাতির আলোয় পেলব হাতের স্পর্শে রক্তাক্ত যীশুর আঘাতের চিহ্নে দেবো সম্পর্কের আতর আদর।

সব ধর্মের সঙ্গে মিশিয়ে দেবো মানুষের সম্পর্কের
সেই নাম না শিহরণের সান্ধ্য সাদা ফুলের সৌরভ।

মরণ সাগর পার করেছি সুভাষ কিন্তু বেদনার কালিদহ নয়। আজো আমরা পরস্পরের মুখোমুখি নানা রঙীন দেবতার অসীম লীলায় আলাদা আলাদা সম্পর্কের বিষবাষ্প নিয়ে খেলা করে নিজেও ঘর ভাঙি সন্তানকেও ঘর ভাঙার মন্ত্র শেখায়। বুঝলে সুভাষ বরাবর আমরা দেবতাদেরই জিতিয়ে দিলাম নিজেরা কোনোদিন জেতার চেষ্টা করলাম না।তাই দেবতাদের চাতালের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় নিজের রক্তাক্ত মৃত্যুর আঁশটে আজো আমার নাকে লাগে সুভাষ। দেবতার শরীরে ছুঁড়ে দেওয়া আমারই ধূপের গন্ধ আমার মৃত্যুর গন্ধ আজো মুছে দিতে পারেনি।

যে মাটি তোমাকে ঘর ছাড়তে বলেছিলো কর্ষণের ব্যাকরণে সে মাটি আজ ধর্ষণের অপমানে আমার সামনে বসে

কাতরায় অথচ দেখো আমি আজো আমার মশারির চারদেওয়াল থেকে বেরোতে পারি না। শুধু এক নুবজ্য বিস্ময়ে আমি নিজেকে দেখি আর আমার আমি আমাকে দেখে ছটফট করে। কাঁটা পাঁঠার মতো চতুর্দিকে আমার বিশ্বাস গুলোকে যখন যন্ত্রনা পেতে দেখি তখন তোমার মুখ বড়ো মনে পড়ে সুভাষ -তোমার হেরে যাওয়া মুখের ভেতরে আমার আমাদের হেরে যাওয়ারা খেলা করে।বুঝলে সুভাষ একটা ছড়িয়ে দেওয়া গল্পের উপসংহার আমার আজো মাথায় ঢুকলো না-

ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করেছি সে অর্ধস্ফুট স্বরে কি জবাব দেয় বুঝতে পারিনি, সমাজ বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করেছি চুপচাপ গতানুগতিক কাঁথা বুনে যায়, রাজনীতিকে জিজ্ঞাসা করেছি কেমন রাগী রাগী অর্ধশিক্ষিত চোখে তাকায় তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করা। আচ্ছা বলতো কতজন ইংরেজ আমাদের শাসন করেছে আর কতজন আমারই স্বজন আমারই লাশের উপর নৃত্য করেছে হিসাব তুমি কি জানতে? আমিও হিসাব করতে গিয়ে অঙ্কে ভুল করি। মধ্যরাতে তারাও তো পেলো স্বাধীনতা আর তাতে কি তারা রাতারাতি হটাৎ করে পাল্টে সবাই অহিংসবাদী হয়ে গেলো বাল্মীকির মতো?-অঙ্ক মেলাতে পারিনা তুমি স্বাধীনতার লড়াই জন্য হলে আন্তর্জাতিক অপরাধী আর একই লড়াই লড়ার নামে কারা যেন অপরাধের বিচার করার ভার পেলো তিনভাগ করা রুটির রক্তাক্ত শরীর গুলোর।

আমাকে তুমি বোকা ভাবো দেখি অথবা ছোটো ক্লাসে ইতিহাস পরীক্ষায় বারবার ফেল করা পরিণত ইতিহাসবিদ!

যার ডানা আছে কিন্তু ওড়বার পালক বেঁধে রাখে ভয় বেচে বেড়ে ওঠা গলির মস্তান।

তাতে সুবিধা এই মমতাজের জন্য শা- জাহানের প্রেমকাহিনী পড়ে আমি বিবাগী হতে পারবো প্রেমের কল্পিত বিরহে কিন্তু প্রশ্ন করবো না সে সময়ের সেই ইতিহাস কই?

যেখানে হরিশখুড়ো কিভাবে না খেয়ে মরে গেলো, খাদ্যভাবে পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে ঘরে ঢুকে আসমান চাচা ঘরে এসে দেখলো না খেয়ে মরে আছে তার দুই সোমত্ত ছেলে যাঁরা তাজমহল বানাতে গিয়ে বিশ্রীভাবে আহত হয়েছিলো - সবারই প্রেম আছে সবারই ইতিহাস আছে সে ইতিহাস ইতিহাস চোখে দেখলে আজ তোমাকে আমায় এই লেখা পাঠাতে হতো না, এই পোড়া দেশে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে গর্জন করতে শিখতো।

শিং থাকতেও মাংসশীর মাংস হতো না অন্তত শিং এর ব্যবহার কি তার প্রমান দিতে পারতো।

বুঝলে সুভাষ তোমার সাথে সাথে অধিকার অর্জন করার লড়াই হারিয়ে গেছে বেঁচে আছে যেমন তেমন করে ভিক্ষার নামে ক্ষমতায় টিকে থাকার সেইসব উত্তরাধিকারী যারা স্বাধীনতা বলতে বোঝে বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ নয় তাঁদের বোকা বোকা আত্মহত্যা।

দেশ যারা বেঁটে নিলো দেশ যারা খাবারের রাতটেবিলে তুলে নিয়ে পরখ করতে চায় তারা এই সত্যই বিশ্বাস করে আমাদেরকেও বিশ্বাস করাতে চায় অভ্যাসগত প্রাত্যহিকতায়- নইলে ভেবে দেখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অপমানিত মায়ের মাটির যে শরীর ধুয়ে শুদ্ধ হয়েছিলো তার সেই মাটির আঁচলে আজো কেন শহীদের রক্ত ঝরে প্রতিদিন

আচ্ছা সুভাষ বলতে পারো স্বাধীনতার পরেও কেন অনিবার্য হলো স্বাধীনতার যুদ্ধ।

তবে কি তোমার হেরে যাওয়ার সাথে সাথে কেউ আর তোমার মতো বলতে সাহস করেনি রক্ত না দিলে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না বা স্বাধীনতার জন্য দেওয়া রক্তের দাম স্বাধীনতার পরে আর রাখতে হবে না এই শর্তেই স্বাধীনতা ছুটে এসে লাফ দিয়ে পড়লো দুয়ারে দুয়ারে সন্ধ্যার বিপ্লবে হেরে যাওয়া পতঙ্গের মতো।

তাই কি কোটি কোটি বোকা জনতার প্রতিদিন হেরে যাওয়া জীবনের হর্ষধ্বনিতে আজো সেই সব বিপ্লবীদের তর্পন নয় শুধু থাকে শিরদাঁড়াহীন আত্মসমর্পণ - শুধু বেঁচে থাকার নাম হয়ে যায় জীবন! আচ্ছা সুভাষ তবে কি আমার মনে জন্ম নিতে পারে সেই ভয় যে ভয় আমি পরাধীন ভারতের শরীরে ঘোড়ার নালের মতো সেঁটে থাকতে দেখে প্রতিনিয়ত রাতের দুঃস্বপ্নে বেঁচে থেকেও মরতাম প্রতিদিন। জানিনা সুভাষ আগামী আর কি দেখতে বলবে।

বাপরে ! বাপ !

-রঞ্জিত কুমার বর্মন
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ , সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়

শিব , ও গো শুনছো ! ও বউ !

পার্বতি- কি হয়েছে ? অত ভণিতা করতে হবেক নাই। কী বলার আছে বলেই ফ্যালো না । ভোর-সকাল হলেই শুরু হয়ে যায় -ও গো শুনছো ! ও গো শুনছো ...

শিব- বলছি কী ! কালকে তো শিব চতুর্দশী খ

পার্বতি- হোক চতুর্দশী ! তাতে আমার কি ?

শিব- না, বলছিলাম আমার পরনের বাঘছালটা অনেক দিন হয়েছে পরিষ্কার করা হয়নি । একটু যদি ধুয়ে দাও।

পার্বতি- একটু ধুয়ে দাও আবার কি ? ধুয়ে দিতে গেলে তো পুরোটাই ধুয়ে দিতে হবে। কথার ছিরি ! তোমার সব কাপড়-চোপড়ই কেচে তো দেই আমি । তোমার কোন বউয়ে কাপড় কাচে শুনি ? শীত নেই গরম নেই এত্ত গুলো করে কাপড় কাচতে কাচতে জান শেষ আমার । তখন পই পই করে বললাম বাড়ি বানাতে হয় অন্য খানে বানাও । কৈলাশ মহা ঠান্ডার জায়গা ! আমার কথা শুনলে না । কে বোঝাবে তোমাকে ? এখন ঠান্ডায় মরে যাচ্ছি । কৈলাশের জল একেই যম ঠান্ডা ! এই ঠান্ডা জলে আমাকে সারাদিন কাজ করতে হয়। আমি আর পারব না- না ,না । ওয়াশিং মেশিন আনো । রান্না ঘরে গিজার বসাও । না হলে নিজের কাপড় নিজে কাচো। রান্নার মাসি রাখো।

শিব , অল্প কথায় এতো রাগো কেনো গো ? সারাবছরে একটা দিনেই তো পূজা পাই। ভক্তরা পূজা দেবে ,প্রণাম করবে। আর বাঘ ছালে ঘামের গন্ধ পেলে কেমন লাগবে তুমিই বলো ?

পার্বতি- স্বভাব ! তোমার স্বভাব তো কোনো দিন পাল্টাবেও না । আর আমার কথা কোনো দিন কানে শুনবেও না। বলি অন্য দেবতাদের দেখে শেখো ! ব্রহ্মা- বিষ্ণু- ইন্দ্র-চন্দ্র-অরুণ-বরুণ-যম ! এরা কত স্মার্ট । কত টাকা-পয়সা; ধন-দৌলত; প্রভাব-প্রতিপত্তি ! আর তোমার ? তোমার থাকার মধ্যে একটা বুড়া ষাঁড় ! মান্ধাতার আমলের বাঘের ছাল ! জং ধরা ত্রিশূল ! তালিমারা ডমরু ! গলায় সারাক্ষণ ঝুলছে একটা সাপ ! কোমরে মোষের শিংয়ের বাঁশি ! হায় ! হায় ! কী আকার ? কী বেশভূষা ? মাথায় জটা ,গায়ে না দেয় সাবান , না মাখে ক্রিম ! না মাখে কস্মিঙ্কালে লোসন ! কী সাজে বিয়ে করতে গিয়েছিল; ভুত- প্রেত দানো নিয়ে ! উ অসহ্য ! সব মনে আছে সব ! আমি নিজেই জানি না কী সুখে এতটাকাল তোমার সঙ্গে ঘর করলাম ? না আছে চাল না আছে চুলো ! ধ্যাৎ আর ভাল লাগে না ...আর পারি না ...

শিব, শোনো বউ শোনো ! ধন দৌলত টাকা পয়সা দিয়ে কি হবে শুনি ? আমার যা আছে তা ইন্দ্র-চন্দ্র-ব্রহ্মা-বিষ্ণু কোনো সুপার সেলিব্রিটি দেবতাদেরও নেই । এই গাঁজার কথাই ধর ! আমার এই কল্কেতে আচ্ছা করে দুটো টান মারুক দেখি ইন্দ্র- চন্দ্র-ব্রহ্মা-বিষ্ণু ? ওদের ইন্দ্রিয় উল্টে যাবে ! চোখে সরষে ফুল দেখবে ! আর ওরা যে সুরা পান করে ওটা আমার কাছে বেলের সরবতের মতো। না হয় নেশা, তাতে না আসে এনার্জি ! অস্ত্রের কথা ধরলে, বলতে চাই না নিজের মুখে । তবুও বলি । আমার ত্রিশুল ছাড়া মহিষাসুরকে তোমার সাধ্যি ছিল বধ করা ? লোকে বিষ্ণুর চক্রের তারিফ করে ! হা- হা- হা ! মর্ত্যলোকে বিষ্ণুর চক্র দিয়ে লোকে এখন সাইকেলের গিয়ার বানায় ! ইন্দ্রের বজ্র ! ফালতু ! তার আর এখন তেজ নাই ! আর্থিংয়ে কুপোকাত ! কিন্তু মাই ত্রিশুল ইজ ত্রিশূল ! আরো শুনবে ?

পার্বতি- ওদের রথ-হাতি ঘোড়া, বহু মূল্যের অলংকার আছে ! কী নেই ওদের বল ? সোসাইটিতে এলিট বলে সুনাম আছে ওদের। অহংকার করার মতো ওদের স্ট্যাটাস্ আছে । তোমার কী আছে শুনি ? ওরা তোমার মতো ভ্যাবলাকান্ত নয় ! বুঝলে !

শিব , স্ট্যাটাস্ ধুয়ে জল খাক্ । আমার কোনো কিছু না থাকাটাই স্ট্যাটাস্ বুঝলে ! বলতে চাই না ! তুললেই যখন কথা বলতেই হয়, আমার আর ওদের বডি ফিটনেস দেখ ! বডি ফিটনেস ? হ্যা-হ্যা বাবা ! আমার একটা কুংফু ক্যারাটে মার খেলে ইন্দ্র-চন্দ্র আই সি ইউ তে ভর্তি হবে। নিজের কথা নিজে বলা লজ্জার, মানায় না ,আর আমি বলতে

চাইও না ! কথা উঠল তাই বললাম ! এই আর কী ! বলি বলবান পুরুষ দেবতা আমার তুল্য দ্বিতীয়টি কেউ আছে দেবলোকে ? নাই ! খুঁজে পাবে না ! স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তিনলোকে তাই আমি সুপুরুষ দেবতা ! আমি মর্ত্যলোকে লিঙ্গরূপে পূজিত হই কেনো সেটা সবাই জানে তুমিও জানো।

পার্বতি- ছি ! ছি ! একথা নিজে মুখে বলতে পারলে ?

শিব- ছি ! ছি ! বল আর হি-হি-ই বল ! এটা চিরন্তন সত্য ! এই বিশ্ব চরাচর সৃষ্টির মূলে রয়েছে সেই যৌবন-শক্তি । আমি সেই শক্তির আধার !

পার্বতি- তুমি তোমার চেহারা নিয়েই থাকো ! শরীর ধুয়েই জল খাও ! দুনিয়াটা এখন টাকা-পয়সার । ক্ষমতা-প্রতিপত্তির ! সেটা বোঝার মতো ক্ষমতা তো তোমার নেই !

শিব-ধুৎ তোর টাকা-পয়সা ! টাকা-পয়সা ছাড়া জীবন অচল মানি ! কিন্তু টাকা পয়সা ছাড়াও সুখে থাকা যায় ! ছেলে মেয়েদের ব্রাইট কেরিয়ার তৈরি করা যায় । আমি জাতে মাতাল-গাঁজাখোর হলেও সব বুঝি । বুঝি বলেই তো তালে ঠিক ! তুমি ভুলে যেয়ো না, আমার ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেকেই হাই প্রোফাইলের ! গ্রেট পার্সোনালিটির ! তোমার , মিস্টার কার্তিক ! হি ইস অ্যা চিফ কমান্ডান্ট অফ দ্য দেব-আর্মি। গণেশ, দেবতাদের প্রেসিডেন্ট; লক্ষ্মী ফিনান্স কমিটির চেয়ার পার্সন ! সরস্বতী, জাতীয় শিক্ষা কমিশনের ডিরেক্টর !আর কতো চাই ? আর তোমার কি চাই ? চার-চারটি সেলিব্রিটি ছেলে-মেয়ের মা তুমি ! ব্রাভো !

পার্বতি ,হু ! বলার বেলায় এক নিঃশ্বাসে বলা যায়। ছেলে পুলে মানুষ করার বেলায় তো তোমার টিকিরও দেখা পাওয়া যায় নি ! তখন তো নেশা করে মরদ রাস্তায় ঘাটে পড়ে ছিলে ? যত ঝক্কি-ঝামলা গেছে সেটা আমার উপর দিয়ে বুঝলে ! শুধু আমার উপর দিয়ে ! লোকে সাধে তো আর বলে না, 'মাও গুণে ছাও কুলা গুণে বাও' !

শিব- ঠিক ! ঠিক ! এটা শোনো নাই, 'যে হয় বাপ ! তার ১৮ রকমের চাপ !হাজার রকমের পাপ' ! চাপের কারণেই নেশা খাই ! কিন্তু, নেশা করি আর গাঁজাই খাই ! তালটা ঠিক রাখি । ভিক্ষা করে হলেও সংসারের হাল ধরেছি ! চার চারটা ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার খরচ কিন্তু আমিই জোগার করেছি ! আমি !এই আমি ! আমার কোনো গুণ না থাকুক একটা গুণ তো আছে !

পার্বতি- আহারে ! কী গুণধর !

শিব- পছন্দ গুণ ! কথায় কথায় বল আমি নাকি পছন্দ করতে পারি না ? আমি বলি আমার পছন্দের তুলনাই হয় না !

পার্বতি- হু ! তোমার আবার পছন্দ ? লোকে হাসবে !

শিব , হাসুক ! আমার পছন্দ ! সেরার সেরা সবার সেরা বিশ্বসেরা পছন্দ ! তোমার মতো জগৎ সুন্দরীকে যে পছন্দ করে, তাকে তুমি কী বলবে ? আমার বুড়া ষাঁড় বাহন হলেও পশুরাজ সিংহকে তোমাকে বাহন হিসেবে গিফট্ দিয়েছি ! কম কথা ? লোকে দুই হাতে বউকে গয়না দিতেই ফতুর হয়ে যায় ! আমি তোমাকে দশ হাতে সোনার গয়না দিয়েছি ! কম কথা ? হাতের ৫০ টা আঙ্গুলে কম করে হলেও ১০০ টা সোনা-রুপা-হীরের আংটি আছে ! কম কথা ? আর আমার একটা বাঘ ছাল কেচে দিতে এত বিরক্তি, এত কথা ? আমার বাঘ ছাল কেচে কাজ নাই তোমার ! ভোলা বাবার চাপ কাকে বোঝাব ? আর কেই বা বুঝবে ?

শিব- এই নন্দি ! এই নন্দি !

নন্দি- ডাকলে বাবা ?

শিব- হ্যাঁ ! তাড়াতাড়ি যা শপিং মল থেকে 'ফগ' কোম্পানির একটা বডি স্প্রে কিনে আন জলদি ! এক্সপেরি ডেট দেখে নিস কিন্তু !

নন্দি- সে দেখে নেব কিন্তু ক্যাশ টাকা শেষ যে ? কালকে ফ্লিপ কার্ডের ডেলিভারি ছিল, বিল মেটাতে সব ক্যাশ শেষ।

শিব- কী এত অর্ডার ছিল ?

নন্দি- ৭০ টা হাতের আর ৩০টা পায়ের আঙ্গুলের জন্য- এক ডজন নেল পালিশের !

শিব- বাপরে ! বাপ !

রাজনীতি

-অমিত সরকার
বাণিজ্য বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার
ক্রমিক নং -21CM0072

রাম চেয়ারে বসে আছে। তার হাতে একটি সংবাদপত্র।
রামের বাবা দরজা দিয়ে প্রবেশ করল।
রামের বাবা একটি স্যুট পরে ছিল। তিনি সেই স্যুটটি খুলতে খুলতে রামের দিকে তাকিয়ে -

রামের বাবা , কিরে সব ঠিক আছে ত ?এতো গম্ভীর হয়ে সংবাদপত্র পরছিস যে ।
রাম তার বাবার দিকে না তাকিয়ে সংবাদপত্রর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে
রাম , বাবা তোমার সাথে কিছু কথা ছিল ।
রামের বাবা রামের দিকে তাকিয়ে পরনের স্যুটটি হাতে নিয়ে -
রামের বাবা , তো কি কথা বল ।
রাম , বাবা তুমি বসো আমার সামনে ।
রামের বাবা হাতের স্যুটটি সোফায় রেখে রান্না ঘরের দিকে তাকিয়ে -
রামের বাবা , এই শুনছো আমার জন্য এক কাপ চা নিয়ে আসতো ।
রান্না ঘর থেকে আওয়াজ এলো রামের মায়ের
রামের মা , হ্যাঁ আনছি ।
রামের বাবা সোফায় বসে পড়ল ।
রাম ও তার বাবা একে অপরের মুখোমুখি বসে আছে।
রাম সংবাদপত্রটি তার সামনে রাখল টেবিলের উপরে ।
গু রাম প্রচণ্ড গম্ভীর হয়েগ্ল
রাম , বাবা তোমার মনে আছে আমি কয়েক দিন আগে একটা ঞ্টব্ধ(ঋঞ্জ্ঞ্চ্ক্টব্ধ্ঞ্খ্ক করেছিলাম সেখানে কী বলে ছিলাম ।
রামের বাবা , অনেক কিছুইতো বলিস। সবকিছু তো আর মনে রাখা সম্ভব নয়। তো কী বলেছিলি বল শুনি আরেক বার ।
রাম , এই একসপ্তাহ আগে একটা ঞ্টব্ধ(ঋঞ্জ্ঞ্চ্ক্টব্ধ্ঞ্খ্কএ বলে ছিলাম । আমরা দেশের সরকার , দশের সরকার । আমরা দেশের জন্য লড়াই করি , সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই করি । অন্যায় হতে দেবনা আর অন্যায়কে প্রশ্রয় ও দেবনা । কিন্তু আজ , বালিপাচার কাণ্ডের মূল অভিযুক্তে সবার প্রথমে তোমার নাম । আজ আমি তোমার জন্য লজ্জায় বাড়ি থেকে বাইরে বেরতে পারছিনা । সবাই একটাই কথা বলছে , ছেলে এতো বড়ো বাতেলা মারে দেশের সরকার , দশের সরকার আর এখন তার বাবাই বালিপাচার কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত । লোকে এইসব বলে আমাকে নিয়ে খিল্লি করে । আমার উপর হাসাহাসি করে । বাইরে যেতে পারছিনা তোমার জন্য মুখ দেখাতে পারছিনা কারো সামনে । ছিঃ আজ আমার নিজেরি লজ্জা লাগে যে আমি একটা চোরের ঘরে জন্মেছি ।
রামের বাবার চোখ পুরো লাল হয়ে গেছে , চোখে সেই রাগ ও আগুন ।
রামের বাবা রামের কথা শুনে হাততালি দিতে দিতে ও ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে -
রামের বাবা , বা ---- ----- বা ------
চমৎকার , অসাধারন । আমি আজ বেঁচেছিলাম শুধু এই দিনটা দেখার জন্য ।
আমি বলেছিলাম , আমি বলেছিলাম যে ভালোমতো পড়াশোনা কর, একটা চাকরি বাকরি কর , কিম্বা যেকোনো একটা ঙ্কড্ড(জ্জঙ্ক্ষ্ব(কর । কিন্তু না , উনি তো করবেন রাজনীতি । আজ আমার ছেলেই আমাকে বলছে চোর ।

তবে কানখুলে শুনে রাখ একটা কথা , আজ তুই যে বড়ো হয়েছিস, পড়াশুনা শিখেছিস , এতো বড়ো বাড়িতে থাকছিস , এতো দামি বিলাসবহুল গাড়িতে চড়ছিস সব কিন্তু এই চোরের টাকাতেই কেনা। এটা ভুলে যাস না । আজ চুরি করি বলেই এইসব করতে পেরেছি । না হলে এই সামান্য মাসিক বেতনে না দুই বেলার খাবারটুকুও জোটেনা ।

রামের মা হাতে করে দুই কাঁপ চা নিয়ে এলো । একটি রামের বাবার সামনে রাখল ও একটি রামের সামনে রাখল।

রামের মা , হয়েছে এখন বন্ধ করো তোমাদের এই সব রাজনৈতিক আলোচনা ।

ওরামের মা রামের দিকে তাকিয়েও

রামের মা , আর তুই ও পারিস। দেখলি লোকটা সবেমাত্র এলো এতো পরিশ্রম করে । এখন এইসব কথা না তুললেই নয় ।

রাম রাগের মাথায় চায়ের কাপটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে-

রাম , খাব না এই চুরির টাকার চা , থাকব না এই চোরের বাড়িতে ।

রাম রাগ করে চলে গেল উপরের ঘরের দিকে।

রামের মা রামের পেছন পেছন-'বাবু , বাবু , শোন'

রামের বাবা চা না খেয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল । সোফার মধ্যে রাখা ছিল তার সেই স্যুট । সেই স্যুট হাতে নিয়ে-

রামের বাবা , যা , যা , কোথায় যাবি চলে যা । দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে , আর আসিস না এই বাড়িতে।

রামের মা রামের বাবার সামনে এসে -

রামের মা , আজ যদি তুমি ছেলেটাকে নিজের দলে নিয়ে নিতে তাহলে আর এই দিনটা দেখতে হত না ।

রামের বাবা , নিজের দলে নিয়ে নিতে মানে ?

আমি কি চেয়ে ছিলাম যে ও রাজনীতিতে আসুক। ভেবেছিলাম যে আমার ছেলে মানুষ হবে, একটা ভালো চাকরি করবে । কিন্তু ও তো রাজনীতিতে আসবে, নেতার ছেলে নেতাই হবে । যেই আমার দলে নেই নি, চলে গেল অন্য দলে । আর আজ তারই এই পরিণাম ।

রাম উপর থেকে একটা বড়ো ব্যাগ হাতে করে নিয়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে ।

ওরামের মা রামকে আটকানোর চেষ্টা করছেও

রামের মা , বাবু , বাবু , শোন , আমার একটা কথা শোন -------।

রাম , না মা আমি আর থাকব না এই বাড়িতে আমি চলে যাচ্ছি , তুমি ভালো থেকো ।

রাম দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল ।

রামের বাবা দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে ।

রামের বাবা , যাদের জন্য চুরি করি তারাই বলে চোর । পাপের ভাগ যদি কেউ না নেয় তাহলে আমি শুধু একা পাপ করতে যাব কেন ?

রামের বাবা দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে ।

রামের মা , তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ ?

রামের বাবা , মরতে যাচ্ছি মরতে । আজ আমি বুঝতে পারলাম সেইদিন রত্নাকরের মনে কেমন আঘাত লেগেছিল ।

রাম ও রামের বাবা দুজনেই বাড়ি থেকে চলে গেল । তাদের চা টেবিলের উপর ওই ভাবেই পরে রইল ।

রামের মা দরজায় বসে কান্না করছে ।

এমন সময় দেখা গেল ত্বথদ্বত্রস্থ টা ধীরে ধীরেষ্টে.) এর দিক থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে ।

আমরা দেখতে পাই রাম ও তার প্রতিবেশী এক ভাই দুজনে মিলেষ্টে.) দেখছে। অর্থাৎ আগে যা কিছু ঘটে গেল তা সবকিছুই রাম ও তার প্রতিবেশী ভাইষ্ট.) তে দেখছিল।

রাম ও তার প্রতিবেশী ভাই দুজনে সোফায় বসে। তাদের সামনে দুই কাপ চা রাখা আছে ।

প্রতিবেশী ভাই - বাঃ তুমিতো একজন দারুণ আভিনেতা ।

রাম মুচকি হাসে ।
প্রতিবেশী ভাই , তুমি আভিনেতো ভালো । তাহলে এখন আর এরকম দ্বন্দ্ব তৈরি করোনা কেন ?
রাম , বয়সের সাথে সাথে মানুষের সব কিছু পরিবর্তন হয় । তখন ছিলাম বাবার ছেলে , আর এখন হয়েছি ছেলের বাবা । এসেছে সংসারের অনেক চাপ । আর এই ব্যস্ততার মাঝে আর পারিনা এই সব করতে । আগে ছড়া লেখা , গান , বাজনা , short film কত কিছু করতাম। এখন আর সময় হয়না ।
প্রতিবেশী ভাই , তুমি ছড়াও লিখতে নাকি ?
রাম , হ্যাঁ লিখতাম তো ।
প্রতিবেশী ভাই , একটা ছড়া শোনাও তো ।
রাম , শাসক বদলে , শাসন বদলে
বদলে দেশের হাল ।
শাসক বদলে , শাসন বদলে
বদলে দেশের হাল ।
শিক্ষিতরা বেকার কেন ? স্বাস্থ্যের অবস্থা বেহাল । স্বাস্থ্য গেছে , শিক্ষা গেছে , গেছে অর্থনীতি
স্বাস্থ্য গেছে , শিক্ষা গেছে , গেছে অর্থনীতি
মানুষে মানুষে মার- দাঙ্গা
এতো নেতাদেরই কূটনীতি ।
প্রতিবেশী ভাই , বা ---- ,বা ----- দারুন অসাধারণ ।
প্রতিবেশী ভাইয়ের ফোন বেজে উঠল। সে তার পকেট থেকে ফোন বের করে -
প্রতিবেশী ভাই , হ্যাঁ মা বল ----- । হ্যাঁ আসছি দুই মিনিট ।
প্রতিবেশী ভাই , বাড়ি থেকে ফোন করেছে যেতে হবে ।
প্রতিবেশী ভাই সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে
প্রতিবেশী ভাই , যাই বল দাদা এবারের কালীপূজোয় কিন্তু নাটকে রামের চরিত্র তোমাকেই করতে হবে ।
ওরাম মুচকি হেসে গ্ল
রাম , ঠিক আছে যা সময় আসলে দেখা যাবে ।
প্রতিবেশী ভাই , ঠিক আছে দাদা তাহলে আমি আসি ।
রাম , ঠিক আছে আয় ।
রাম চায়ের কাপ হাতে নিয়ে শান্তি মতো চা খাচ্ছে ।
অমন সময় একটা ছোট বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায় ।
রামের স্ত্রী রান্ন ঘর থেকে-
রামের স্ত্রী , এই দেখতো বাবু মনে হয় ঘুম থেকে উঠে গেছে
রাম তাড়াতাড়ি চা টাকে শেষ করে
রাম , হ্যাঁ যাচ্ছি ।
রাম চায়ের কাপটাকে টেবিলের উপর রেখে চলে গেল ।

ছুটির দিনগুলি

জয়শ্রী রায়
কলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

আজ মনটা খুব খারাপ এই ছুটির দিনে। ছোটবেলার কথা হঠাৎই মনে পড়ে গেল। ছুটির দিনগুলিতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মামার বাড়ি, মনকে উতোলা করে তোলে আর কত নিশি আনন্দ হইচই কত রকমের খেলা - জোর পুতুলের বিয়ে, লুকোচুরি, রান্না বাটি , ডাঙ্গলি আরো কত কি... ?

হায়রে সেইসব দিনগুলি আজ গেল কোথায় .. ?

একবার তো ডাংগুলি খেলতে গিয়ে এক মহাবিপদ । আমি ডাঙ্গলির গুলিটা ছাড়তে গিয়ে অসাবধানতাবশত দাদুর মাথায় ছড়িয়েছিলাম । দাদু উ বলে উঠতে দেখি দাদুর মাথা থেকে রক্ত ঝরছে ।

দাদু বললো 'এই কে রে.. ?'

পিছন থেকে একটা মেয়ে বলে উঠল দাদু জবা। আমি তখন বিস্মিত হয়ে দাদুর দিকে চেয়ে আছি । এই বুঝি দাদু আমাকে মারবে এই বুঝি মারবে। কিন্তু মারেনি, একটু ধমক দিয়ে বলেছিল ' দেখতে পাওনা আমি আছি তো.. ! ।

সেই কথাটা আজও আমার মনের কোণে উঁকি মারে ! মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে । এইভাবে আজ বিকেলটা গেলেও এবার ফেরার পালা রাত। একটু যদি বই থেকে এদিক ওদিক করেছি তবেই মুশকিল। তবে রাতে শোবার সময় দাদু ,দিদার কাছ থেকে শোনা কত না সেই রূপকথার জগতের গল্প । মৎস্যকন্যা, জলপরীদের গল্প শুনতে শুনতে আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়তাম , আর সকাল হলেই শোনা যেত মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি , মন্দিরে মন্দিরে পুজোর ঘণ্টার শব্দ। ওই দূরে রাখাল ছেলে বাজায় যে বাঁশি ,পাখিদের ডাক আর হাঁসের প্যাক প্যাক শব্দ। তবে আমার মামার বাড়িটা ছিল তিস্তা নদীর ধারে । তাই বেশিরভাগ সময় আমার নদীতে কাটতো , আমি পাথরের ঢিবির উপর বসে নদীর ঢেউগুলা গুনতাম । কখনো কখনো আবার মাঝি মামারা আমাকে নৌকায় করে একটু নদীতে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতেন। আর বাড়ি ফেরার সময় দিদার কাছ থেকে যদিও একটু গালি খেতাম , তবে দিদার গাল ভরা হাসিটা সব সময় পেতাম। এই ছিল আমার ছুটির দিনগুলোর কথা। লিখতে লিখতে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো । পুকুর থেকে হাঁসের দল বাড়ির দিকে যাচ্ছে , পাখিরাও ফিরছে বাসায়। আমাকেও এবার বাড়ি ফিরতে হবে । অতএব লেখা এখানেই শেষ করলাম।

মূল্য

বিবেক কুমার পাল
কলা বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার
ক্রমিক নং - 21AG1444

(১)

-"মা তোমায় কতবার না বলেছি এই এক ডাল-ভাত রোজ রোজ খেতে আমার একদম ভাল লাগে না। আর তাছাড়া বাবা আমায় টাকাতো দেয় খরচ করার জন্যে,আমি তাই দিয়েই কাল থেকে বাইরে খেয়ে আসব। তোমায় আর আমার জন্যে রান্না করতে হবে না"।-বলে ঝাঁঝের সাথে খাবারের টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে তনয়।

তনয়ের মা সুমিত্রা দেবী তখন রান্না ঘরে কিছু কাজ করছিলেন। ছেলের চ্যাঁচামেচিতে বাইরে এসে দাঁড়ান এবং ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

-"বাবু,তুই তো জানিস আমার শরীরটা কিছুদিন ধরে ভালো নেই,আর রান্নার মাসিও কয়েকদিন ধরে আসছে না তাই ওই রান্না করেছি"।

এই কথা শুনে তনয়ের মাথা আরও গরম হয়ে গেল এবং বলে উঠলো,

-"কেন? রান্নার মাসি আসছে না কেন?"

_"ওর-ও শরীরটা কিছুদিন ধরে ভাল নেই,ডেঙ্গু হয়েছে ফোন করে বলেছিল।"-জানান সুমিত্রা দেবী।

-"শরীর ভালো নেই! ফাঁকিবাজ সব, দেখো ঠিক কাজ কামাই দিয়ে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইচ্ছে করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কাজ থেকে তাড়িয়ে দিই, তাহলেই বুঝবে মজা"। তাচ্ছিল্যের সাথে বলে তনয়।

-"বাবু,তোমায় কতো বার বলেছি না গুরুজনদের নিয়ে তুমি এরকম কথা বলবে না। বড়দের সম্মান দিয়ে কথা বলবে সবসময়"- গম্ভীর গলায় বলেন সুমিত্রা দেবী।

এই কথা শুনে আর কোন কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বাইকের চাবি নিয়ে ঝড়ের গতিতে বাইরে বেরিয়ে গেলো তনয়।

সুমিত্রা দেবী ছেলে বেরিয়ে যেতে খাবারের টেবিলের কাছে এসে দেখলেন তনয় একটি ভাতের দানাও দাঁতে কাটেনি। থালায় ভাত, ডাল, সব্জি সেভাবেই রাখা আছে। ভাতের থালাটি নিয়ে তিনি রান্না ঘরে রেখে সোফায় এসে বসলেন। মুখ থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি ভাবতে লাগলেন,

পঁচিশ বছর আগে বিয়ে হয়ে এই সেন বাড়িতে এসেছেন তিনি। উনার বাবার বাড়ি ছিল মধ্যবিত্ত কিন্তু উনার শ্বশুরবাড়ি সেই তুলনায় যথেষ্ট বিত্তবান,শহরের সকলে এক ডাকে চেনে তাদেরকে। উনার স্বামী অর্থাৎ তনয়ের বাবা অমলেন্দু বাবু একজন নামী স্বর্ণ ব্যাবসায়ী। বিয়ে করে যখন সুমিত্রা দেবী এ বাড়িতে আসেন তখন উনার শাশুড়ি জীবিত ছিলেন। গত হয়েছেন বছর খানেক আগে,আর শ্বশুর মশাই তাদের বিয়ের আগেই গত হয়েছিলেন। বিয়ের দুবছর পর তনয়ের জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই তনয় বাবা আর ঠাকুমার বড় প্রিয়,চোখে হারায় তারা তনয়কে। এর যেমন ভালো দিক ছিল তেমনি খারাপ দিকও ছিল। তারা তনয়কে এতটা স্নেহ করার কারণে কোনোদিন তার অন্যায় কাজে বাঁধা দেননি,শাসন করেননি আর সুমিত্রা দেবীকেও করতে দেননি। যখন যা চেয়েছে তা এনে দিয়েছে। সুমিত্রা দেবীর কোন বাঁধাতেই কোন কাজ হয়নি। যার ফল স্বরূপ তনয় হয়ে উঠেছে জেদি,অবাধ্য,অভদ্র। সারাদিন বন্ধুদের সাথে বাইকে করে ঘুরে বেড়ানো, কলেজ কামাই করা,বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেদার বাজে খরচ করা,সকলকে অপমান করা তার নিত্যদিনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুমিত্রা দেবী অনেক চেষ্টা করেছেন ছেলেকে শুধরানোর কিন্তু কোন ফল হয়নি। এক সময় এসব ভাবতে ভাবতেই সোফায় গাঁ এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যে নাগাদ। ঘুম থকে উঠে ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যে দিয়ে রান্নাঘরে এসে রান্না বসালেন তিনি। বানালেন তনয়ের পছন্দের চিকেন বিরিয়ানি। রাত এগারোটার পরে বাড়ি এসে ঢুকল তনয়। সুমিত্রা দেবী সোফায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তনয় বাড়ির ভেতর ঢুকতেই সোফায় মাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো,

-তআমি বাইরে বন্ধুদের সাথে খেয়ে এসেছি,রাতে কিছু খাব নাদ।

-তকিন্তু আমি যে তোর পছন্দের বিরিয়ানি বানিয়েছি।একটু খেয়ে দেখদ।

-ততোমায় তো বললাম আমি খেয়ে এসেছি,আর আমি তো তোমায় বলিনি বিরিয়ানি বানাতে। তাই আর জোর কোরো নাদ।-বলে সে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল।

সুমিত্রা দেবী ছেলের এই ব্যাবহারে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। আর নিজের মনে বলতে লাগলেন,

ত-হাঁ ঈশ্বর,এই ছেলে কি মানুষের ভালোবাসা, সময়, সম্মানের মূল্য কোনদিন বুঝবে না ?দ

(২)

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে কলেজ যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে ঘর থেকে বাইরে এসে দেখে মাকে দেখতে পেল না তনয়। গতকালের ঘটনায় মায়ের ওপর তার অভিমান জমেই ছিল তাই আর সেদিকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে কলেজ চলে গেল সে।

বিকেল নাগাদ বাড়ি ফিরল তনয়, কিন্তু বাড়ি ফিরেই সে দেখতে পেল বাইরের গেটে তালা ঝুলছে। সে ভাবলো মা বোধহয় বাজারে গেছে কিছু কেনা-কাটা করতে। তার কাছে বাড়ির অতিরিক্ত একটা চাবি সব সময় থাকতো। সেটা দিয়েই তালা খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকল সে।

ভেতরে ঢুকে নিজের ঘরে যাওয়ার সময় সোফার সামনে রাখা টি-টেবিলে একটি কাগজ নজরে পড়ল তনয়ের। তার সেটা দেখে একটি চিঠি বলে মনে হল,তাই সে এগিয়ে গেল কাগজটিকে দেখার জন্য। কাগজটি খুলতেই তার অনুমানই সঠিক বলে প্রমানিত হল, চিঠিটি সুমিত্রা দেবী লিখেছেন তনয়কে উদ্দেশ্য করে। তাতে লেখা আছে,

তআদরের তনয়,

আজ সকালে তোমার মামা বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল, দাদুর শরীর খুব অসুস্থ। তাই আমি তোমার দাদুকে দেখতে মামা বাড়ি যাচ্ছি। তোমায় ফোন করেছিলাম জানানোর জন্য কিন্তু তুমি মনে হয় গতকালের ঘটনায় এখনো রেগে আছ। তাই ফোন তোলনি। যাইহোক, আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা করব, তোমার কাছে নিশ্চয়ই টাকা আছে সেটা দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে কিনে খেয়ো, আর সাবধানে থেকোদ।

চিঠিটি পড়ে সোফার ওপর বসলো তনয়। ভাবতে লাগলো বাবা ব্যাবসার কাজে বাইরে গেছে,মা বাড়ি নেই। আজ পুরো রাত বন্ধুদের সাথে বাইরে কাটাবে। তাই সে তার বন্ধুদের ফোন করার জন্য প্যান্টের পকেটে হাত দিলো। কিন্তু তখনই তার মনে পড়ল আজ কলেজে তার হাত থেকে ফোন পড়ে ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং তার আর ফোন করার কোন উপায় নেই এবং এর মানে সে ফোন থেকে খাবার অর্ডারও করে খেতে পারবে না আর সে অনলাইন পেমেন্টও করতে পারবে না।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সে ঠিক করলো বাইক নিয়ে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আজ রাতটা তার বাড়িতেই কাটিয়ে দেবে। সেইমতো সে তৈরি হয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে বাইকের কাছে এলো এবং যেই সে বাইকে বসতে যাবে লক্ষ্য করলো বাইকে পেট্রোল নেই। বন্ধুর বাড়ি এখান থেকে আধ ঘণ্টার রাস্তা। রাগে তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। সে আবার বাড়িতে ঢুকে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। এভাবে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। আচমকা তার পেট খিদেতে মোচড় দিয়ে উঠলো, সে বিছানার ছেড়ে উঠে রান্নাঘরে এল কিছু খাবার রাখা আছে কি না দেখতে। কিন্তু শুধু জ্যাম আর একটা অর্ধেক বাসি রুটি ছাড়া সে কিছুই দেখতে পেল না।

সে একটা প্লেটে করে সেই রুটিতে অল্প জ্যাম লাগিয়ে খেতে বসলো। খেতে খেতে তার আজ প্রথম তার মায়ের হাতের ডাল-ভাতের কথা মনে পড়লো। তার মনে হতে লাগলো যেই রান্নাকে সে কাল তুচ্ছতাছিল্য করে ছিল,এখন সেই রান্নাই যেন তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি সেই খাবার কোনমতে শেষ করে ঘুমতে চলে গেল।

পরের দিন বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙ্গল তার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল সকাল এগারোটা বাজে। আজ রবিবার হওয়ায় কলেজ ছুটি,তাই কোথাও যাওয়ার তারা ছিল না। সে ধীরেসুস্থে তৈরি হয়ে বাইরের ঘরে এসে সোফায় বসলো। খিদেতে তার পেট আবার মোচর দিচ্ছিল কিন্তু কি করবে বুঝতে পারছিল না। উঠে রান্না ঘরে গেল এবং ফ্রিজ খুলল, সেখানে কিছু সবজি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সে হতাশ হয়ে আবার সোফায় এসে বসলো।

সে রাতে তার মানিব্যাগ দেখেছে, সেখানে পরশু রাতে বন্ধুদের সাথে খাবার পর আর এক টাকাও নেই। তার

ডেবিট আর ক্রেডিট কার্ডও গত সপ্তাহে এক্সপাইরি হয়ে গেছে ,মা-ও বাড়িতে কোন টাকা পয়সা রেখে যায়নি সুতরাং তার টাকা খরচ করার কোন উপায় নেই।

এখন কী করবে এটাই যখন সে ভাবছিল তখন তার বাড়ির কলিং বেল বেজে উঠলো। সে উঠে দরজা খুলেতেই দেখতে পেলো তাদের বাড়ির রান্নার মাসি দাড়িয়ে আছে। সে তনয়কে দেখতে পেয়ে বলে উঠল,

-জাদাবাবু,বৌদি আছে ?দ

- তা মা তো দুদিনের জন্য বাইরে গেছেদ।,উত্তর দিল তনয়।

-ও,আমি এখন পুরো সুস্থ হয়ে গেছি। তাই কাজে এসেছিলাম বৌদি যখন নেই,তখন আমি দুদিন পর থেকে আসছিদ।-বলে তিনি চলে যাবার উদ্যোগ নিলেন।

-তা দাড়াও। ভেতরে এসদ।,বলে তাকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে বলল তনয়।

তিনি ভেতরে ঢুকতেই পুরো পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলল তনয়। সে তার জন্য কিছু খাবারও বানিয়ে দিতে অনুরোধ করলো তাকে। সব শুনে রান্নার মাসি তাকে সোফায় বসতে বলে রান্না ঘরে চলে গেল এবং ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই তার জন্য ভাত,ডাল,আলু ভাজা,আর অমলেট বানিয়ে আনলো।

তারপর তনয় যখন খেতে বসলো তখন তিনি সব ঘর ঝাড় দিয়েদিলেন এবং তনয়ের খাবার হয়ে যাবার পর রান্নার বাসন মেজে আর রান্নাঘর মুছে দিয়ে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন,

-রাতের জন্য সব রান্না করা থাকলো। তুমি একটু গরম করে খেয়ে নিয়োদ।

তিনি যেতেই তনয় বিছানায় এসে শুলো। শুয়ে সে চিন্তা করতে লাগলো ,

-কাল এই মানুষটিকে নিয়ে কত কটু কথা বলেছি আর আজ এই মানুষটি না থাকলে বোধহয় না খেয়েই থাকতে হতো।সত্যি সময়ই সবকিছুর মুল্য শিখিয়ে দেয়দ।

সে তার মায়ের সাথে করা খারাপ আচরণের কথাও চিন্তা করে। আর আজ এতদিন পর তার মায়ের জন্য মনটা কেমন করে ওঠে।এমনভাবে একসময় ঘুমিয়ে পরে তনয়।

ঘুম ভাঙ্গে অনেক রাতে,বাড়ির বাইরে গাড়ির আওয়াজে। সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে রাত দুটো বাজে। কিছুক্ষণ পর দরজা খোলার আওয়াজ কানে আসে তার। সেই আওয়াজ শুনে বাইরে সে গিয়ে দেখতে পায় সুমিত্রা দেবী একটি সুটকেস নিয়ে ভেতরে ঢুকছেন। তনয় তাকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে গিয়ে উনাকে জড়িয়ে ধরে এবং বলে ওঠে,

-মা আমি সব কিছুর মূল্য বুঝতে শিখেছি আর আমি এখন থেকে সবাইকে তার যথার্থ মূল্য দেবো।ত

সুমিত্রা দেবী ছেলের এই পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারেন না।তিনি শুধু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

সেই তো 'পুরুষ'

-ঋত্তিকা সাহা
ভূগোল বিভাগ,পঞ্চম সেমিস্টার
ক্রমিক নং -21GE0021

শৈশব হইতে ঘুড়িয়ে নেয় মুখ
বছর ৮-৯ হলেই ,
কষ্ট না করলে পায় না সুখ
একমাত্র 'ছেলে' বলেই ।।
স্বপ্ন তার যেমনই হোক
কবি, লেখক বা গায়ক,
তবুও হতেই হবে তাকে
সংসারের পরিচালক ।।
'পুরুষ' হল সেই,
চিরকাল যার হৃদয় জুড়ে
কান্না ভেঙে আসে,
তবু বুক ফাটে, মুখ ফোটে না
নিজেরে লুকায় সে ।।
কষ্ট, আঘাত, দুঃখে জড়িয়ে
রাখে নিজেকে,
কষ্ট, আঘাত, দুঃখ হইতে
দূরে রাখে সকলকে ।।
সেই তো 'পুরুষ',
যে অধিক সময় ব্যয় করে
পরিবারের সুখে,
সেই অধিক সময় আয় করে
নিজস্ব দুখে ।।

আংটি

-প্রিয়ব্রত দেবনাথ
প্রাক্তন ছাত্র, রসায়ন বিভাগ
ক্রমিক নং-18CH0007

গাড়িটি এসে থামল সুমনের বাড়ির দরজায়। গাড়ির ভেতর থেকেই চারপাশটা বোঝার চেষ্টা করল রজত। সুমনের বাড়িটা শহরের একটা নির্জন গলির কয়েকটা পরিত্যক্ত বাড়ির মাঝখানে। বাড়িতে সুমন একা থাকে। বাচ্চা মেয়েটা ক্যান্সারে মারা গেছে। স্ত্রী-কে ডিভোর্স দিয়েছে। কয়েকদিন যাবৎ কাজের মেয়েটাও আসছে না। অতএব ময়দান ফাঁকা। চুপচাপ গাড়ি থেকে নামল রজত। বাড়ির চারপাশটা আরেকবার দেখে নিয়ে কলিং বেলের সুইচটাতে চাপ দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল।

সুমন বলল - কি-রে ব্যাপার কি তোর ? হঠাৎ করে।

- হ্যাঁ হঠাৎ করেই এলাম।

- কিছু দরকার ?

- সবসময় দরকারেই মানুষ আসে ?

- আয় ভেতরে আয়।

দুজনে ভেতরে এল। ঘরের সোফার একদিকে রজত বসলো। সুমন ফোনটা সেন্টার টেবিলের উপর রেখে রজতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বোস, একটু চা করে আনি'। রজত কিছু বলার আগেই সুমন চা করতে চলে গেল। ঘরে চুপচাপ বসে আছে রজত। কোনো প্ল্যানিং আসছে না মাথায়। মাথায় হাত দিয়ে একটু ভাবতে চেষ্টা করল। হঠাৎ-ই চোখের সামনে আংটিটা ভেসে উঠল। এই তো সেই আংটি। উজ্জ্বল রক্তপ্রবাল আর তার চারপাশ আরও উজ্জ্বল কোন এক অজানা ধাতু দিয়ে তৈরী। হীরের চেয়েও কয়েকগুন বেশি আলো বিকিরিত করছে। চারপাশটা যেন আলোয় ভরে উঠেছে। সেই আলোয় ঘোর লাগে। এমন এক আংটি যা একবার দেখলে চোখ সরতে চায় না। মাস দুয়েক আগে এক পিকনিক-এ গিয়ে প্রথমবার আংটিটা বন্ধু সুমনের আঙুলে দেখেছিল রজত। আংটিটার ইতিহাস-বৃত্তান্ত শোনার কোনও ইচ্ছে জাগেনি রজতের। শুধু জেগেছিল অদ্ভুত এক আকর্ষণ। তাই প্রথমবার দেখেই কোনোরকম ইতস্তত না করে সরাসরি আংটি-টা চেয়ে বসেছিল সুমনের কাছে। সুমন সরাসরিই না বলেছিল। রজতের রাগ চেপে গিয়েছিল। ওই আংটি তার চাই। প্রতিসপ্তাহেই ফোন করত সুমনকে আর ওই আংটি-টা প্রার্থনা করত আর প্রতিবারই সুমন তা প্রত্যাখ্যান করত। তবু হাল ছাড়েনি রজত। ক্রমে আকর্ষণ পরিনণ হল লোভে। ওই আংটি ছাড়া একএকটা দিন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে লাগল। রজত ঠিক করল যে করেই হোক ওই আংটি তাকে পেতেই হবে। তাই আজ সকাল সকাল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সুমনের বাড়ি। শেষবারের মত চাইবে। যদি দিতে না চায় খুন করবে।

ঘোর ভাঙল রজতের। দেখল সুমন আংটিটা ধরে আছে রজতের মুখের দিকে বাড়িয়ে। সুমনের চোখ রজতের লোভী চোখ-দুটোর দিকে আটকে আছে। রজত চোখ সরিয়ে নিল। সুমন মুখোমুখি সোফাটার উপর এসে বসল। তারপর একটু হাসল।

- আংটিটার উপর বড় লোভ তোর। কিন্তু জেনে রাখ ওটা তুই পাবি না।

রজত কি বলবে বুঝতে পারল না। তার চোখ এখন নীচের দিকে। সুমন আংটিটা আঙুলে গলিয়ে পিছন থেকে কি একটা বের করে হাত-দুটো সামনের দিকে উচিয়ে ধরল। মাথা তুলল রজত। সুমন রিভলবারের মাথা তাক করে ধরে আছে রজতের দিকে। মুহূর্তেই ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে বোঝেনি রজত। ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

- সুমন শান্ত হ। আমি শুধু ওটা.....

- চুপ কর। একটা কথাও বলবি না। লোভী একটা।

অবস্থাটা হাতের বাইরে চলে আসছে রজতের। রিভলবার তার কাছেও আছে কিন্তু সেটা পকেটের ভিতর। সুমনের ডান হাতের আঙুল ট্রিগার টানতে শুরু করেছে। রজতের হাতটা সেন্টার টেবিলের উপর রাখা কাঁচের মূর্তির

উপর এসে পড়ল। আর এক মুহূর্ত নষ্ট নয়। কাঁচের মূর্তিটা তৎক্ষণাৎ তুলে গায়ের জোরে সটান মারল সুমনের মাথা লক্ষ্য করে। একটা চিৎকার। তারপর সব চুপ।

মাথা ঝারা দিল রজত। সামনেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওপাশের সোফায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সুমনের দেহটা। সোফার একটা পাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বাম হাতটা দেহের নীচে। ডান হাতটা রিভলবার টাকে সঙ্গে করে সোফা থেকে ঝুলছে। নীচে কাঁচের মূর্তিটা দু-টুকরো হয়ে পড়ে আছে। আস্তে আস্তে ও-পাশের সোফায় গিয়ে সুমনের দেহটার পাশে বসল রজত। তারপর এলোপাথারি সুমনের দেহটাকে নাড়াতে লাগল। কয়েকবার ডাকাডাকি করে কোনো আওয়াজ পেল না। আরেকটু কাছে এসে দেহটাকে উপুর করল। মাথার ক্ষত থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। শ্বাস-প্রশ্বাস আর হৃদস্পন্দন-টা বোঝার চেষ্টা করল। কোনোটাই চলছে না। কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করলো রজত। তারপর সুমনের ডান হাতটা ধরে রিভলবার টা বের করল এবং হাতের আঙুল থেকে আংটি-টা খুলে নিল। খুব ভাল করে নীরিক্ষন করল। মনটা আনন্দে নেচে উঠল রজতের। আংটি-টা নিয়ে বেরোতে যাবে এমন সময় ফোনের রিংটোন বেজে উঠল। আওয়াজ আসছে সুমনের শার্টের পকেট থেকে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফোনটা বের করে আনল। সাথে বেরিয়ে আসলো একটা ভাঁজ করা কাগজ। ফোন আসছে একটা অজানা নম্বর থেকে। রজত সেদিকে নজর না দিয়ে কাগজের ভাঁজ খুলে সেটায় মনোনিবেশ করল। পেনের একটা বড় লেখা।

আমি সুমন সরকার। ঠিকানা হরিশঙ্কর রোড, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা। এটা আমার স্বীকারোক্তি। এখানে আমি যা বলছি তার আগাগোড়া সজ্ঞানে আমি আমার নিজের হাতে লিখছি। তদন্তের স্বার্থে এই স্বীকারোক্তি কাজে লাগবে। তাই লিখছি। আজ থেকে এক বছর আগে ১৮.০৪.২২ তারিখে অফিস শেষে বাড়ি ফিরছিলাম। রাস্তায় খুব তেষ্টা পাওয়ায় বাইকটা একটা সাইডে থামিয়ে বোতল থেকে মুখে জল ঢালতে যাব এমন সময় নজর গেল রাস্তার উল্টো পাশের একটা দোকানের দিকে। দোকানটা অনেক পুরোনো এবং নোংরা। এগিয়ে গোলাম দোকানটার দিকে । দোকানটা যে ঠিক কীসের বুঝলাম না। দোকানটার ভেতরের দিকে অনেকগুলো নোংরা গামছা ঝুলছে। সামনেটাতে কতকগুলো ধুলো পড়ে যাওয়া কাঁচের বাক্স সারিবদ্ধভাবে সাজানো। সেগুলোর ভেতর অজানা দেব-দেবীর মূর্তি রাখা। একটা মূর্তির আঙুলে এক অদ্ভূত আংটি। কি উজ্জ্বল সেই আংটি-র আভা। আংটি টা একবার দেখলেই যেন নেশা লেগে যায়। আমার অবচেতন মন এই নতুন নেশার স্বাদ পেতে মরিয়া হয়ে উঠলো। মনে হল এমন আংটি শুধু আমার কাছেই থাকবে। হঠাৎ কেউ একজন প্রশ্ন করল ,'কী চাই ?'

নেশার ঘোর কাটলো আমার। দোকানদারকে যেন এতক্ষণ দেখতেই পাইনি। আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মূর্তিটার কত দাম জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু দোকানদার বলে এই মূর্তি সে বেচবে না। অনেকবার জোরা-জুরির পরেও কিছুতেই সেই মূর্তি বেচতে দোকানদার রাজি হয় না। আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো। কারোর পরোয়া না করে মূর্তিটা বের করলাম। দোকানদার হতচকিত হয়ে চিৎকার করতে শুরু করেছে। আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে মূর্তিটাকে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে বাইকটা স্টার্ট দিলাম। দোকানদারের গালিগালাজ আমার কানে তখন আসছে না।

বাড়ি এসে মূর্তিটা থেকে আংটি-টা খুলে ফেললাম। ও মূর্তি নিয়ে আমার কাজ নেই। ওটা পড়ে রইলো সোফার কাছটায়। তারপর আংটি নিয়ে আমার দিন কাটতে লাগলো। এমন নয় যে আমি সারাদিন ওটা নিয়েই থাকতাম। অফিসে যেতাম। সময়মত বাকি সব কাজ-ই করতাম। শুধু বাড়িতে স্ত্রী-মেয়ের জন্য আমার কোনও সময় ছিল না। সেই সময়টা কাটত আংটি-র নেশায় বুঁদ হয়ে। দরজা বন্ধ করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতাম আংটির দিকে। তারপর কখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত বুঝতাম না। কখনো রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটত। বুঝতে পারতাম আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন আসছে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের কারণ আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। স্ত্রী-মেয়ে-এর আমার প্রতি বিরক্তি ক্রমেই বাড়তে লাগলো। আমি পাত্তা দিতাম না। ওসব ফালতু বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় তখন আমার ছিল না। সকালে অফিস যেতাম তারপর ফিরে এসে বাকি সময় কাটত ওই আংটি নিয়ে। ব্যাপারটা এমন জায়গায় পৌঁছোল ওই নির্দিষ্ট সময়ে আংটি না দেখতে পেলে পাগল পাগল লাগত। একদিন অফিস থেকে ফিরে সবে আংটিটা নিয়ে বসেছি মেয়ে এসে হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে বলছে ,'বাবা ঘুরতে নিয়ে চলো'। নেশামিশ্রিত রাগ তখন আমার সারা শরীরে আগুনের মতো জ্বলছে। দিগ্বিদিক জ্ঞান শুন্য হয়ে মারলাম সজোরে মেয়ের গালে। মেয়েটা পরে গেলো। আর উঠল না। মেয়েটাকে মেরে ফেললাম যে মেয়েটার কয়েকদিন আগে ব্রেন ক্যান্সার ধরা পড়েছিলো। সেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না তাই ব্যাপারটা চালিয়ে দিতে সুবিধা হয়েছিল

ইমার্জেন্সি বলে। স্ত্রী বোধহয় সন্দেহ করেছিল তাই তারপর থেকে আমার কাছে খুব একটা আসতো না। এরপর এমন দিন আসল স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গেল । ডিভোর্স-এর নোটিশ পাঠাল। দিনের পর দিন অফিস না গিয়ে আমার চাকরিটাও চলে গেল। সব শেষ। তবুও নেশার ঘোর আমার কাটল না। আমি তখনও একভাবে সেই আংটি নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। বাকি জীবনের উপর কোনো মোহ অবশিষ্ট ছিল না আর। আমার জীবন তো শেষ হয়েই গেছে। তা নিয়ে আর কোনো ভাবনাও আমার নেই। কিন্তু সম্প্রতি আমার এক বন্ধুর নজর পড়েছে এই আংটির দিকে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কল আসে ওর। আমি প্রতিবারই না করে দিয়েছি। আংটির প্রতি আকর্ষন ক্রমেই বাড়ছে ওর। আমার নেশা দিন দিন কমে আসছে আংটির উপর। বুঝতে পারছি আমার নেশা ওর মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। আংটি নতুন শিকার খুঁজছে। আমি জানি এটা পেলে ওর অবস্থাও আমার মতই হবে। ওরও জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কোনো মতেই এটা ওর হাতে পড়তে দেওয়া যাবে না। ওকে সাবধান করবো। দরকার হলে খুনের ভয় দেখাব। তারপর এই আংটি ফিরিয়ে দিয়ে আসব সেই দোকানে।

সুমন সরকার
১৭.০৬.২৩

ধপ করে সোফার উপর বসে পড়ল রজত। চোখ থেকে জল ঝরে পড়লো। গালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ আংটিটার দিকে দেখল। তারপর নীচে থেকে মূর্তির একটা ভাঙা টুকরো তুলে কয়েক-ঘা মারলো আংটিটায়। আংটিটা থেকে এখন প্রবালটা আলাদা হয়ে গেছে। রজতের নজর ওই আংটির উপর তো নয়। আংটি-র মধ্যে থাকা ওই প্রবালটার উপর। প্রবালটা হাতে নিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। মুখে ফুটে উঠলো একটা হাসির রেশ।

আমি অসহায়

-দেবিকা উরাও
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার
ক্রমিক -22PS0004

জানেন সামনে পঞ্চায়েতের ভোট, আমার এখন কত গুরুত্ব বাড়বে। সারা রাজ্য জুড়ে আমারই চর্চা হবে। আমাকে এতদিন যে জড় বস্তু ভেবে ফেলে রাখা হতো, সবাই আমার গুরুত্ব বুঝবে এবার । আমি জলপাই রঙের । না না আমাকে ভুল ভাবছো জলপাই রং বলে আমি তৃণমূলের প্রতীক নই, নই আমি বিজেপি, নই আমি কংগ্রেস, নই আমি কোন বিরোধী দলের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি তো সেই গণতন্ত্রের প্রতীকী যেখানে সযত্নে রক্ষিত থাকে আমজনতার একান্তই নিজের গোপন মতামত। সংবাদপত্রের সূত্রে জানতে পারি আমার জন্ম নাকি ইংল্যান্ড ! আচ্ছা চিনতে পারলে কি আমাকে?

কিন্তু একি যেদিন আমি সবচেয়ে গৌরবের বিষয় হবো মনে করছিলাম সেদিনই আমাকে সবচেয়ে অসহায় মনে হচ্ছে । আমার সম্মান তো দূরের কথা আমার মানটুকু রাখা হচ্ছে না । আমি বড়ই অসহায় জানো কেউ আমাকে লাথি মারছে, কেউ আমাকে আগুনে পুড়াচ্ছে, কেউবা জলে ডুবোচ্ছে, জানো কতই না অসহায় বোধ করছি আমি। এক কিশোর, পরণে যার সস্তার টি-শার্ট আর হাফ প্যান্ট, আমাকে কোলে নিয়ে পোঁ-পোঁ দৌড়, কে জানে কোন তেপান্তরের উদ্দেশ্যে !

আমি তো জানতাম গ্রামে সহজ সরল মানুষ থাকে। তারা আমার মর্ম ভালোভাবেই বুঝবে। আমার হাতে যেহেতু নিজের সর্বোচ্চ নাগরিকত্বের অধিকার তুলে দিচ্ছে, আমিও তার মান রাখবো। কিন্তু আমি নিজে অসহায়। আমি তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারলাম না, পারলাম না সেই শতাধিক সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে

জীবনের একমাস

-ইন্দ্রজিৎ বর্মণ
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার
ক্রমিক নং -21BN0064

১৯৯০সালের ঘটনা।

কানাডার একটি ছোট গ্রাম বিটেন লেকে রাত ১টার পর অনেকে একজন ভয়ংকর চেহারার ব্যাক্তিকে দেখতে পায় ।প্রায় দিন কেউ না কেউ সেই ব্যাক্তিকে দেখতে পেয়ে পরদিন সকালে এসে এলাকাবাসীদের বলে ,যার ফলে এলাকাবাসীর মনে দিন দিন সেই ব্যাক্তিকে নিয়ে ভয় বেড়ে যায়।

জর্জ নামে এক ব্যাক্তি রাতে বাড়ি ফেরার পথে যখন সেই ভয়ঙ্কর চেহারার ব্যাক্তিকে দেখতে পায় ,তার পরদিন সকালে জর্জ জ্বরে কুপকাত হয়ে পড়ে ।জর্জের স্ত্রী এলিনা ছিলেন একজন ধার্মিক নারী ।

স্বামীর ও এলাকাবাসীর কথা শুনে এলিনার সন্ধেহ ছিল তাদের এলাকায় রাতে কোনো ভুত কিংবা দৈত্য ঘোরাফেরা করে।

তাই এলাকার সবচেয়ে বড়ো গির্জার প্রসিদ্ধ পাদ্রী ফাদার জোসেফকে এলিনা এসকল কথা জানায় ।এলিনার কথা শুনে ফাদার জোসেফ সেই অজ্ঞাত ব্যাক্তির সন্ধানে রাত ১টার দিকে এলাকাবাসী সহ তাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন।

ঠিক ১০ মিনিট খোঁজার পর সেই ব্যাক্তিকে এলিনা দেখতে পায় ।এলাকাবাসীরা প্রথমে ভয় পেলেও ফাদার জোসেফ থাকায় সেই ভয়কে জয় করে সেই অজ্ঞাত ব্যাক্তির ওপর মশাল ছুঁড়ে মারে ।এলাকাবাসী ভাবে শেষমেশ বিটেন লেক দৈত্য মুক্ত হলো।

কিন্তু পরদিন সকালে যেই স্থানে সেই দৈত্যকে পুড়িয়ে মারা হয় সেই স্থানে প্রচুর ভিড় দেখা দেয় ।

দৈত্যর দেহের সামনে দুইজন বৃদ্ধ দম্পতি কাদঁছিলেন।

শেষে ঘটনাটি পুলিশের কাছে পৌঁছায় ।সেই সূত্র ধরে জানা গিয়েছিল ,আসলে সেই ব্যক্তি কোনো দৈত্য কিংবা প্রেতাত্মা ছিল না ,তার নাম রে রবিনসন ।

ছয় বছর বয়সে রে রবিনসন মাঠে খেলতে খেলতে একটা গাছের ডালে একটা পাখিকে আটকে থাকা অবস্থায় দেখতে পেয়ে শিশু হৃদয় ,সেই পাখিটিকে মুক্ত করতে যায়। এমন সময় গাছের পাশে একটা ইলেকট্রিক কেবল কে সে ভুল করে হাত দিয়ে বসে যার ফলে রে রবিন এর পুরো মুখ ইলেকট্রিক শর্ট এর কারণে ঝলসে যায় এবং তার মুখের টিসু গুলো ফুলে যায় ।পরদিন রে স্কুলে গেলে তার সহপাঠক বন্ধু বান্ধব তাকে দেখে ভয় পেয়ে যায় ,কেউ কেউ তার ওপর পাথর ছুঁড়ে মারে ।

কিছুদিন পর রে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় ।কোনো পার্টি কিংবা অনুষ্ঠানে রে কে দেখলে সবাই ঘেন্না,ভয় ও খিল্লি করত।এমনকি একদিন রে এর মা রে কে দেখে ভয় পেয়ে যায় ।সেই থেকে অভিমানে সে তার চেহারা তার মা ,বাবাকে দেখানো বন্ধ করে দেয় ।রে তারপর থেকে বেসমেন্টের একটা অন্ধকার রুমে জীবন কাটায়।তার মন বাইরে যাবার জন্য ছটপট করত,কিন্তু সে জানে মানুষেঢ় চোখে সে কতটা ঘেন্নার ।

বন্দি থাকতে থাকতে সে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ।প্রায় ২০বছর পর রে বাড়ি থেকে বের হয় ।গত একমাস নাগাদ সে রাত ১টার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে খোলা আকাশের মোহে।

গত কুড়ি বছর ধরে সে নিঃসঙ্গ ছিল তার বন্ধু বান্ধব ,ভালোবাসার মানুষ কেউ ছিল না ।তবে বিগত একমাস ধরে তার ভালোবাসার সঙ্গী নদী,কথাবলার সঙ্গী চাঁদ , প্যাঁচা এদের পেয়েছিল ।তবে সেই রাতেই এলাকাবাসীর দ্বারা রে রবিনসনের মৃত্যু ঘটে ।

যেই রে রবিনসন পাখিটির জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন নষ্ট করে দিল ।দৈত্য সন্দেহে তাকে মেরে মানুষ তাকে বুঝিয়ে দিল জীবন মানেই স্বার্থ
এই ছিল জীবনের একমাস।।

মাঝরাত

-স্মৃতি সরকার
ভূগোল বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার
ক্রমিক নং -21GE0038

টুং টুং করে এলার্মটা বেজে উঠল। ফোনের ঘড়িতে তখন ৪টা বেজে ৫ ঝিম ধরা মাথা নিয়ে বাথরুমে গেলাম, ফ্রেস হলাম , স্নানের পর একটু সতেজ লাগছে আমার গল্ডুটা (পোষা কুকুর) সকাল থেকেই দৌড়দৌড়ি, খেলা শুরু। ওকে এমন চঞ্চল দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগে আমায় দেখেই দৌড়ে এলো, একলাফে কোলে। আমি একটু আদর করে দিলাম, চুমু খেলাম , তারপর ওকে খেতে দিলাম এবার আমি গেলাম সোজা রান্না ঘরে , দুধটা গরম করে কর্ণফ্লেক্স খেলাম। সকালের খাওয়া বলতে আমার এইটুকুই ঘড়িতে তখন সকাল ৮.৪৫ পেশাগত ভাবে আমি একজন শিক্ষিকা তাই কলেজ পৌছতে হয় আমায় ১০.৩০ এর মধ্যে। কোনোদিন আবার তার আগে, কোনোদিন পরে ছাদে গেলাম একটুখানি। আমার একমুঠো সুখ এখানেই , নানান রকম গাছের রকমারি বাহা। ওদের খেতে দিলাম , মানে জল আর কি ! নীচে নেমে রেডি হয়ে নিলাম , দুপুরে খাওয়ার জন্য গল্ডুকে খেতে দিলাম, যদিও আমি জানি ও টা আগেই খেয়ে নেবে বাইরের গেট লক করে বেড়িয়ে পড়লাম ঘড়িতে ১০টার একটু আগেই ...

এখন বাজে ৪ টা, কলেজ ছুটির সময় । দুপুরে ক্যানটিন থেকে পুরি তরকারি খেয়েছিলাম, আর এক প্লেট মোমো কলেজ থেকে যখন ফিরছি পশ্চিমের আকাশ তখন লাল, সময় যেন বলছে বেলা শেষ। এবার আবার বাড়ি ফেরার পালা বাড়ি পর্যন্ত টোটো পাওয়া গেলেও আমি এই টাইমটা হেঁটেই যাই , ভালোলাগে রাস্তাঘাটে কতরকমের মানুষ কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে । অফিস করা লোকদের বাড়ি ফেরার তাড়া দেখলে মনে হয় যেন বাড়িতে কেউ বুক ভরা উষ্ণতা নিয়ে অপেক্ষা করছে কেউ , হয়ত তার জন্যই আবার কতকেউ আড্ডা দিচ্ছে চায়ের, ভাজা পোড়ার দোকানে হয়ত বাড়ি ফেরার অদম্য ইচ্ছা আর নেই, বাইরের এই আবহাওয়াই যেন অনেক সুখের আমি দোকান থেকে একটা আইস ক্রিম কিনলাম , আইস ক্রিমটা আমি সারাবছর সারাক্ষণই খেতে পারি। ঠান্ডা লাগার ভয় নেই, অভ্যাস হয়ে গেছে রান্নার সখ কোনো কালেই আমার ছিল না ,এখনও নেই , ভাবছি কিছু একটা কিনে নেই।শুনেছিলাম মোড়ের মাথায় বসা দোকানে বিড়িয়ানিটা খুব সুন্দর বানায়, আজ ট্রাই করা যাক বাড়ি ফিরে তালা খুললাম , আমার আওয়াজ শুনে পাশের রুম থেকে বেরিয়ে এল গোল্ডু, এতক্ষণ ঘুমচ্ছিল নিশ্চই । হাতে পায়ে অলসতা নিয়ে আমার কাছে এলো, লেজ নেড়ে বলল কি এনেছো মা আমার জন্য ? ওকে এক প্যাকেট বিস্কুট খুলে দিলাম আইস ক্রিম কেনার সময় এটাও কিনেছিলাম। ওর জন্য রোজ কিছু না কিছু আমি আনি, এটাও অভ্যাস হয়ে গেছে জামা ছেড়ে ফ্রেস হলাম গোধূলী শেষে সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে চারিদিকে আমি ঠাকুর দেবতা , মূর্তিতে বিশ্বাস করি না তবে তাদের শক্তিতে আমার বিশ্বাস আছো। সন্ধ্যা দিলাম , পূজোটা সকালেই দিয়ে গেছিলাম সারাদিন ঠিকঠাক গেলেও এই রাত্রি আমার জীবনে কেমন যেন অন্ধকার নামিয়ে দেয় ছাদে গেলাম, বেলী গাছে আজ অনেক ফুল ফুটেছে, তার সুগন্ধে চারিদিকে মুগ্ধ পরিবেশ । দুটো রজনীগন্ধার বাল্ব গত বারের বর্ষায় লাগিয়েছিলাম , এখনও তাতে ফুলের দেখা নেই । আমার ছাদে একটা ছোট্ট পুকুর আছে, তাতে রং বেরংগের মাছ। হুম সবটাই পছন্দের বলে । খেতে দিলাম তাদের নয়নতারা , স্থলপদ্ম গাছ টা কেমন ঝিমিয়ে গেছে অতিরিক্ত রোদের তাপে মনে হয়, জবাগুলো দেখলে আমার ভীষণ ভালোলাগে , কর রং কত সুন্দর , গোলাপের ফুলগুলোর সাইজ একটু ছোটো হয়ে গেছে, এটা সিজন নয় তাই হয়তো সারাদিন বাড়ি থাকিনা অত যত্ন করতে পারিনা তাই হয়ত নন্দিনী গুলো মরে গেল। সঠিক ভাবে যত্ন না পেলে , সময় না দিলে , গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বুঝি তা মারা যায় , বাচাঁনোর সুযোগটুকুও পাওয়া যায় না। যতই মনখারাপ হোক না কেন ছেড়ে সে যাবেই মনখারাপের সময় এখানে এলে আমার মনটা টুক করে খুব ভালো হয়ে যায়। এত ততক্ষনাৎ সুখ মনে হয় আর কোথাও পাওয়া যায় না , মানুষের কাছে তো নয় ই সূর্য ডুবে রাত্রি হলেও চারিদিকে আলো আছে , কৃত্রিম আলো আমার ছাদ থেকে চারিদিকটা তুলনামূলক ভাবে শান্ত থাকলেও মাঝে মাঝে পাশের বাড়ি থেকে চিৎকার শোনা যায়, দাম্পত্য কোলাহল দাম্পত্য কোলাহলটা একটু অদ্ভুত। সারারাত ঝগড়া করে বিছানার দুই দিকে

মুখ করে ঘুমবে , আবার সকাল হলেই যে যার কর্তব্য পালনে ব্যস্ত । আবার কোনোদিন দেখা যাবে দুজনেই সেজেগুজে চলল ঘুরতে , তখন তাদের দেখে কেউ বলবে না বা বিশ্বাস ও করবে না যে গত পরশুও তারা ঝগড়া করে স্পর্শ ছাড়া আলাদা হয়ে শুয়েছে দাম্পত্যদের তাই দূর থেকে বোঝা মুশকিল, দুর্ভেদ্য ! মনের খবর তারা কেউই রাখে না , তারা ভুলে যায় সব এক প্রকার বাধ্য হয়ে , মুখ বুজে, তাছাড়া তাদের আর কিছুই করণীয় নেই ভাবতে ভাবতে কখন যে ৯টা বেজে গেছে হুস নেই । ডাকতে ডাকতে হাপিয়ে গিয়ে কোনো সারা না পেয়ে সে গল্ডু নিজেই ছাদে এসেগেছে নীচে এলাম, ওকে খেতে দিয়ে নিজে খেলাম খাওয়া শেষ, ঘড়িতে তখন ১০.৩০ আমার আগেই ও ঘুমতে চলে গেছে। মস্ত বড়ো কুম্ভকর্ণ একটা, ঘুম আর শেষ হয় না ওর এমন ঘুম দেখে আমার খারাপ লাগে নিজের প্রতি। ঠিকমত কবে ভালোকরে ঘুমিয়েছি মনে নেই রাত বাড়লেই আমাদের মত মানুষ যাদের কেউ নেই মনের কথা বলার মতন, নেই সারাদিনে কি কি করলাম আজ বলার মতন লোক , যারা কারও ওপর জোড় খাটাতে পারে না , পারে না অধিকার রাখতে , যারা পারে না কষ্টগুলো বিলিয়ে দিতে লোকের মাঝে তাদের কাছে এই মধ্যরাত হল পুরোনো ক্যাসেড পুনরায় চালানো কে কবে কি করেছিল সব পুনরায় ভাবা ফ্রিজ থেকে এক কোয়াটার হুইসকি বের করলাম, সাথে কিছু আইস , আর কিছু চানা একচুমুক দিয়ে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে হয় সত্যি মানুষ বড়ই একা ! জন্ম থেকে মৃত্যু মানুষ একাই , একাই পথ চলা তবে মানুষ কি চায় আদেও একা থাকতে ? মানুষ মাএই তো গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার কথা ভাবে , ভাবে একটা ছোট ঘর , স্বামী সংসার নিয়ে ছোট সংসার , যেখানে অনাহার আসুক দারিদ্রতা আসুক তবুও ভালোবাসা থাকুক পূর্ণ। গোলা ভরা ধান না থাকুক , একে ওপরের প্রতি ভরসা থাকুক, থাকুক বিশ্বাস কজন মানুষই বা তা পায় , সেই তো ভালোবাসাকে বিক্রি হতে হয় বাজারে ভালোবাসা , ভরসা যেন আজ ঠুনকো , এই পৃথিবীও যে সত্য ভালোবাসার প্রমাণ রাখে তা ভাবলেই অবাক লাগে আচ্ছা মানুষ চাইলেই কি সুখ পেতে পারে না ? তবে কেন তাদের বিলীন হতে হয় অমর্যাদা, অবিশ্বাস, অসম্মান এর কাছে ? উওর কারও জানা নেই আসলে মানুষ নিজেকে খুবই মহৎ ভাবে ,মনে করে তারা যা ভাবছে বুঝি সেটাই ঠিক। মানুষ মাত্রই স্বার্থপর তাদের কাছে নিজের মতামতটাই প্রধান, সামনের জনের মতামত, মন, তার ভালো-মন্দ ভাবার তাদের সময় নেই তারা শুধু এইটুকু ই বোঝে যে সে শুধু মাএ সেই ঠিক বাকি সবাই ভুল ভূলবুঝতে যেই সময়টুকু তারা নষ্ট করে সেই সময়টাই যদি তারা তাদের বুঝতে তাদের ভালোবাসতে ব্যবহার করত , আজ তবে নিসঙ্গ মানুষের সংখ্য অনেকাংশে কম হত ঢং ঢং করে ঘড়ির কাটাঁ জানান দিল বারোটা বেজেগেছে ঘড়িতে এবং জীবনেও চারিদিকে এক অদ্ভূত শান্ত পরিবেশ ঠিক যতটা উওাল আমার মন গল্ডুর জিভটা ঘুমের ঘোরে বেরিয়ে এসেছে। আজ অনেকটাই খেয়ে ফেলেছি, ওঠার মতো ক্ষমতা নেই। ধীরে ধীরে চোখ বুজে এলো চারিদিকটা অন্ধকার হয়ে এলো। ধীরে ধীরে নির্জনতা গ্রাস করেছে। ধীরে ধীরে চারিদিক শান্ত হয়ে গেল, কেউ কোথাও নেই একদম ফাঁকা একদম ফাঁকা , আমার হৃদয়ের মতো !!

বন্ধু তুমি অনেক দামি

-প্রিয়া রানী সরকার
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার
ক্রমিক নং- 21BN0054

বদলে গেছে অনেক কিছু,
বদলে গেছো তুমি।
পরিস্থিতির চোরাস্রোত,
তলিয়ে গেছে আমাদের আমি , তুমি।
কিছুটা দোষ তোমারও ছিল,
কিছুটা ছিলো আমার।
করিনি চেষ্টা দু-জনে কেউ,
একে অপরকে আর একটু বোঝবার।
অভিমানের জায়গাটা,
ছিলো এতটাই গাঢ়।
দু-জনে দুজনার কাছে,
যাইনি ফিরে একবারও।
সময়ের জল গিয়েছে গড়িয়ে,
বয়স বেড়েছে আরও।
বুকের কাছে শূন্যতাটা,
হয়েছে অনেক বড়ো।
এত বছর পরেও বন্ধু,
তোমায় খুঁজি আমি।
মনের এই ফুলদানিতে,
তুমি যে সবথেকে দামি।

পুরুষ তোমার জন্য

-জ্যোতি বেসরা
বাংলা বিভাগ. পঞ্চম সেমিস্টার
ক্রমিক নং- 21BN0004

"Joh Mard Hota Hai Usse Dard Nahi Hota" এই সংলাপ টি কমবেশি সকলের জানা কিন্তু আমি বলবো এই সংলাপটা আসলেই সত্য নয়। আসলে তো Mard Ko Bhi Dard Hota Hai. প্রেমে গেলে সম্পর্ক দমরে মুচরে গেলে পুরুষেরও চোখ থেকে জল পড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুছে দিতে হয় নইলে সমাজ বলবে পুরুষ মানুষ হয়ে কাঁদছে। প্রতি বছর দুর্গা পুজো, সরস্বতী পুজোয় যখন এক ঝাঁক প্রেমিক প্রেমিকা হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়, সেইখানে একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবে যে সবকিছু থেকে দূরে কিছু পুরুষ একা একা ঘুরে বেড়ায়। আবার কিছু ছেলে আছে যারা তার প্রাক্তনকে ভুলতে না পেরে এখনও বিয়ে করেনি। আছে! আছে! এমন পুরুষও আছে যারা এখনও টিউশনের মাইনে দিয়ে প্রেমিকার পছন্দের ফুল কিনে দেয়। আবার এমনও অনেক পুরুষ আছে যারা তার প্রিয় মানুষটির প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাকে পেতে চায় না, এমন তখনি হয় যখন সেই পুরুষ জীবনে স্ডত্বত্বএস্ত্রস্ডক্তুতে পারে না। কিন্তু সেইসব পুরুষ ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যেতে থাকে। তখন আর ভালোর থেকে ভালো জিনিসগুলো চাওয়া পাওয়ার কোনো ইচ্ছো থাকে না। সকলের জানা কথা পুরুষ মানুষ সহজে কাঁদে না, তবুও যদি কাঁদে তবে বুঝতে হবে সত্যিই কষ্ট পেয়েছে। পুরুষের কান্নার দৃশ্য ভয়াবহ, পুরুষের কান্নার কারণ তীব্রতর হয়। তবুও পুরুষ কাঁদে, কাঁদে চার দেওয়ালের আড়ালে। ক্ষ্ম পুরুষ ক্ষ্ম শব্দের প্রতিশব্দ হওয়া উচিত টাকা, স্যাক্রিফাইস ও মুখ বুঝে সহ্য করা।

আমার আমিটাকে বাঁচিয়ে রেখো

- রিপন সরকার
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার
ক্রমিক নং -21BN0045

কিছু কিছু সময় এমন হয়, যখন নিজের সাথে একান্ত ভাবে সময় কাটাতে ইচ্ছা করে, মিশতে ইচ্ছে করে। কারণ সব থেকে ভালো, নিজের উপলব্ধি নিজের ব্যাপারে সব থেকে ভালো করা যায় । নিজের মধ্যের চলতে থাকা অনবরত এক যুদ্ধের বিরতি টানা যেতে পারে। শিলিগুড়ি শহরের খুব কাছে থাকার দরুন কখন যে এই শহরটা একান্ত নিজের হয়ে গেলো সে আজ আর মনে করতে পারি না । এই মহানন্দার ঘাট, কুমোরটুলি পাড়া, রাস্তার দোকান পাট, পুরোনো গলি, বাড়ি গুলো বড্ডো ভালোলাগে। এমন অনেক দিন হয় অফিস থেকে ফেরত আসার সময় বা এমনি মন খারাপ হলে চলে আসি এই মহানন্দা পারে। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় নিজেও জানি না। আর তার সাথে মন খারাপটাও কিছুটা হলেও কমে ।

জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তো কম হলো না , অনেক ভালো মন্দ ঘটনা, চেনা মানুষগুলো, ভালোবাসার মানুষগুলোর বদলে যাওয়া যেন প্রতি মুহূর্তে আমায় বদলে যেতে বাধ্য করেছে, সাহায্য করেছে। ঠিক তেমনি যখন এই পরিবেশের কাছে গিয়ে বসি তখন যেন সেই মুখোশের আড়ালে আমি আমার নিজের আমিটাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি ।আজও যদি কেউ আড্ডা মারার কথা বলে আমার প্রথম পছন্দ এই মহানন্দা ঘাট। জীবন আমায় অনেক কিছু দিয়েছে, আবার অনেক কিছু নিয়েও নিয়েছে , এইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই জায়গা আমায় কখনো ফিরিয়ে দেয়নি, নিরাশ ও করেনি কখনো।

তাই ভালো থেকো, আর এই ভাবে আমার আমিটাকে বাঁচিয়ে রেখো।

বিদায় কলেজ জীবন

-মহ. খাজা
ষষ্ঠ সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ
ক্রমিক নং -21HS0006

প্রথমে ভেবেছিলাম college শেষ দারুন মজা। এখন সকালে ঘুমাতে পারবো, কিন্তু না যখনই ভাবছি কালকে আর college নেই তখনই মনের ভিতরে যেন একটা চাপা কষ্ট হচ্ছে। প্রথমে online এ ক্লাস হলেও পরে offline এ ক্লাস শুরু হয় । কতো বন্ধু হয় নতুন। তাদের সাথে এতোগুলো দিন পার করলাম, কিন্তু তাদের সাথে হয়তো exam এর পরে আর দেখা হবে না কোনোদিন। স্মৃতির পাতায় থেকে যাবি তোরা সারা জীবন। হয়তো সেই কলেজ যাওয়ার গলি আর দেখা হবে না।হালিমা তোকে সকালে ফোন করে আর কোনো দিন বলা হবে না 'কীরে আজকে কলেজ যাবি?', কিন্তু মনে থাকবে তোর কথা। সেই campus সেই canteen সেই class room খুব মনে পড়বে। আর পার্থ, সঙ্গীতা,জয়া,প্রীতম, শাহজাহান, সোমা, সুস্মিতা, নিকিতা, রেখা, প্রীতি তোদেরকে তো কোনো দিন ভুলতে পারবো না। তোরা আমার বন্ধু বান্ধবী কম, ভাই বোন বেশি ।

মানুষ চিনতে শেখা সেই চার দেওয়ালে আটকে থাকতো দিনটা পুরো প্রোজেক্ট আর প্যাকটিক্যালে । আড্ডাবাজি বেশ ছিল, কারণে হোক বা অকারণে, বন্ধুত্বের আর স্মৃতির জন্য ভালোবাসার এই প্রতিষ্ঠান ।

চোখের সামনে বন্ধ হল কলেজের মেনগেট ,
ছেড়ে গেল গোটা কলেজ আর কলেজমেট !

বর্ষা

বিবেক প্রধান
বাংলা বিভাগ , পঞ্চম সেমিস্টার
ক্রমিক নং-21BN0061

পূরবী বহে গগনে,
প্রকৃতি গায় গান,
বর্ষাধারার সুরে,
বৃক্ষের বঙ্কিম অধরপুটে,

সহস্র জলরাশি চুম্বন হানে ।
চাতকেরা চাহিয়া গগন পানে,
করে নিজ তৃষ্ণার নিবারণ,
বর্ষাধারায় আজি মত্ত ভুবন ।

বেলি-জুঁই-কুসুম যত ফুটে ,
নিজ সুরভী-রূপ লাবণ্য লয়ে,
প্রেম সঞ্চয়ী কমলকুসুম ফুটে,
মানব কুলের হৃদয়ে ।

বর্ষার রূপের অপার গুণে হায়,
প্রভাবিত ভুবনের সকল প্রাণীকুল, সবুজ সম্প্রদায়

আগুন

-টনি রায়
কলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার
ক্রমিক নং -২১৬৯০৩৫৯

পাশানের মনে জ্বলছে আগুন
দেখছে না এই অন্ধ কানুন।
চারিদিকে জ্বলছে আগুন
শান্তির আগুন শান্তির আগুন
মায়ের সামনে জ্বলছে আগুন
সে যে শান্তির আগুন।
তবে কেন হায় মা কেঁদে যায়
ঘরের বারান্দায়।

অভিজ্ঞতা

-স্নেহা দাস
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার
ক্রমিক নং -21BN0063

ভাবিনি তুমি জীবনে প্রেম হয়ে আসবে,
কিন্তু তুমি এসেছিলে ঝড়ের মতো,
তোলপাড় করে দিয়ে মনের বনভূমিতে
এসেছিলে তুমি।

কিন্তু তোমাকে ধরে রাখার ছিল না আমার সাধ্য
তুমি থাকবে না আমার এটা বোঝেনি মন অবাধ্য।
ভালোবাসা, আবেগের কোনো গুরুত্ব নেই তোমার কাছে,
তবে কেন এসেছিলে তুমি?

তোমার ভালোবাসা ছিল অবজ্ঞায় আর অবহেলায়,
একবার ফিরেও দেখোনি তুমি যাবার বেলায়।

তোমার স্বপ্নে হয়তো আমি কখনো আসিনি,
ভাসিনি কখনো তোমার কল্পনার ভেলায়।

ভাবতে ভালো লাগে তুমিও হয়তো ভালো বেসেছিলে,
আমার অপেক্ষার মর্যাদা রাখতে দেখা করতে এসেছিলে।
আচ্ছা আড়ম্বরপূর্ণ প্রকাশনাই কি ভালোবাসা?

সেটাও তো প্রেম যা থাকে মনের গভীরে, থাকে অন্তরালে।
তোমার কাছে হয়তো উন্মওতাই ভালোবাসা,
মূল্যহীন সেই নোনা জলের দাগ আমার গালের।

তবে আফশোস করি না কিছুর, করতেও নেই,
ভুলের অভিজ্ঞতাই তো শেখায়, বানায় আরও পরিণত।
জীবনটা ঠিক যেন কলেজ আর ভুলগুলো শিক্ষকের মতো।

জীবন তো চলমান, হয়তো আমি রোজ রাতে একা বসে কাঁদি।
কিন্তু ঠিক আমারই মতো আমার কলমও আশাবাদী।

নারী

- সালমা খন্দকার
প্রাক্তন ছাত্রী,বাংলা বিভাগ
ক্রমিক নং -21BN0005

নারী মেয়ে,নারী স্ত্রী
নারী মাতা, নারী অবলা
সবাই তো এটাই ভাবে !
তাহলে কি নয় তারা সবলা?
নারীই সব, নারীই কল্যাণী
তাহলে কেন সমাজ
করে রাখে তাদের ঘরনী ?
নারী যদি হয় উন্মত্ত,
তাহলে জন্ম হয় মহাকালী।
নারী যদি হয় হৃদয়াবান
দিতে হয় আত্মসম্মান।
কখনো ভেবেছো কী ?
তবুও কেন তারা বঞ্চিত ?
সীতা কি দেয়নি অগ্নিপরীক্ষা?
ফল হিসেবে পেয়েছিল তিতিক্ষা।
নারীরা আজন্ম ঘরবন্দী,
মাথায় আসেনি তাদের মন্দবুদ্ধি,
আজও তারা দেয়
সতীত্বের প্রমাণ,
মুখ না খুলে সয়ে যায়
শত ব্যাথা,কষ্ট আপ্রাণ।

সুখের সন্ধান

-দেবিকা উরাও
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,তৃতীয় সেমিস্টার
ক্রমিক নং -21PS0004

সুখ তুমি খুঁজছো হেথায় !
সবই তো রয়ে গেছে স্মৃতির পাতায় ।
হলাম না কোনদিন বর্তমানে সুখী,
অতীত ভাবলে কভু ছিলাম না তো দুখী ।
জীবনের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নতুনের আগমন,
কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে করতে হয় চয়ন ।
যতই সম্পর্ক চাই, আগলে আগলে রাখতে,
ততই আপনজনকে হয় সময়ের সাথে ছাড়তে ।
মাঝে মাঝে মুহূর্তে খুঁজে পাই না নিজেকে,
হারিয়ে ফেলি নিজেকে শত জনেরও মাঝে ।
নিজেকে গড়তে চাই সেই সুখের নীড়ে,
যেখানে শেষ হয় ঝড় ঐ তটতীরে ।

আজ এই কাল ওই
কত ব্যস্ততা ,
তারই মাঝে লুকিয়ে থাকে
সুখের মধ্যস্থতা ।
সুখকে দেখতে হলে চাই নতুন দৃষ্টি,
দুঃখ ছাড়া কি সুখ আসে? এ তো বিধাতার সৃষ্টি ।
নিজে গড়ো নিজের সুখ,
কেউ জানে না তোমার সুখের স্বরূপ ।
ছোট ছোট ক্ষণে খোঁজো সুখের আবহাওয়া,
নিজেকে আবারো নতুন করে পাওয়া ।

নিশ্চল সমাজ

-ভাগ্যশ্রী মাহাতো
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার
ক্রমিক নং- 21SO0005

সমাজটা এখন কেমন যেন
ভাদ্রের মেঘলা দিনের মতো
নিস্তরঙ্গ নিরুত্তাপ স্বচ্ছন্দ ।

সূক্ষ্ম আবেগের আচমকা বৃষ্টি
তাদের মন ভেজাতে পারেনা,
বন্ধুত্বের দুরন্ত ঘুর্নিবাতে
তারা বেপরোয়া হয়না।
গরীব শিশুর ক্ষুধার কান্না কিংবা
নারীর অপমান, তাদের চিত্তে
শিলাঘাত হানতে পারেনা।
নিশ্চল মেঘলা দিনের গুমোট মারা
বাতপতাকার মতো মন তাদের,
অনুভূতির দমকা হাওয়ায়
একচুলও যা নড়েনা ।

শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে তারা
মনুষত্বের ভাব কমায় বাড়ায় ।
প্রয়োজনে ভান করে, বিজ্ঞ হয়ে
সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকটিভিস্ট সাজবার।
লাভ-কেয়ার গুটিকতক রিয়্যাক্ট দিয়ে,
সামাজিক দায়িত্ব নমো নমো করে সারে,
বন্দি সমাজটা যেন ছোট ছোট খোপে
নয় বাই ষোলোর স্ক্রীন দিয়ে উঁকি মারে।

ছাপ্পাবাজির গপ্প

-প্রীতম প্রতীক অধিকারি
কলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার
ক্রমিক নং -21AG0021

ভোটের নামে প্রহসন-
ছাপ্পাবাজির গপ্প শোন---

একের পিঠে দুয়ের বোঝা-
লুটছি মোরা দারুণ মজা।
নরখাদক হায়না মোরা-
বেঁচে থাকা খাদ্য তোরা!

মাংস মদ চোলাই দেব-
ভোটটা যেন আমি পাব!
যদি করিস পেঁদোর বায়-
আসল রূপ দেখবি তাই!

খুন খারাপই রক্ত রাজ-
বোমা গুলি দাঙ্গা বাজ!
এটাই হল মোদের কাজ-
মানুষ মারা নেইকো লাজ!

স্বামী পুত্র হারাবে যবে-
কান্না বুকে থমকে রবে!
পরবে যখন সাদা থান-
ভাসবে চোখে প্রাণের দাম!

কে বা ফকির কে বা রাজা!
ভোট মিটলেই হবে সাজা।
লুট রাহাজানি মোদের মন্ত্র!
এটাই হল গনতন্ত্র।

বহু প্রশ্ন

-তথাগত সরকার
ইতিহাস বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার
ক্রমিক নং -21HS0030

আজ আমরা থাকি এক কোমলতা ভরা এক স্বাধীন দেশে,
তবু রয়েছে বহু প্রশ্ন অন্তরে
কেন জানিনা মনে এককোণে থেকে যায় বহু প্রশ্ন !

শত শত মানুষেরা আজ শ্রেনি সংগ্রামে আবর্তিত হয়েছে,
রয়েছে সমাজে বিভাজন।
আজ আমরা বহু আধুনিক
তবে কেন মানা হয় ভেদ প্রথা ?
এরই জন্য শোষিত হতে হয় লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে
বঞ্চিত হতে হয় উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে !

নীল আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায়,
স্নিগ্ধতা আর পবিত্রতার এক মনোহর দৃশ্য
মনে হয় মানুষই পৃথিবীর বড়ো সত্য।

তবে কেন মানুষকে হতে হয় সামাজিক শোষণের শিকার !
একদিন আসবে যেদিন আমরা হবো
আসল আধুনিক আসল উন্নত ।
আমাদের দেশই হবে একদিন পবিত্রতার প্রতীক,
রইবে না কোনো রূপ প্রশ্ন মানুষের মধ্যে,
পেয়ে যাবো সকল প্রশ্নের উত্তর ।

A LETTER TO SHERLOCK HOLMES

Tarique Khursheed
Student, 22SO0098,
Suryasen Mahavidhyalay

To,
Mr. Sherlock Holmes,
The World's Greatest
Consulting Detective,
221B Baker Street,
London, England

Sub- lost something precious.

Sir,

I hope this letter finds you in the midst of solving yet another perplexing mystery. While my situation might not involve stolen jewels or mysterious hunts, I believe it warrants your extraordinary deductive skills I find myself in a maze that even your legendary detective skills might struggle to untangle. You see, I have lost something quite valuable, my ambition. It appears my own ambition has decided to take an extended vacation, leaving me in a state of academic insomnia.

Now, I know you're renowned for your exceptional detective skills, but I must warn you, my ambition has an uncanny ability to disguise itself as random

distractions—Netflix, social media, and a nap. Yes, it's as if my goals have joined forces with procrastination itself.

Much like your knack for deducing clues, I've tried piecing together my interests, passions, and the world of career options. Alas, my attempts resemble a tangled web of clues in need of your expert analysis.

Do you possess a magnifying glass capable of uncovering my hidden aspirations?

Can you deduce the path to a fulfilling future? Your uncanny ability to solve the most complex puzzles leaves me hopeful that you might guide me towards a destination.

Or even Hercule Poirot is no less.

Thank you.
Yours Client,
The Student.

3.

SOLITARY LANE
Paushali Sarkar.
Roll no: 21EN0015

Stranded!
In a big arcade,
The lights and noise,
All seems to fade…
Name: Paushali Sarkar.
Fading all the way to void
Through the echoes of melancholy,
The worthless joy
Of the humans toyed…
Toyed of their virtues,
Praised of their vices.
Consumed not completely
But, paying their prices.
Prices so huge to pay
Means taken lead affray.
Crisis, Chaos, Cry and Pain
Enforced to take the "Solitary Lane".
Lane so interminable and tedious
Makes all the wayfarer pious
For he dies a hundred deaths
Before the lane untimely ceases.

4.

Route To Khalubar

Name: Deepraj Ghataney
Roll no: 22CM0093
Subject :- B.com (H)

Route To Khalubar
(Gorkha Rifles)
In the dark cold Night,
Above the blanket of white
I with my men,

Hope to capture the strategic height.
Yes, The advance Enemy
from the Peak,
Fired up to make us weak.
Their Guns and Granade,
adds to bring down
Death to my comrade.
Sure, we were few in strengths
And bullets as many as
Teeth on a Neonate.
But the will of fire,
In the heart
Raises higher and higher.
Turned this curse night,
To a glorious victory.
Brings the enemy to their knee

6.
The Philosophy of Managing People

Sushan Paul
Department- Commerce
Course- B.Com (Hons)
Semester- 3

In March 2021, I was honored with the title of the Head-boy of our school. Which meant that myself and the Head-girl would have to collectively manage a force of more or less 30 prefects and house captains. Furthermore, all the class monitors of the higher division of the school would be under our indirect command. This meant a lot of responsibility.

Sanjana, my classmate in B.COM Honors was then the Head-girl alongside me. She did well in her responsibilities. I was the one who failed terribly in the first month. The prefects would occasionally disobey my direct orders, and I often missed deadlines for several other tasks. Then I got a hang of it. the struggle went on for a few more days and then it became smooth. I did fail on certain events but they were not that embarrassing. But during my tenure as the Head-boy, I learned countless things that helped me manage people better.

Management is one of the most essential skill for being a successful person. If you cannot manage people, you better sit in your cubicle from 9 to 5 working for your boss, not getting the promotion that you actually do not deserve. Know why? Promotion means responsibility, which means you would have to manage time and your subordinates simultaneously. As harsh as its sounds, it is the honest truth.

Months after the ISC boards exams ended, I found the philosophy of stoicism while reading in my leisure. What I found was interesting. There are tons of knowledge that could be incorporated in the art of managing people, some of which I already learned in those months, and some which were new. I was instantly drawn into the philosophy and studied the works of Seneca, Epictetus and Marcus Aurelius for the next few months. Recently while reflecting upon myself, which is a common practice in stoicism, I came up with seven principles that would help anyone to learn the skill of managing. Some of these are quotes from the above-mentioned philosophers, and a few are said by other personalities that I found really powerful and insightful. So, here we go:

"If a man knows not which port he sails, no wind is favorable." -Seneca

The essence of management is leadership. And you cannot lead people if you know not where to lead them. Motivation, discipline and trust would only exist if the goal is clear. And these are the three wheels of the vehicle called leadership. One wheel goes down and the vehicle crashes. So properly draw a goal before you start off.

"Don't explain your philosophy, embody it." -Epictetus

Leading by example is way more powerful than leading by orders. You see, orders are just hollow words said by people who themselves do not wish to follow them. But true leadership is setting examples, showing your subordinates the things you would do to achieve the goals you have set. This will motivate them to stay by your side and follow your lead.

"All cruelty springs from weakness." -Seneca

Your subordinates would lose trust and respect for you if you do not show kindness towards them. It is thus very important to not be cruel but be compassionate towards everyone and everything. And it is a quality of the strong to be kind. Therefore, strive to strengthen your mind and your body. I know it might sound a bit mainstream, but join the gym of any martial arts dojo if possible to make your body strong. And to strengthen your mind, start with the holy book of your religion. Great starting places and both of these have worked wonders for me.

"You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." -Marcus Aurelius

Do not let outside events agitate you, and by outside events I mean things you cannot control. For example, you cannot control what your previous semester results would be at this point of time, but you can control how you prepare for the next semester. And that is where you must focus as there lies strength where there is control.

"What injures the hive, injures the bee." -Marcus Aurelius

This means that the problem of your team is a problem that you must treat as your own. Most managers fail at this point because they totally ignore the requirements and comfort of their team and only care about their own agenda. But this will not get the work done but instead create problems in accomplishing your goals. As I said earlier, motivation is one of the core aspects of leadership. And not recognizing the problems of your subordinates leads to lack of motivation. And you know how the story ends right?

"Praise in public, criticize in private." -Vince Lombardi

If any of your subordinate has done anything praiseworthy, let it be known by everyone. If he has done something wrong, let it be known by him. This will inspire them and also inculcate respect for you in their mind. The benefit of this is two-fold. Praise is a positive motivation instrument but it does not work in isolation. Negative motivation is also very necessary. But making it public would only break their spirit. Instead, be private about it.

"Any person capable of angering you becomes your master" -Epictetus

A leader is always in control of every situation. If you loose control, you are no more in lead but are being led by somebody else. This is not a good message to your subordinates as they would lose trust over you. Trust me, I have been a victim of this, my loss of control during an unnecessary heated argument did nothing but made my team lose faith and respect for me. So be your own master. Only then you would be worthy to lead.

So, here we are! Yes, these are not at all the only principles you need to follow to become a better manager. There are several aspects that you need to learn through theory and practice. But everyone starts somewhere. And I think these are great starting points for the journey that lies ahead. The journey of becoming a great leader and leading your team to excellence.

As a believer and follower of stoicism, it was my pleasure to be able to convey these principles to you. And as an aspiring manager, I am hoping that these lessons will help you to avoid the mistakes I made in the past.

6.

Consistency

Bimal Ghosh
Roll Number- 221052447309

One bad chapter doesn't mean your story is over, just turn the page.
Don't give up, the beginning is always the hardest.
You got two choices: make move or make excuses.
When it hurts more than it feels good, leave.

The sad truth is many people will panic to find
a charger before their phone dies,

but won't panic to find a PLAN before their DREAM dies.
When you become lazy it's disrespectful to those who believe in you.
Close the window that hurts you, no matter how beautiful the view is.

No results? Keep working.
Bad results? Keep working.
Great results? Keep working.
Consistency is the key.

अधर्मी

Ritik Thakur

हां हां मैं अधर्मी,
मुझे धर्म का ज्ञान नहीं।
इश्वर द्वार खरा मेरे,
और मुझे इतना सा भी भान नहीं।
हा हा मैं अधर्मी,
मुझे धर्म का ज्ञान नहीं।

गुरु ने हमेसा ज्ञान का मार्ग दिया
पर मैंने कहा उनका भी सम्मान किया।
सही गलत की समझ तो थी मुझे,
पर अहंकार वश उनका भी त्याग किया ।
हा हा मैं अधर्मी,
मुझे धर्म का ज्ञान नहीं।

विधाता स्वय रोकने आए,
पर मेरे नयन उनको भी न पहचान पाए।
मेरे सर्वनाश का कारण मैं खुद बना,
अपने साथ कई को ले मारा।
हा हा मैं अधर्मी ,
मुझे धर्म का ज्ञान नहीं।

एक मित्र था मेरा,
जो अपने लकीरों से तना था ।
सूर्य पुत्र हो कर भी,
इस धरा पर सुत पुत्र बना था।

सौ के अलावा पांच को भी,
अपना सगा समझता।
तो शायद मेरा नाम भी,
इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता।
हा हा मैं अधर्मी,
मुझे धर्म क्यू ज्ञान नहीं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ....

Asha Kumari Mahato
21AG0839
5th Semester
B.A program

पापा बेटी हूँ आपकी पापा बेटी हूँ आपकी,
बेटी ही रहने दो मुझको ना समझो अभिशाप,
वरदान हूँ वरदान ही रहने दो, !
आसमानो मे उड़ना चाहती हूँ हवाओं के संग बहने दो,!

कमजोरी नही ताकत बनना है ,
मुझे आपकी यूं कोख में ना मरने दो,!
मेरी भी जिंदगी है, मेरे कुछ सपने है,!
मेरे सपनो मे रंग मुझको भरने दो,!
मै भी भरे देश मे बेमिसाल बन नाम,
कमाउंगी बाहर निकल मुझे भी बढने दो,!

ये सोच समाज की छोटी है, यही बड़ा कुछ
मुझे करने दो,!
संघर्ष बड़ा अभिमानी है बस संघषो से मुझे लड़ने दो,!
और भी मजबूत बन जाउंगी तूफानों से लड़ जाउंगी मै,!
एक हूंकार तो मुझे भरने दो,!

सांसे बहुत ही मजबूत है, मेरी सपनो की सीढीया
चढने दो,!
मुझे ये दुनिया भी याद करेगी, मुझे बस आगे की
तरफ बढ़ते हुए चलने दो,!
नैकी की राह पर चलूगी सदा बस एक कदम
तो मुझे चलने दो । ... ...

COLLEGE ACTIVITIES

West Bengal Youth Parliament Competition at the District Level (Jalpaiguri District) held on 14.09.2022 at A C College: Surya Sen Mahavidyalaya participated and stood 3rd in the: Team Guide- Dr T. Chakraborty & Dr B. Das

Prestigious Presidential Award 2020-21 received by Pallab Biswas, a Volunteer of NSS-II, SSM on 24.09.2022 at Rastrapati Bhawan from the Honourable President of India

Celebration of 74th Republic Day at SSM College Ground, 26.01.2023

Celebration of Vivekananda Birthday Programme by NSS-I, on 12.01.2023

NSS District Youth Camp at College Ground on 14th & 15th February, 2023

College Picnic, 2023

COLLEGE ACTIVITIES

International Mother Language Day observed in Surya Sen Mahavidyalaya, organized by Cultural Committee on 21.02.2023

Anchors of the event and glimpses from Inter College State Sports & Games Championship hosted by Surya Sen Mahavidyalaya, 22.02.2023

International Women's Day Celebration organized by Women's Cell and ICC, SSM, 08.03.2023

Annual Sports of Surya Sen Mahavidyalaya, 11.03.2023

Annual Sports of Surya Sen Mahavidyalaya, 11.03.2023Blood Donation Camp for people of Siliguri organised by NCC Unit in collaboration with Lions Club Siligirui on 22.03.2023

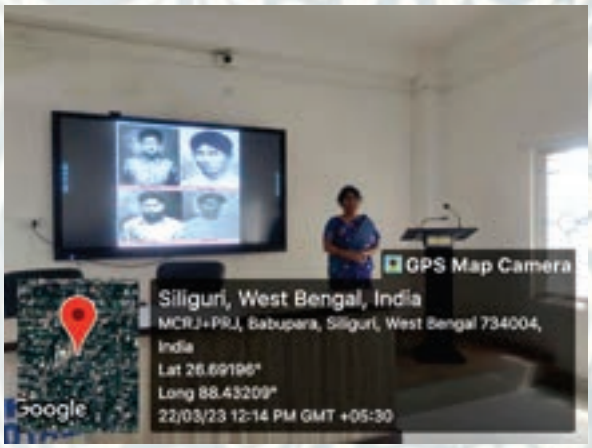

Observation of 129th Birth Anniversary of the Great Revolutionary Leader and Freedom Fighter Master Da Surya Sen, organised by Cultural Committee, SSM on 22.03.2023
FDP organised by Life Skill And Well Being Cell, SSM… Resource Person—Mr. S. Sarkar, Dept of Computer Science, SSM on 27.03.2023

COLLEGE ACTIVITIES

Working towards eradicating river pollution and repairing Siliguri Road-potholes by NSS volunteers of Surya Sen Mahavidyalaya on 23.03,2023

FDP organised by Life Skill And Well Being Cell, SSM… Resource Person—Mr. S. Sarkar, Dept of Computer Science, SSM on 27.03.2023

Self Defence Training for Female Students, organised by Alumni Association of SSM, from 01.04.2023 and continue throughout the year.

State NSS Award For 2021-22 Received By Two Volunteers Priyanka Roy And Subharthi Das of NSS Unit II, At Belur Math on 28.04.2023

Plantation of saplings on ' World Environment Day' by Principal Dr P.K Mishra, President GB Sri J. Moulik, Eminent Environmentalist Dr Raja Routh and 34 No. Ward Councillor on 05.06.2023

Tree Plantation at NBU by NSS Unit, SSM, Principal Dr P.K.Mishra with Hon'ble Vice Chancellor Dr Sanchari Roy Mukherjee along with NSS Volunteers on 06.06.2023

COLLEGE ACTIVITIES

Day 2 of Workshop on “Life Saving Cares and Medical Assistances” hands on training on CPR, Epileptic Fits, Snake Bites, Burn Management, Recovery from Unconsciousness and more… Resource Person- Dr Sirshendu Pal,Renowned Physician, 19.07.2023

IN FOCUS

WOMEN HYGIENE AWARENESS

The 16 Bengal BN NCC unit SSM, under the supervision of Lt Arpita Roy (ANO), in collaboration with IQAC, Surya Sen Mahavidyalaya, organised a day-long awareness lecture on 'Women Hygiene & Mensturation Cycle' in Siliguri on Saturday. The two resource persons were Dr Pronomita Ghosh, Gynaecologist and Dr Gargi Dutta, Psychologist. ■ SNS

IN FOCUS

College workshop dwells on ways to save the vanishing vultures

STATESMAN NEWS SERVICE

National level Workshop organized by the
Eco-club & the Department of Environment Studies.

College in Siliguri marks its 25th Foundation Day

STATESMAN NEWS SERVICE

The Statesman

25th Foundation Day celebration of SSM.

Delegates discuss how capitalism is killing environment

STATESMAN NEWS SERVICE

Seminar on ' Women & Environment' organized by the
Women's Cell and Internal Complaint Committee

Inter-college dist sports meet kicks off

STATESMAN NEWS SERVICE

The Statesman

Three day Inter-college
Sports and Games Championship

মানবসেবার জন্য স্বীকৃতি পল্লবকে

Pallov Biswas, volunteer of NSS, to receive
the prestigious Presidential Award.

চার হাত এক করতে কলেজ পড়ুয়াদের 'প্রজাপতি'

IN FOCUS

College event talks women's 'financial digital literacy'

College NSS unit comes to poor family's aid, builds bathroom

STATESMAN NEWS SERVICE

'विवाह से पहले वर-वधु की थैलेसीमिया जांच जरूरी'

सूर्यसेन महाविद्यालय में थैलेसीमिया जागरूकता सत्र को संबोधित करते वक्ता • जागरण

Thalassemia Check-up Awareness Programme

Book delves deeper into 'Pather Panchali'

STATESMAN NEWS SERVICE

Book on "Panther Panchalikar Bibhutibhushan" edited by Dr. Dipak Saha, Department of Bengali.

IN FOCUS

আরও একটি নয়া ভবন পেল সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়

উদ্বোধনে মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

কর্মসমিতির নতুন সদস্যেরা মনোনীত

ABP/05/05/2023

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির নতুন সদস্য হলেন অধীন সাত কলেজের অধ্যক্ষেরা। বৃহস্পতিবার উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র চার বছরের জন্য তাঁদের মনোনীত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সেই সঙ্গে ১০ টি কলেজের অধ্যক্ষদের নতুন কোর্ট সদস্য করেছেন তিনি। কর্মসমিতিতে রাখা হয়েছে দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ, জলপাইগুড়ি আইন কলেজ, জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজ, কোচবিহারের বিশ্ববিদ্যালয় বিটি এবং ইভনিং কলেজ, আলিপুরদুয়ার কলেজ, শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজ এবং ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের। কোর্ট সদস্যদের মধ্যে রাখা হয়েছে কোচবিহারের বিশ্ববিদ্যালয় বিটি এবং ইভনিং কলেজ, শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে দাগাপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব লিগাল স্টাডিজ, শিলিগুড়ি কলেজ, কালিম্পঙের ক্লুনি উইমেনস কলেজ, দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ, চোপড়া কলেজ, রাজগঞ্জ কলেজ, স্যালেশিয়ান কলেজ, ইসলামপুর কলেজ এবং হাতিঘিষার বীরসা মুণ্ডা কলেজের অধ্যক্ষদের।

SSM got selected as a member of the Executive Cell of North Bengal University.

DEPARTMENT ACTIVITIES

Field work of 6th Semester Students at Naxalbari by Dept. of Bengali, 23rd March, 2023

Faculty Exchage Programme, organized by Dept. of Bengali, on 17th December, 2023

Story Telling Competition for the English Honours students, by Dept. of English on 30th January, 2023

Add on Course in the Dept. of Bengali, Speaker: Dr Manjula Bera, Prof, University of North Bengal on 9th February, 2023

Story Telling Competition for the English Honours students, by Dept. of English on 30th January, 2023

Inauguration of Wall Magazine “ORACLE”, Vol. 5 by Dept. of English, on 15th May, 2023

An Invited Lecture On ' Qualitative Methods In Sociological Research', Speaker: Dr.J. B. Tirkey, KGTM Bagdogra, organised by Dept. of Sociology, on 16th February, 2023

DEPARTMENT ACTIVITIES

Workshop and hands-on training session on Q-GIS, GNSS, and Google Earth Engine, organized by IIGST in collaboration of Dept. of Geography & IQAC on 12-13th September, 2022. A "MoU" was signed with Surya Sen Mahavidyalaya

Perception survey on Solid Waste Management of Siliguri Municipality by 5th Semester Geography Honours Students, on 11-12th November, 2022.

Field survey on *Measurement and monitoring of Landslide at Shiv Khola basin, along the Hill Cart Road, on 25th November, 2022,* at Rongtong, Tindraria area in Darjeeling Himalaya

Unveiling of a Book Edt by Dr. P. Sarkar & S. Mandal of Geography Dept., by Hon'ble V.C of NBU Prof O.P. Mishra , President Sri J.Moulik & Principal Dr P.K. Mishra, on 9th January, 2023.

Geography Dept. Fresher's Welcome Programme, on January 20, 2023

Field Trip for 4th & 6th semester Geography honours at Purulia and Bankura district, West Bengal from 12th – 18th February, 2023

DEPARTMENT ACTIVITIES

Add-on Course on Open Source Software, Aerial Photographs, Satellite Image and GPS, starting from 9th to 11th March, 2023, organized by Dept. of Geography

Publication of Wall Magazine on Traffic Problem in Siliguri by Dept. of Geography, on 28th April, 2023. Title: '***A Jam which is not so Yummy***'.

Faculty Exchange Programme between Department of History and Sociology on 19th January and 5th June 2023 respectively.

Add on Course on "Heritage of India" organized by Dept. of History in collaboration with IQAC from 6th-13th May 2023

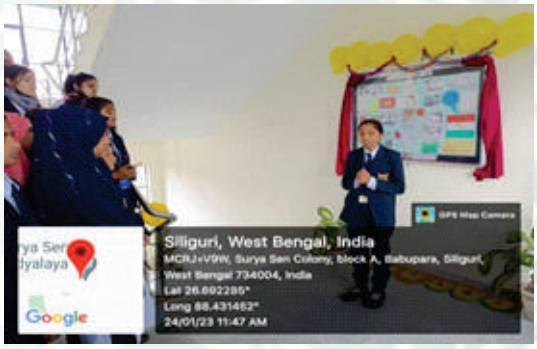

Inauguration of Wall Magazine 'SHAKABDA', Vol. 6 on 24th January 2023, about Netaji Subash Chandra Bose.

Farewell Programme of Dept. of History, 2023

DEPARTMENT ACTIVITIES

Inaugural Session of the Add on Course on Parliamentary Practices and Procedures from 9th to 16th January, 2023:
Chief Guest- Professor O.P Mishra, VC, NBU

Social Outreach Programme at Soongachi Tea Estate at Chalsa on 22nd January, 2023

Students Seminar on India and her Neighbours on 28th April, 2023

Inter State Industrial Visit with 6th Semester B. Com Honours, on 3rd April, 2023.

Presentation of students of B. Com Hons in a District level Workshop on 19th December, 2022 at Kurseong College.

Students Seminar of B. Com 6th Semester Honours, on 29th April, 2023.

DEPARTMENT ACTIVITIES

Invited Lecture organized by Dept. of Physics on 15th February, 2023,
Speaker: Dr. B.C. Paul.

Publication of Departmental Wall Magazine,
"Time Machine: Re-living Physics",
Vol. 1 on 13th January, 2023

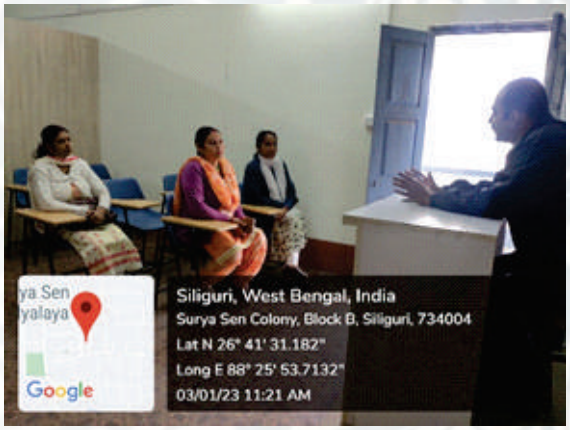

Parent Teacher Meeting organized by the Department of Physics on 3rd January, 2023

Student's Centric Seminar organized by the Dept. of Physics on 3rd February, 2023.
Topics: Physics of LED & Semiconductor Diode

Intra-Departmental Students' Seminar and Invited lecture, organized by Dept. of Chemistry on 11th November, 2022.

Industrial Visit to S. N. Polymers Pvt. Ltd. organized by the Dept. of Chemistry, on 29th April, 2023

DEPARTMENT ACTIVITIES

Inauguration of Wall Magazine 'Chemicules' Vol-1' by the Dept. of Chemistry on 8th May, 2023.

Health Assessment Programe conducted by the Dept. of Chemistry on 13th May, 2023.

Inauguration of the departmental wall magazine " Oikonomia" by the Dept. of Economic, on 8th February, 2023

30 hrs. Add on course on 'Basic Statistics' organized by Dept. of Economics, from 4th to 9th January, 2023.

Observation of World Wetland day on 2nd February 2023

Carrier Counseling and Stress Management Programme by Dept. of Education on 16th January, 2023

DEPARTMENT ACTIVITIES

Poster Presentation by the students of Dept. of Education, dt. 23rd September, 2022

Special Lecture on 'Swami Vivekananda an inspiration to the youth' organized by Dept. of Education in collaboration with Cultural Committee on 7th February, 2023.